CONTENT

Thursday, the 12th February, 1991. — Pages

1. Questions & Answers :—
Oral answers to Starred Questions Nos
177, 215, 257 283. 309 337 and 339 ... . 1—16

2. Reference period :
a) Reference cases raised by Shri Gopal
Ch. Das and Shri Matilal Sarkar ... . 16—
b) Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief
Minister, made statements on —
i) death of Shri Promode Das, a Class—
IV staff, working in the residence of the
Chief Minister on the 28th January, 1991 ... ... 17—18
ii) The news published in the "Dainik
Sambad" on the 4th February, 1991 under
the caption 'the Tripura University is
foresaking various programmes of higher
education due to acute financial cisis' ... . 19 ..20
iii) The news published in the 'Syandan'
on the 14th January, 1991 under
caption 'fifty thousands of segun trees
have been ruined in the reserved forests
under North Tripura District : the Forest
Authority is silent'.... ... ... 21—23

3. Calling Attention :
a) Attention of the Ministers concerned
called by Shri Ratanlal Ghosh, Shri Sobodh
Das and Shri Keshab Majumder ... ... 23—24
b) Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chif Minister,
made statements on—
i) recognisation of O. B. C employees organisation ... ... 24—25
ii) The incident of harrassment of Shri M. R Deb Nath,
Director-in-Charge of Statistic in his office
chamber by some miscreants on the 15th
December, 1990 ... ... 25—26
c) Shri Arun Kr, Kar, Education Minister,
made a statement on the allegation of
misappropriation of few thousands of money

of tribal students which had been published in the Dainik Sambad'' on the February, 1991 .... 26—28

4. Motion for extention of time for presentation of Report of the privilege Committee :
The Motion was adopted as moved by Shri Amal Mallik, Chairman of the Committee ... ... 28—30

General Discussion on the Budget Estimates for 1991—92 ... ... 30—72

Shri Dipak Kr Roy ... ... 30—33
Shri Buddha Deb Barma .... 33—35
Shri Angju Mog... ... ... 35—37
Shri Anil Sarkar .. .. 37—41
Shri Rudreswar Das, ... 41—43
Shii Bidya Ch. Deb Barma... .... 43—45
Shri Matilal Saha, Minister of state, ... 45—48
Shri Drao Kr. Reang. Minister ... ... 48—50
Shri Gopal Ch Das ... ... 50—53
Shri Makhanlal Chakraborty .... 53—56
Shri Kalidas Datta, Minister of state .... 57—58
Shri Matilal Sarkar .... 58—60
Shri Samir Ranjan Barman, Minister ... ... 61—68
Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister, ... 68—72

6. Papers laid on the Table : (Writen replies to Starred and Unstarred Questions) ... ... 79—90

Wednesday, the 13th February, 1991. Pages—

1. Questions & Answers :—
Oral answers to Starred Questions Nos. 218, 233,301, 304, 307,342 and 343 ... ... 1—15
2. Reference period. :
a) reference cases raised by Shri Matilal Sarkar and Shri Gopal Ch. Das ... ... 15—16
b). Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister, made a statement on the incident of harrassmen of Shri Biswanath Basu Roy, Executive Engineer, Dharmanagar Sub-Division, P. W. Department in his office chamber by some miscreants on the 22nd November, 1990... ... ...16 — 17
3. Calling Attention :
a) attention of the Ministers concerned called by Shri Ratanlal Ghosh, Shri Chitta Ranjan Saha and Shri Subodh Das . ... 17—19
b). Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister, made a statement on the incident of death of Shri Subrata Deb Nath alias palu Deb Nath due an accident at Indranagar, Agartala, on the 31st December, 1990 .. .. 20—21
4. Laying of replies to postponed Questions on the Table :
Shri Matilal Saha, Minister of State, laid the replies to the postponed Starred Question No. 51 and postponed Unstarred Question No. 51 of Shri Samar Choudhury 22
5. Government Bill :
The Tripura Appropriation (No.2) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 6 of 1991) was considered and passed ... ... 22—23
6. Discussion on the Demands for Grants for 1991 —92 :
Shri Keshab Majumder.... ... . 24—29
Shri Khagendra Jamatia... ... ... 29—32
Shri Subodh Das... .. ... 32—35

Shri Dipak Nag .. .. 35—38
Shri Rashiklal Roy... .... 38—41
Shri Sukumar Barman... ... ... 41—45
Shri Birajit Sinha, Minister... 45-47
Shri Chitta Ranjan Saha... ... ... 47—49
Shri Kashiram Reang, Minister... ... ...49—53
Shri Drao Kr. Reang, Minister... ... .53—57
Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister 57-61
7. Voting on the Demands for Grants for
1991—9?... .... 61—80
8. Papers laid on the Table :
a) Written replies to Starred and
Unstarred Questions... ... . 80—94
b) Written replies to postponed
Questions... .... 94—99

PROCEEDNIGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF CONSTITUIONS OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Tuesday, the 12th February, 1991 at 11 A. M.

PRESENT

Mr Speaker (Hon'ble Jyotirmay Nath) in the chair, the Chief Minister, Hon'ble Deputy Speaker, the Seven Minister, Eight Ministers of State and 36 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য সদস্যগণের নামের পাশ্বে' উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশ্বে' যে-কোন নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৭।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা(মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে ১৯৮৯-৯০ ইং সনে মোট কত টাকা আই. আর. ডি. পি. খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ?

২। ব্যাংক থেকে বেনিফিসিয়ারীদের সমস্ত কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা .

৩। না দেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৮৯-৯০ সালে মোট ১৭০'৩৩ লক্ষ টাকা রাজ্য খাতে এবং ২৯৬'৯৯ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় খাতে সর্ব্ব'- মোট ৪৪৭'৩২ লক্ষ টাকা আই. আর. ডি. পিতে বরাদ্দ করা করা হয়েছে।

২। ব্যাংক থেকে সমস্ত কিস্তির টাকা এক সঙ্গে দেওয়া হয় নাই।

৩। রিজার্ভ' ব্যাংকের নিয়মমত বিভিন্ন সময়োপযোগী প্রকল্পের ঋণ দুই বা ততোধিক কিস্তিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রী রতন লাল ঘোষ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯০-৯১ ইং সনে বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাংক এলাকায় যে সমস্ত বেনিফিসিয়ারীগুলি আছে এবং গ্রামীণ ব্যাংক যে সমস্ত আই. আর. ডি. পি. বেনিফিসিয়ারীদের নাম সিলেকশান করে পাঠানো হয়েছে তার মধ্য থেকে গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৯-৯০ সনে টাকা দিয়েছেন কিন্তু ১৯৯০-১৯৯১ ইং সনের এক টাকাও দেন নি। সেই টাকা এখনও গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ডিসবার্স করা হয় নি। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি কারণ ; গ্রামীণ ব্যাংকের উপর রাজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ নির্ভর করে ?

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন করেছেন এই কথা ঠিক যে রাজ্যের ৬০ শতাংশ গ্রামীণ ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত। আই. আর. ডি. পি. লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মিটিং করে বেনিফিসিয়ারীদের নাম দিয়ে থাকি। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের আর্থিক অনটনের জন্য অসুবিধা থাকায় টাকা দিতে পারেন নি। তদুপরি ষ্টেট লেভেলে অনেকবার মিটিং করা হয়েছে সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করার জন্য তখন গ্রামীণ ব্যাংক থেকে তাদের অসুবিধার কথা বলেছেন। কাজেই সেই সব জায়গাতে ল্যাম্প এবং প্যাকস্-এর কো-অপারেটিভ ব্যাংক-এর মাধ্যমে দেওয়া হবে। আর একটা কথা আমি বলতে চাই যে গ্রামীণ ব্যাংক অনেক আশা এবং আকাংক্ষা নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল যাতে গ্রামের গরীব কৃষি-মজুর এবং সাধারণ মানুষেরা বাড়ীর কাছে থেকেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিতে পারে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই গ্রামীণ ব্যাংকগুলিকে বাম দলীয় ব্যাংকে পরিণত করা হয়েছিল।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা গাড়ীর জন্য, বাসের জন্য, জীপের জন্য ঢালাওভাবে লোন দেওয়া হয়েছে। তার সিকিভাগও রিকভারী করা হয় নাই। এই কারণে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। এই ব্যাংকে বাঁচানোর জন্য আমাদের রাজ্য সরকার থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবং আমার এই উত্তরের সাথে আর একটা কথা সংযোজন করতে চাই যে ব্যাংক থেকে গাড়ীর লোন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বেশীরভাগ গাড়ীর রোড পারমিট ছিলনা। উইদাউট পারমিট তারা ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে। এখন আমাদের সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে যে যতগুলি গাড়ী রোড পারমিট ছাড়া রাস্তায় চলছে এইগুলি সীজ করার জন্য। সেই উদ্যোগ সফল হয়েছিল। প্রচুর গাড়ী সীজ করা হয়েছে। গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে সেটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে স্টেইট ট্রান্সপোর্ট অথরিটিকে যে সকল গাড়ীর মালিককে ব্যাংক থেকে লোন দেওয়া হয় গাড়ী ক্রয় করার জন্য তাদের আগে দেখতে হবে ব্যাংকের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট আছে কিনা ! লক্ষ লক্ষ টাকা এইভাবে আদায় হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার। মাননীয় সদস্যদের এই আশ্বাস দিতে পারি আমাদের সরকার করা হয়েছিল, ব্যাংককে দেউলিয়া থেকে বাঁচানোর জন্য। সুতরাং ত্রিপুরার গ্রামীণ ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার কারণ আন্তরিকতার সংগে চেষ্টা করছে যে গ্রামীণ ব্যাংকের যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, আই, আর, ডি, পি, লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে যে অসুবিধার দেখা দিয়েছে সেটা আমরা দূর করার উদ্যোগ নিচ্ছি। তদুপরি আমাদের ত্রিপুরা সরকার, কংগ্রেস এবং যুব সমিতির জোট সরকার এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই আই, আর, ডি, পি,

লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষকে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার ওপরে তোলার ক্ষেত্রে আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি ভারতবর্ষের মধ্যে এই জোট সরকার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে । সুতরাং গ্রামীণ ব্যাংকের যে প্রব্লেম সেটা খুব সহসা দূর হবে ।

শ্রী গোপাল দাস :—(শালগড়া) সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন প্রশ্নটা ছিল আই. আর, ডি, পি. সম্পর্কে । মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন এগুলি অসত্য তথ্য এইটা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ির জন্য । মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী মাসে তারা যখন ক্ষমতায় এলেন এইখানে লোন মেলার নামে যে সমস্ত লুটমেলা করেছেন বড় বড় কন্ট্রাক্টার, গাড়ীর মালিক, বিগ্ বিগ্ বিজনেসম্যান, গরীব মানুষের টাকা সি, সি, ডি, পি স্কীমে পাইয়ে দিয়েছেন এবং সেই একটি টাকাও এখন পর্যন্ত ফেরত আসে নাই ? এই কারণে গ্রামীণ ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে । মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, আজকে আই, ডি, পি, স্কীমে একটি টাকা দিতে পারছেনা । স্যার, আমি একটা মিটিং-এ প্রেজেন্ট ছিলাম । সেখানে গত ৩০শে ডিসেম্বর সেখানে ব্যাংকগুলির যে মিটিং সেখানে আই, আর, ডি, পি, এবং অন্যান্য স্কীম সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে এই প্রশ্নটা করেছিলাম, রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিনিধি সেখানে ছিলেন, সেখানে নাবার্ডের প্রতিনিধি ছিলেন, তাদের এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, গ্রামীণ ব্যাংকে যে সমস্ত স্কীম রিকমেন্ড করা হয়েছিল, সেই সমস্ত স্কীম ডাইভার্ট করে দিচ্ছে ইউ, বি, আই, স্টেট ব্যাংককে । সেখানে গ্রামীণ ব্যাংক টাকা ফাইনান্স করতে পারছেনা । তখন তারা বলেছিল, সি, সি, ডি পির যে টাকা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি এক পয়সাও ফেরত দেওয়া হয় নাই । এখন স্যার, কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছেনা, রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে হাত পাততে হচ্ছে । এই অবস্থায় গ্রামীণ ব্যাংককে দেউলিয়া করার জন্য দায়ী এই জোট সরকার । এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি । স্যার, এইটা সত্যি কথা আই, আর, ডি, পি সেংশান দেওয়া সত্ত্বেও বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাংক সেগুলি দিচ্ছেনা । বেশ কিছু পেন্ডিং হয়ে পড়ে আছে । গ্রামীণ ব্যাংকের সংগে আমি নিজে বহু মিটিং করেছি, তাদের বক্তব্য হল যে তাদের অর্থনৈতিক বোঝা রয়েছে, সেই পরিমাণ টাকা তাদের নাই । তাদের নির্ভর করতে হয় এই রাজ্যের যে ডিপোজিট সেটার উপর নির্ভর করতে হয় ।

গ্রামীন ব্যাংকটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের, তার হেড অফিস হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের । সুতরাং এখান থেকে যে রিসোর্সটা পাওয়া যাচ্ছে, তারা সেটাকেই বিভিন্ন খাতে ইনভেস্ট করছে । স্যার, এখানে মাননীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছেন গ্রামের কি কি সমস্যা, স্যার, যে সমস্ত টাকা বিভিন্নভাবে ইনভেস্ট করা হয়েছে তার রিকাভারী খুব নগণ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৬ পারসেন্ট ৭ পারসেন্ট-এর বেশী নয় । এই কারণে তাদের রিফাইনালাইজ করতে অসুবিধা হচ্ছে, তা ছাড়া আমরা নিজেরা যখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ছিল তখন দরখাস্ত করে ৯ কোটি টাকার মত আমরা

ইউ বি আই থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই সময় তাদের পক্ষে আই, আর, ডি, পির টাকা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। আজকে এইটার কারণটা কি, কারণটা হচ্ছে এই রাজ্যের যে ব্যাংক প্রসারের যে নীতি নেওয়া হয়েছিল সেটাই একমাত্র কারণ এবং সেটা নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার, যার কারণে ৭৫ পারসেন্ট কাভারেইজ হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের। আদার ব্যাংকের কোন সবগুলি মিলে হচ্ছে টুয়েন্টি ফাইভ থেকে থারটি পারসেন্ট। গ্রামীণ ব্যাংকের মেক্সিমাম কাভারেইজ এবং তাদের এই কাভারেইজের কারণে তাদের ফিনান্স করার রেসপনসিবিলিটি সেটা অনেক বেশী, সেই কারণে তারা সেটা করে উঠতে পারছে না এবং এটাই সত্যি কথা যে এই ব্যাংক প্রসারের ভ্রান্ত নীতির ফল আজকে এইটা। তবু আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি এই সমস্যার সমাধান করার জন্য। গ্রামীণ ব্যাংকে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। তার পরে যখন ভি পি সিং-এর সরকার এসেছে তখন আমরা কোন এই ব্যাপারে কোন সারা পাইনি। রিসেন্টলী আমি যখন দিল্লী গিয়েছিলাম তখন আমি অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে দেখা করেছিলাম তিনি বলেছেন আমি এইটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখব এবং এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। স্যার, এখানে যেটা বলেছেন নাম্বার ওয়ান পুওর রিকোভারী যেটা ইনভেসমেন্ট হচ্ছে সেটা রিকোভারীর অবস্থা খুব খারাপ। তাছাড়া এই ব্যাংক যে দায়িত্ব পালন করার জন্য যে আর্থিক ক্ষমতা সেটা অত্যন্ত সীমিত, এই কারণেই আজকে এই অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে এবং এইটা একমাত্র কারণ। আমি বলেছি গ্রামীণ ব্যাংকে আপনারা যদি এইটা না করতে পারেন তাহলে এইটা গুটিয়ে ফেলুন।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন বামফ্রন্ট সরকারের কারণেই আই আর ডি পি এবং গ্রামীণ ব্যাংকের এই অবস্থা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গ্রামীণ ব্যাংকের এই দুরবস্থার কারণে সরাসরি অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে গ্রামের সাধারণ জনগণের যাদেরকে দরিদ্রসীমার উপরে উঠানোর জন্য সরকার চেষ্টা নিয়েছেন, সেই সমস্ত বেনিফিসারীদের যাদের নামে লিষ্ট করা হয়েছে, সার্ভে করা হয়েছে, তা এখন এই গ্রামীণ ব্যাংকের আওতাধীন পঞ্চায়েত গুলিও যে বেনিফিসারী তাদের অন্য কোন ব্যাংকের মাধ্যমে এনে তাদের সেই ঋণ দেওয়ার জন্য অতি সত্বর কোন উদ্যোগ নেবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) : স্যার, এই বৎসর আমাদের সরকারের ১০ হাজার আই, আর, ডি, পি, তে লোন দেবার টারগেট ছিল। এবং আমরা যতই অসুবিধার সম্মুখীন হই না কেন ১০ হাজার টারগেট তো ফুলফিল করবই তার উপর টোট্যাল ১২ হাজার বেনিফিসিয়ারিজকে আই, আর, ডি, পি, তে সাবসিডির মাধ্যমে লোন দেবার জন্য ঠিক করেছি। এখন পর্যন্ত ১০ হাজার এর উপরে এক্সসীড করেছে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হোল স্টেটের এস্টিমেটেড বেনিফিসিয়ারিজের টোট্যাল সংখ্যা কত এবং তারমধ্যে কত কভারেজ করা হয়েছে—এবং গত বৎসর কত জনকে দেওয়া হয়েছে—এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) ঃ স্যার, এইটা আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যাবে ।

শ্রী রসিক লাল রায় (সোনামুড়া) ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই বৎসর ১০ হাজার টারগেট নিয়েছিলেন এবং এখন পর্যন্ত এই দশ হাজার টার্গেট এক্‌সীড করেছে । কিন্তু আমরা পরিস্কার হতে চাই যে সমস্ত গাঁওসভাগুলোতে গ্রামীণ ব্যাংক এর আওতায় ছিল কিন্তু সেখানে গ্রামীন ব্যাংক থেকে আই, আর,-ডি, পি, র লোন দেওয়া যাচ্ছে না—সে সব ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে এদের টার্ন করে তাদের বেনিফিট দেওয়া হবে কি না—তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) ঃ স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে যে সমস্ত জায়গায় গ্রামীণ ব্যাংক সারেন্ডার করেছে সে সব ক্ষেত্রে আমরা ল্যাম্পস্‌ এবং প্যাক্‌স্‌ এর মাধ্যমে দিচ্ছি ।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী !

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) **ঃ** মি স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৩৯ ।

শ্রী জওহর সাহা (রাস্ট্রমন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৩৯ । প্রশ্ন- (১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে আগরতলা শহরে হকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার ক্ষেত্রে এই সকল হকারদের ব্যবসা করার জন্য বিকল্প স্থানের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ—বর্তমান আর্থিক বৎসরে স্থায়ী কোন দোকানদারকে উচ্ছেদ করা হয় নাই । কিছু অস্থায়ী দোকানদারদের যারা ড্রেইনের উপর রাস্তার উপর কিংবা ফুটপাতের উপর বসে রাস্তাকে বেদখল করে রেখেছিল শুধুমাত্র তাদের ঐ সকল স্থান থেকে অপসারণ করা হয়েছে এবং যাদেরকে অপসারণ করা হয়েছে তাদের পুনরবাসনের ব্যবস্থা বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে ।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না—প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে হাসপাতাল রোডের পাশে স্টেট ব্যাংকের সামনে,—রাস্তার উপর, মোটরস্ট্যান্ডে, এ. ডি. সি. হোস্টেলের সামনের রাস্তার উপর এবং তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এই সমস্ত জায়গাগুলি থেকে যারা যারা উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ইউ-কো ব্যাংকের সামনে রাস্তার উপর, মহারাজগঞ্জ বাজারে রাস্তার উপর যারা বসত যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাদের পুনরবাসনের জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা কোথায় কোথায় করা হয়েছে এবং যারা উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়েছিল তাদের লিস্ট আছে কি না এবং সে লিস্ট অনুযায়ী প্রায়োরিটি বেসিসে ওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী জওহর সাহা (রাস্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা ড্রেনের উপর, ফুটপাতের উপর দোকান তৈরী করেছিল,

তাদেরকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি। কারণ, এতে পথ চলাচলের অসুবিধা হত সাধারণ নাগরিকদের। এবং এটাও সত্য কথা যে আগরতলা পুরসভা এবং রাজ্য সরকার সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন। এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, যে মটরস্ট্যান্ড, বটতলা, সার্কিট হাউস, সে সমস্ত জায়গায় সরকার হকারদের ক্ষেত্রে সুষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে তারা বর্তমানে ব্যবসা করছেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোটরস্ট্যান্ড এবং বটতলাতে তারা তখন বুলডজার লাগিয়ে হকারদের উচ্ছেদ করেছিলেন। যে সমস্ত হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদেরকে সেড দেওয়া হচ্ছে না। স্টল দেওয়া হচ্ছে না। এই হচ্ছে অবস্থা। প্রকৃত হকার যারা আছেন তারা স্টল বা সেড্ কিছুই পাচ্ছেন না। তাদের মধ্যে অনেকেই মানুষের বাড়ীতে ধান চাষের কাজ করছে বা কোদালের কাজ চালাচ্ছে। তাদের কথা বিবেচনা করে, প্রকৃত হকারদের কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য সুষ্ট কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্নটা করেছেন, যে অভিযোগ করেছেন, প্রকৃত হকার যারা তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই, সেটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আগরতলা পুরসভা থেকে সার্ভে করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা করা হয়েছিল প্রকৃত হকারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য। যাই হোক্ আমরা তাদেরকে পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। বিগত সরকার আগরতলা শহরটাকে যত্রতত্র করে নিজেদের লোকদের দোকান দিয়ে বসিয়ে একটা জংগল করে রেখেছিলেন। পথচারীদের কথা সেখানে চিন্তা করা হয় নাই। বহু বাংলাদেশী লোক এসে এখানে দোকানদারী করার জন্য দোকান খুলেছিলেন। সাধারণ মানুষের চলা ফেরার ক্ষেত্রে একটা দুর্বিসহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি। বাংলাদেশীদের করবনা।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে, উনি এখানে বলেছেন যে আগরতলা পৌরসভা থেকে হকারদের সার্ভে করে তাদের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। তাহলে যাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তাদের নামের তালিকা আগরতলা পৌরসভাতে আছে কিনা ? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, হকার উচ্ছেদ করতে গিয়ে কোন কোন এলাকায় পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করা হয়েছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভার এলাকাতে এটা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য, এটা ঠিক নয়। কারণ আমরা পুনর্বাসন পরিকল্পনা যখন হাতে নিয়েছি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা নাকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার বাইরে, আমরা সেটাকে দেখছি না। আমরা দেখছি যারা ক্ষতিগ্রস্ত লোক, যারা বেআইনীভাবে ড্রেইন কিংবা রাস্তার উপরে, ফুটপাতের উপরে বসেছিল। আমরা তাদেরকে পরিকল্পনা মত নিয়েছি। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র বা কেন্দ্রের বাইরে এই প্রশ্নটা আসতে পারে না। কারণ বটতলা বলুন, এইদিকে মটর স্ট্যান্ড বলুন, এমনকি লালমাটিয়া, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা আপনারা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন। আমরা সব থেকে হকার পুনর্বাসন ব্যবস্থা করেছিলাম লালমাটিয়ায় ১২৩ পরিবারকে। সুতরাং এটা আপনাদের বলার প্রশ্ন আসে না। আমরা জওহর ব্রীজ সংলগ্ন দিয়েছি ৭৫ জনকে আশপাশের এলাকা থেকে। তারপবে রাধানগর বৌদ্ধ মন্দির এলাকায় প্রস্তাবিত বাসস্টেন্ডের কাছাকাছি ৩০ জনকে। শান্তি পাড়াতে ১৬ জনকে আমরা দিয়েছি। এবং এখানে আমরা বলতে চাই যে উনার আর একটি প্রশ্ন ছিল, যে মোট কতজন ? মোট পাঁচশরও বেশী লোককে আমরা রাস্তা এবং ড্রেইনের উপর থেকে অপসারণ করেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৫

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্টমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৫।

প্রশ্ন

১. রাজ্যের যে সমস্ত ল্যাম্পস প্যাকস্-এর কর্মচারী রয়েছেন তাদের সরকার রেগুলার করার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ;

২ যদি নিয়ে থাকেন তবে কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে বলে আশা করাা যায় :

৩. যদি না নিয়ে থাকেন তবে তার কারণ ?

উত্তর

১. রাজ্যের ল্যাম্পস প্যাকস্-এর কর্মচারীগণ রাজ্য সরকারের অধীন নন, সুতরাং তাদের রেগুলার করার দায়িত্ব সরকারের নয়।

২. প্রশ্ন আসে না।

৩. প্রশ্ন আসে না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ল্যাম্পস এবং প্যাকস্ এইগুলি একটি প্রাইভেট সংস্থা। কিন্তু আমরা দেখেছি সরকার সব সময় ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্কে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা করে এবং ওখানে যে সমস্ত কর্মচারীরা তাদের যে বেতন ভাতা সরকার থেকে দিয়ে থাকেন, বিগত বাম জমানায় উরা কিছু কিছু লোককে ওখানে নিয়োজিত করেছিল। তারা এই কথাও বলেছিল ওদেরকে যে তোমাদের রেগুলার করার জন্য আমরা আছি, আমরা করব। এখন বর্তমানে বাজারের যে দর প্রত্যেকটি বছরের পর বছর কর্মচারীরা যেভাবে তাদের বিভিন্ন যে ভাতা বাড়তে আছে, কর্মচারীদের যে বেতন বাড়ছে। তাদের সঙ্গে তুলনা করে রাজ্য সরকার তাদের বেতন-এর ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিবেন কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্টমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি উল্লেখ করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ এবং অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলি বেসরকারী পরিচালনা মন্ডলীর উপর পরিচালিত হয়ে থাকে।

সেই কারণে কর্মচারীর বেতন কত হবে সেটা ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ -এর, সেই সমবায় সমিতির পরিচালন মন্ডলীর উপর নির্ভর করে ল্যাম্পস্ প্যাকস্ -এর স্বচ্ছলতার, ল্যাম্পস্ -এর মধ্যে যে সাবসিডি আমরা দিয়ে থাকি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাবসিডি দিয়ে থাকি। ইদানিং কেন্দ্র সরকার আমাদের বারবার বলেছেন যে এটা কবে নাগাদ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। সর্বদা এই ভাবে ল্যাম্পস প্যাকস্কে সাবসিডি দেওয়ার পক্ষে কেন্দ্র সরকার পক্ষপাতিত্ব নয়। এবং যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায় সেই ব্যবস্থা করা হয় এবং সেইদিকে চাপ সৃষ্টি করছেন।

স্যার, এখানে নিজস্ব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ল্যাম্পস্ নিয়োগ করার কথা। তবে তাদের নিজস্ব, যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নাই। তাই রাজ্য সরকারের অন ডেপুটেশান আমরা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দিয়ে থাকি। এবং প্যাকসে তারা নিজেরাই নিয়োগ করে থাকেন। সেখানে ছয় শত টাকা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের, মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে একজন লোকের পক্ষে এই ছয় শত টাকা দিয়ে চলা খুব কষ্টসাধ্য। তবে রাজ্য সরকারের এটা করার কিছুই নেই। যেহেতু নিয়ম নীতিতে বাধা।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কিনা, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিশেষ করে ল্যাম্পস এর ফিল্ড অফিসার একাউন্ট্যান্ট বা স্যালসম্যান তাদের জন্য নতুন একটি সার্ভিসরোল চালু করেছিলেন। এটা কি এখনো চালু আছে কিনা ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এরকম কোন সার্ভিসরোল ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসে যেটা আছে নূন্যতম বলতে এটাই বামফ্রন্টের আমলে, যেটা বলেছিল সেটা আমি উল্লেখ করছি যে প্যাকসে যিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ৬০০.০০ টাকা পাবেন, ফিল্ড সুপারভাইজার একজন থেকে তিন জন ৫০০.০০ টাকা পাবে এবং নাইটগার্ড ৩৫০.০০ টাকা পাবেন এবং সেই নীতিতেই এখনও চলছে।

ডিপ্যুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৭।

শ্রী সুরজিত দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৭।

১ নং প্রশ্ন

১। আগরতলা বটতলা সুপার মার্কেট কবে নাগাদ চালু করা হবে ?

১ নং প্রশ্নের উত্তর

১। আগরতলাস্থিত বটতলা সুপার মার্কেটটি যত শীঘ্র সম্ভব চালু করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে।

২ নং প্রশ্ন

২। কি কি কারণে এই সুপার মার্কেটটি চালু করতে বিলম্বিত হচ্ছে ?

২ নং প্রশ্নের উত্তর

২। সুপার মার্কেটের জল সরবরাহ ও বৈদ্যুতিকরণের কাজ এখনও সম্পন্ন হয় নাই, ইহা ছাড়া সুপার মার্কেটের স্টলগুলির বন্টন করার ব্যাপারে এবং স্টলগুলি ভাড়া নির্ণয়ের নীতি নির্দ্ধারণের করা সাপেক্ষে সুপার মার্কেটটি চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে।

৩ নং প্রশ্ন

৩। এই সুপার মার্কেটটি চালু না করার দরুন আগরতলা পৌরস ভাকে মাসে কত টাকা গচ্ছা দিতে হচ্ছে,

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

৩। স্টলগুলির ভাড়া নির্দ্ধারণ না হওয়া সাপেক্ষে সঠিক হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— মাননীয় ডিপ্যুটি স্পীকার স্যার, বাজার স্থল অনেক আগেই তৈরী হয়ে গেছে। এবং এটা সবাই জানেন। আসলে এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে ক্যাবিনেট মিনিস্টার অনুপস্থিত থাকেন কারণ তিনি নিজেই জানেন যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। এটা ঠিক কিনা যে গত ৩১ শে আগষ্ট এই বটতলা সুপার মার্কেট স্টল বন্টন নিয়ে ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং রাষ্টমন্ত্রী সেখানে বচসা হয়। এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রী শ্রীমতি বিভুদেবী তার চ্যাম্বারে

Expunged as ord:red by th: chair।

(গণ্ডগোল)

শ্রী **বাদল চৌধুরী** (ঋষ্যমুখ) ঃ— স্যার, কোয়েশচান আওয়ারে কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রী **রসিকলাল রায়** (সোনামুড়া) ঃ— স্যার, আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হল, মাননীয় সদস্য বলছেন আমাদের রেভিনিয়ু মিনিস্টার মাননীয় মন্ত্রী সুরজিত দত্তের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন, একথাগুলি এ্যাকসপাঞ্জ করতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার — হ্যাঁ, এই শব্দগুলি এ্যাকসপাঞ্জ করা হল।

শ্রী **মতিলাল সরকার ও অন্যান্যরা** ঃ— স্যার, এভাবে যদি প্রতিটি শব্দই এ্যাকসপাঞ্জ করতে হয়, তাহলে তো প্রসিডিংগসে আর কিছুই থাকবে না।

শ্রী **বাদল চৌধুরী** ঃ— স্যার, আমার প্রশ্নটা হল, মাননীয়া মন্ত্রী নিজের চেম্বারে নিগৃহীত হয়েছিলেন এবং তার জন্য তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সুধীর বাবুর গুন্ডাবাহিনী তাঁকে সেই পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করেছিল। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এই যে স্টলগুলি তৈরী করার পর ভাড়া না দেওয়ায়, মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, এসব মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী **জওহর সাহা** (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— স্যার এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে এল, এস, জি মিনিস্টার সুপার মার্কেটের পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগ করেছেন, এটা সর্বৈব অসত্য। তারপর, সুপার মার্কেটের কাজ, এ একটা বিরাট ব্যাপার, শুধু স্টল তৈরী করলেই হল না, এর বাউন্ডারী ওয়াল ওয়াটার সাপ্লাই, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এবং স্যানিটারীর অন্যান্য ব্যবস্থা এগুলিও করতে হয়। কিন্তু এ সময় আমাদের হাতে টাকা ছিল না বলে, আমরা সেগুলি সময় মত করতে পারি নি। কাজেই স্বাভাবিক ভাবে এরজন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল, আর সে জন্যই স্টলগুলি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। আর, কত টাকা ক্ষতি হয়েছে, এর সম্পর্কে আমি বলব যে যেহেতু স্টলগুলি ভাড়াই দেওয়া হয় নি, সেহেতু কত টাকা ক্ষতি হয়েছে, তা এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়।

শ্রী **বাদল চৌধুরী** ঃ—স্যার, আমার আর একটা সাপ্লিমেন্টারী আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—না, আর সাপ্লিমেন্টারী কোন এ্যালাউ করা হবে না, এর মধ্যেই অনেকগুলি সাপ্লিমেন্টারী করা হয়ে গেছে।

মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী **খগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৩ ;

শ্রী **রবীন্দ্র দেববর্মা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৩।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিভিন্ন ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষকদের যে সমস্ত কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেই সব ঋণ মকুব করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২) যদি থাকে, তবে এটা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) রাজ্যে ল্যাম্পস, প্যাক্স-এর সংখ্যা কত এবং তারমধ্যে কতটির মাধ্যমে রেশন সপ চালানো হয় ?

উত্তর

১) ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের সদস্যদের কৃষি ঋণ মকুব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এগ্রিঃ এ্যান্ড রুর‍্যাল ডেব্ট রিলিফ স্কীম, ১৯৯০ অনুযায়ী ত্রিপুরা এগ্রিঃ এ্যান্ড রুর‍্যাল ডেব্ট রিলিফ স্কীম ফর কো-অপরেটিভ সেক্টার, ১৯৯০ নামে রুল্স প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই রুল্স অনুযায়ী ল্যাম্পস, প্যাক্স ও অন্যান্য সমবায় সভ্যদেব কৃষি ঋণ মকুবের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২) যথা শীঘ্র কার্যকরী করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

৩) বর্তমানে রাজ্যে ল্যাম্পসের সংখ্যা ৫৫ টি এবং প্যাকসের সংখ্যা ২১২ টি। তাঁর মধ্যে ৪৫ টি ল্যাম্পস এবং ১০০টি প্যাক্সের মাধ্যমে মোট ২৬৭ টি রেশন সপ চালানো হইতেছে।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ—সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বর্তমানে যেভাবে খাদ্যাভাব এবং অর্থনৈতিক সংকট চলছে তাতে ল্যামপস এবং প্যাকসগুলি যে ঋণ নিয়েছে সেই ঋণ মকুব করার জন্য তাড়াতাড়ি সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করছি যাতে তাড়াতাড়ি এই ঋণ মকুব করা যায়।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ভি. পি. সিং এর আমলে কেন্দ্রীয় সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মকুব করা হবে। এই সিদ্ধান্ত এই রাজ্যে ল্যামপস এবং প্যাকসগুলি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে রূপায়িত হবে কি না ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী ঃ— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এগ্রিকালচার অ্যান্ড রোরেল রিলিফ কোঅপারেটিভ ১৯৯০ এই একটা স্কীম করা হয়েছে। এই স্কীমের মধ্যে সমবায় কৃষি ঋণ হিসাবে যারা ঋণ নিয়েছে তাদের সেই ঋণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মকুব করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ৮২,০৮০ জন এই ঋণ মকুবের আওতায় পড়বেন। এখানে শুধু কোঅপারেটিভ ব্যাংক আমাদেরকে ৫০ পার্চেন্ট সাবসিডি হিসাবে দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে ৫০ পার্সেন্ট টাকা কোঅপারেটিভ ব্যাংকের মাধ্যমে পাওয়া কষ্টকর। শেষ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বার বার চাপ সৃষ্টি করেছেন এবং কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে এই টাকা লোন হিসাবে আমরা পেয়েছি। ৫০ পার্সেন্ট পাব কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে নিজস্ব লোন হিসাবে এবং ৫০ পার্চেন্ট নিজেদের দিতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি করার জন্য।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ঋণ মকুব না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষকরা নূতন করে ঋণ নিতে পারছে না। এই অবস্থাতে কি কুটির শিল্প, কি ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী বর্ত্তমানে ভীষণ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। ৫০ পার্সেন্ট সাবসিডি হিসাবে যেটা স্টেট গভর্ণমেন্ট পাচ্ছে সেটাকে কার্যকরী করে কেন রাজ্য সরকার এই ঋণ মকুব করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে না ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ৮২,০৮০ জনকে ঋণ মকুব করা হলে আমাদের ১২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা দরকার। এই টাকা হঠাৎ করে একটা ক্ষুদ্র ব্যাংকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে স্যার, সেটা হচ্ছে আনোয়ারা সিস্টেম সেটা এখানে চালু করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে আনুয়ারী সিস্টেম নাই। অর্থমন্ত্রী যশোবনত সিংকে কনভিনস করা হয়েছে যে এই আনোয়ারী সিস্টেম চালু করে রাজ্য সরকার সার্টিফিকেট করে দেবে। তারপরে এই ঋণ মকুব হবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (স্টেট রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— যেখানেই ক্ষতি হয়েছে, কৃষকরা ক্ষতি হয়েছেন বন্যায়ই হউক কিংবা খরায়ই হউক তাদেরকে বলেছি, সার্টিফাই আমরা করে দেব। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। এবার দিল্লীতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিং-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে আমরা কনভিনস করতে পেরেছি। তাঁরা বলেছেন সার্টিফাই গ্রহণ করা হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, নির্দিষ্ট ঐ তারিখ পর্য্যন্ত যে ঋণ তারপরে দিলে সুদ দিতে হবে। স্যার এদের যদি আবার সুদ দিতে হয়, তবে তারা অসুবিধায় পড়বে। স্যার, সেই সুদ ধার্য্য হচ্ছে। কাজেই এই সুদ মকুব করার জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (স্টেট রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, দশ হাজার পর্যন্ত ঋণ মকুবের কথা বলা হয়েছে। এর অতিরিক্তের উপর সুদ দিতে হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— স্যার, ৫০০ টাকা ঋণ থাকলেও দিতে হয়েছে। স্যার, নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে না দিলে ৫০০ টাকা থাকলেও সুদ দিতে হয়েছে এ তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (স্টেট রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এখানে যে স্কীম আছে তার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট কিছু নেই। স্কীম হচ্ছে, এ্যাগ্রিকালচারেল রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্ট রিলিফ কো-অপারেটিভ সেন্টার ১৯৯০।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৩০৯ ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৩০৯।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩০৯।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা কত, এবং তার সভ্য সংখ্যা কত,

২। গত ১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে কত পরিমাণ কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছিল, এরমধ্যে কত পরিমাণ ঋণ আদায় হয়েছে।

উত্তর

১। রাজ্যে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা মোট ৩৮৫টি তার মধ্যে সভ্য সংখ্যা ২, ৫১, ৯২৩।

২। গত ১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে যথাক্রমে ১, ৬৫, ৬৬ টাকা এবং ৯৬-৪০ লক্ষ কৃষি ঋণ দেওয়া হয়। ১৯৮৯-৯০ ইং সনে মোট ৩১, ৯৩, ০০০ (হাজার) টাকা ঋণ আদায় হয়। ১৯৯০ ৯১ ইং সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ১৬, ৫৭, ০০০, টাকার ঋণ আদায় হয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) ঃ— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে কৃষি ঋণ সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, ঋণ যা নিয়েছে তা থেকে আদায় অনেক কম হয়েছে। স্যার, কৃষকরা ঋণ নিতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন, অন্যদিকে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের প্রকৃত দাম পাচ্ছেন না। ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৯২৩ জন যে সভ্য আছেন তার মধ্যে দেখা যায়, ঋণ দিয়েছেন সামান্য সংখ্যক। বৃহত্তর সংখ্যক ডিফলটার হয়ে কৃষি ঋণ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এ ব্যাপারে কি উদ্যোগ নেওয়া হবে ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে একটি কথা সঠিক বলেছেন। তা হচ্ছে, ঋণ পরিশোধের পরিমাণ খুবই কম। স্যার, ১৯.৩.৯০ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ঋণ মুকুব করেছেন ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত। স্যার, সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরায়ও প্রচার হয়ে যায়, ঋণ পরিশোধ করতে হবে না। কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত তা কার্যকরী না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়ম মাফিক আদায়ের জন্য আমাদের চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

তার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না কার্যকরী হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিয়ম মাফিক আদায় করার জন্য আমাদের চাপ সৃষ্টি করতে হবে। চাপের ফলে যারা নত হচ্ছে না তারা এটাই ভাবেন যে, যেহেতু এটা ঋণ মুকুবই হয়ে যাবে, তার কারনে দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আরেকটা প্রশ্ন এখানে রেখেছেন যে কৃষকরা ডিফল্টার

হওয়ার জন্য ঋণ পাচ্ছেন না। নিয়ম অনুপাতে যদি ডিফল্টার হয়ে যায় তাহলে তাকে ঋণ দেওয়ার আর কোন প্রশ্ন উঠে না। বন্যা ও খরা ইত্যাদি কারণে কৃষকের ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে অনেক ঋণ পরিশোধ করতে পারেন না।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে যে স্কীম আছে প্রত্যেক বছরেই একটা ডিক্লারেশন দিতে হয় ক্লপস ব্যাড ইয়ার এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই ডিক্লারেশন না দেওয়ার ফলে আজকে কৃষি ঋণ মকুবের ক্ষেত্রে এই সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এবং সেখানে ১৯৮৬ ইংসালের ২রা অক্টোবর পর্যন্ত একটা কেস যেটা ক্রনিক কেস এবং তারপর ৮৮ ইং সাল পর্যন্ত যে সমস্ত কেস গুলি আছে, তার সুদ মকুবের প্রশ্ন, এগুলি আছে। আজকে জোট সরকার আসার পর এই পদ্ধতিগুলি অনুসরণ না হওয়ার ফলে আজকে কৃষি ঋণ মকুবের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন রেখেছেন এটা সত্য নয়। আমি আমার উত্তরে বলেছি ঋণ আদায়ের জন্য যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি। এবং আমার বক্তব্যে আমি স্বীকার করেছি যে বন্যা ও খরা এই সমস্ত কারণে বেশীর ভাগ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীসমর চৌধুরী ধনপুর) ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আবার সেই ১০ হাজার টাকা স্কীম প্রশ্ন আসছে। যারা নিয়েছেন তাদের মোট ঋণ যতই থাক না কেন ২. ১০ ৮৯ এর পূর্বে যদি কোন ইনস্টলমেন্ট বকেয়া থাকে এবং তার সুদ ব্যাংকে দেনা থাকে তাহলে তিনি ঋণ মকুবের সুযোগ পাবেন। শুধু মাত্র ঐ তারিখ পর্যন্ত যে ইনস্টলমেন্ট এবং সুদের টাকা সেই পরিমাণ টাকা শুধু মকুব পাবেন। সমগ্র ঋণের টাকা ঋণ গ্রহীতা মকুব পাবেন না। এই স্কীমের ফলে রাজ্যে যে সমস্ত বড় জোতদার ৮।১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন, তারা ফেরৎ দিচ্ছেন না ইচ্ছা করে। তাদের কাছে সমস্ত টাকা আটক রয়েছে। আর যারা গরীব কৃষক তারা কিছু কিছু পেমেন্ট করেছে এবং কিছু বাকী আছে, তারা ঋণ মকুব পাচ্ছে না। এই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ — স্যার, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য স্পেশ্যাল কনসিডারেশনের জন্য আমরা বলেছি এবং সেখানে রাজ্য সরকার সার্টিফাই করলেই এটা গ্রহণ করা হবে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে মহাজনদেরকে ১০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক না। ল্যাম্পস এবং প্যাকস থেকে গরীব কৃষকরাই ঋণ পায়। মহাজনরা যদি ১০ হাজার টাকা ঋণ পেয়ে থাকে তাহলে সেটা আমাদের সময়ে না, বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই ঋণ পেয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৩৭ স্যার।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:**—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা কত,

২। তার মধ্যে কতটিতে নির্বাচিত বোর্ড ও কতটিতে মনোনীত বোর্ড কাজ করছে,

উত্তর

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা ১২৭টি।

২। তার মধ্যে মোট ৪৯টিতে সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত বোর্ড অব্ এড্মিনিষ্ট্রেটরস কাজ করছে, বাকী ৭৮টিতে নির্ব্বাচিত বোর্ড রয়েছে।

৩। ঐ সকল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মধ্যে ৫৪ টি চালু (একটিভ) আছে এবং ৭৩টি অকেজো অবস্থায় আছে। কিন্তু কোনটিকেই এখনও একদম অকেজো ঘোষণা করা হয় নাই।

শ্রী নকুল দাস-(রাজনগর) ঃ —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ৪৯টি মনোনীত বোর্ড করা হয়েছে নির্ব্বাচিত বোর্ডগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে। সেখানে কবে পর্যান্ত নির্বাচিত বোর্ড গঠন করা হবে ?

আমার দ্বিতীয় নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে—এই যে, ৭৩ টি কো-অপারেটিভ যেগুলি নন্ ফাংশনিং অবস্থায় আছে সেগুলিকে ফাংশনিং অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমার তৃতীয় নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে-এই সমস্ত সমবায় গুলির হাতে যে সমস্ত জলাশয়গুলি ছিল সেই সমস্ত জলাশয়গুলি কেড়ে নিয়ে প্রাইভেট লোকদের হাতে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি কবে থেকে কার্যকরী করা হবে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)**:**—মাননীয় সদস্য প্রথম প্রশ্ন করছেন যে, সদস্যদের নাম সংশোধন করে, সঠিকভাবে সমস্ত কিছু বিচার করার পর নির্ব্বাচন ঘোষণা দেওয়া হবে এবং দেওয়া হচ্ছে। নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উনি যেটা করেছেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবে এই বোর্ড অব্ এডমিনিষ্ট্রেটিভগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে, এটা ঠিক নয়।

স্যার, তৃতীয় নম্বর যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য করেছেন যে, স্যার, সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হচ্ছে যে, বিগত সরকারের আমলে যে সমবায় সমিতিগুলি রেজিষ্টার করা হয়েছে সেই সমবায় সমিতিগুলির মৎস্যজীবিদের নিজেদের কোন পরিচয় নেই। এখন কোথা থেকে হঠাৎ করে জলাশয়গুলি দেওয়া হবে। কোন মৎস্যজীবির নাম নেই কিন্তু রেজিষ্টার করা হয়েছে। আমরা সেগুলি রেজিষ্টার করার পর তারপর দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া

সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—'A' & 'B')

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি যিনি এনেছেন আমি সদস্যের নাম উল্লেখ করিতেছি. মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ— স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ- গত ২৫ শে জানুয়ারী দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় স্টাইপেন্ড না পাঠানোয় রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠরত ছাত্ররা ফিরে আসতে বাধ্য হল -- শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।''

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১৪ ২. ৯১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডিপুটি স্পীকারঃ আগামী ১৪ ২ ৯১ ইং তারিখে জবাব দেবেন।

আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উৎথাপনের সম্মতি দিয়াছি। নোটিশটি যিনি এনেছেন আমি সেই সদস্যের নাম উল্লেখ করিতেছি, মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) ঃ— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হল ঃ— "গত ৭ই ফেব্রুয়ারী সদর মহকুমার এয়ারপোর্ট থানাধীন সিঙ্গারবিল পঞ্চায়েতে মাধবী মালাকারের মৃতদেহ উদ্ধার করার ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১৪। ২। ৯১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ — আজকের কার্যসূচীতে ৩টি (তিনটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি দেওয়ার কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লেখ্য বিষয়গুলোর প্রথমটি গত ১৩. ১. ৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়া জন্য। ।

বিষয়বস্তুটি হলো ঃ — "গত ২৮ শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং আগরতলা পশ্চিম থানা এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী প্রমোদ দাসের রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গত ২৮ শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং আগরতলা পশ্চিম থানা এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী প্রমোদ দাসের রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে।"

স্যার, টাউন বড়দোয়ালী নিবাসী মৃত প্রমোদ দাস হোম গার্ড অরগানাইজেশানের সি, টি, আই বিভাগের ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে কর্মরত ছিল। গত ২৮। ১। ৯১ ইং সকাল অনুমান ৮ ঘটিকার সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দালানের বাহিরে পূর্ব দেওয়ালের কাঠের সিঁড়ির ২ নং পাদানি (যাহা মাটি হইতে ৩'৪ ফুট উপরে) হইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মাথায় আঘাত পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ঐদিনই অর্থাৎ ২৮। ১। ৯১ ইং বিকালে ৪ ০৫ মিঃ সময়ে প্রমোদ দাস হাসপাতালে মারা যায়। উক্ত ঘটনাটি ডাক্তার ডি. এল. বিশ্বাসের দেওয়া সংবাদমূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় ১৭৪ নং ধারায় মোকদ্দমা নং ৩ (১) ৯১ নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করে। তদন্তকালে পুলিশ মৃত প্রমোদ দাসের মাথায় ও শরীরের অন্য কোথায়ও দৃশ্যত জখমের কোন প্রকার চিহ্ন দেখিতে পায় নাই।

গত ২৯. ১. ৯১ ইং মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুসারে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের মর্গে মৃত প্রমোদ দাসের ময়না তদন্ত করা হয়। ময়না তদন্তে ডাক্তার বাবুর পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট-এ ইহা প্রতীয়মান হয় যে, "This was a case of accidental head injury ."।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে প্রমোদ দাস পুলিশের লোক ওনাকে কি কারণে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাসভবনে রাখা হয়েছিল, তাকে দিয়ে কি কাজ করানো হয়েছিল। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে উনি না কি আরদালী প্রথার বিরোধী, তাহলে সেখানে তাকে কি কাজের জন্য

রাখা হয়েছিল এবং এখানে যেটা বলা হয়েছে শিঁড়ি বেয়ে, স্যার, আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে ছাদ থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এই রকম ধরনের কোন ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ—স্যার, আমি এখানে বলেছি হোম গার্ড অরগানাইজেশানের সি টি আই বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী ছিল, সে এখানে কেন উঠেছে, আর কেনই বা পড়েছে কেউ বলতে পারে না । আরদালী সিস্টেম আমার বাড়ীতে নেই, তবু আমার বাড়ীতে অনেকেই আসে, কখন আসে এইটা কিছু ঠিক নাই। কারণ ঘটনাটা ঘটেছে ৮ টার সময় তার ডিউটির টাইম না, আর একটা কথা বলা হয়েছে, স্যার, এই ধরনের কোন সিস্টেম আমার বাড়ীতে নেই । আর একটা যেটা বলেছে ছাদ থেকে পড়েছে এইটাও ঠিক না ।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে ডাক্তার পোস্ট মর্টেম করে তাতে একসিডেন্ট হয়েছে না হয়েছে সেটা তো বলতে পারে না ডাক্তারের পোস্ট মর্টেমে নির্দিষ্ট হবে ইনজুরীর নেচার কি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ডাক্তারের নাম করে যেটা বলেছেন সেটা কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য যে একসিডেন্ট এ মারা গেছে ।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী ঃ— স্যার, আমি বলেছি ইহা প্রতীয়মান হয় যে "This was a case of accidental head injury."

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) ঃ — মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এই প্রমোদ দাস ওনার বাড়ীতে কর্মরত ছিল, তারমানে সি টি আর পুলিসের লোক মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে কর্মরত ছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইটা স্বীকার করেছেন । তা এই পুলিশের লোক কি কাজে ওনার বাড়ীতে নিয়োজিত ছিল এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, মন্ত্রীবাড়ীর লোকেদের দুর্ব্যবহারে এই প্রমোদ দাস আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে । স্যার, এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটিবারের জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেননি এই আশ্চর্যের ব্যাপার ।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক । এই প্রমোদ দাসকে কিছু দিন আগে চাকুরী দেওয়া হয়েছে—এস, সি, হিসেবে তাকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ।

স্যার, এই প্রমোদ দাস আমার পাড়ার লোক এবং কনস্টিটিউট লোক । কাজেই এ্যাট এ্যানী টাইম আমার বাড়ীতে আসতে পারে—পাড়ার যে কোন লোকই আমার বাড়ীতে আসতে পারেন—উনারাও আসতে পারেন । উনারা এইখানে মায়া কান্না করতে পারেন । কিন্তু, আমি ব্যক্তিগতভাবে তার এই মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং এইটা আমার পরিবারের পক্ষেও ক্ষতিকারক হয়েছে ।

স্যার, এইটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তার স্ত্রীকে তার যোগ্যতানুযায়ী একটি সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে ।

মিঃ স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়বস্তুর দ্বিতীয়টি গত ৫ ২ ৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—

' গত ৪ঠ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় " চরম আর্থিক সংকটে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার বহু কর্মসূচী বাতিল করে দিচ্ছে"—শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং তারিখে " চরম আর্থিক সংকটে ত্রিপুরা বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার বহু কর্মসূচী বাতিল করে দিয়েছে" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের উপর বিধায়ক শ্রী মতিলাল সরকার গত ৫ ২ ৯১ ইং তারিখে জনস্বার্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে আনীত নোটিশের উপর বিবৃতি—

প্রকাশিত সংবাদটি অতিরঞ্জিত। প্রকৃত তথ্য নিম্নরূপ ঃ—

রাজ্য সরকার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের গতি অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট। উচ্চ শিক্ষার অধীন সাধারণ শিক্ষাখাতে পরিকল্পনার বরাদ্দের প্রায় ৬০ শতাংশ টাকাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিশ্চবিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ করে থাকেন। বরাদ্দের হার প্রতি বছরই বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সন্তোষজনক গতিতে এগিয়ে চলতে পারে।

১৯৮৯-৯০ সালে সর্বমোট ৬৭, ৭৯,০০০ টাকা অনুদান রিলিজ করা হয়। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ৬৩,১৮.০০০, টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রিলিজ হয়েছে।

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য এটাও জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কমার্স, (বাণিজ্য) ফিজিক্স এবং ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট খোলার জন্য রাজ্যসরকারের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও অন্যান্য পদ সৃষ্টির যে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছিল সে অনুসারে বিভিন্ন স্তরের অধ্যাপকের ২৭ টি পদ এবং ৪১ টি এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ও মিনিস্টারিয়েল পদ সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা কার্যসূচী অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। ইংরাজী সাহিত্য বিভাগের জন্য প্রফেসর এর একটি পদ, রিডারের একটি পদ এবং লেকচারারের ২ টি পদের অনুমোদন বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরা ইউনিভারসিটিকে ইউ, জি, সি, মানদন্ড অনুযায়ী উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণার শর্ত হিসাবে রাজ্য সরকারের ৫ বছরে অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা বিনিয়োগের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যার ফল স্বরূপ এই বিশ্ববিদ্যালয় এখন ইউ, জি, সি-র তালিকাভুক্ত ফিট ইনস্টিটিউশন হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং ও লাইব্রেরী খাতে ইউ জি. সি ৪০ লক্ষ টাকার প্রকল্প মঞ্জুরী শর্ত হিসাবে ও রাজ্য সরকারের ১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে।

এছাড়া রাজ্যে জোট সরকার ১৫.৩৬ একর অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন সর্বমোট ৭২৩৫৬ একর জমির সংস্থান রয়েছে সূর্যমনি নগরে। সূর্যমনির নির্মিয়মান কেমিস্ট্রি ও লাইফ সাইন্স ডিপার্টমেন্ট-এর অরিজিনাল এস্টিমেটেড্ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। তার অর্ধেক দেবার কথা ইউ. জি. সির। ইউ জি. সি এখন পর্যন্ত মাত্র ৫ লক্ষ টাকা রিলিজ করেছেন। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ৪১ লক্ষ টাকা উক্ত বিল্ডিং নির্মাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই খাতে হয়তো আরও অর্থ অনুদান দেবার প্রয়োজন হবে। রাজ্য সরকার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেন্টার-এর কলেজ টিলাস্থ সব ঘর বাড়ী সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছেন। তাছাড়া এম. বি. বি কলেজ-এর ২ নং হোস্টেল-এর একতলাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস হিসাবে ব্যবহারের, ১ নং হোস্টেল-এর একতলাটি ফিজিক্স, ইংলিশ ইত্যাদি বিভাগ চালু করার জন্য সাময়িকভাবে দিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলেজটিলায় নতুন বিল্ডিং তৈরী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যেখানে একাডেমিক ডিপার্টমেন্ট-এর কাজকর্ম এখন চলছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে অর্থাভাবে ইংরাজি বিষয়টা চালু করার কথা ছিল কিন্তু চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানের বিষয়ের যন্ত্রপাতি বিশেষ করে কেমেস্ট্রি ও অন্যান্য বিষয়ের উপর কোন যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে না অর্থাভাবে। এবং সামনেই সেকেন্ড ইয়ারের কিছু কাজ শুরু হবে। সেটা নিয়েও অনিশ্চয়তা। ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। কেন্ডিডেট সিলেকশান করা হয়েছে। ইউনিভারসিটির যে বরাদ্ধ সেটাও তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন যে অর্থ বরাদ্ধ সহ ক্লাস শুরু হবে কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :—স্যার, এখানে মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির জবাবে বিস্তারিত বলছি। অর্থাভাব থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটা যাতে ব্যহত না হয় সেই ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট দৃষ্টি রাখছেন। যে প্রবলেম আছে সেগুলি কাটিয়ে উঠার চেষ্টা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ৭.২.৯১ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টির উপর মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হল :—

"গত ১৪ই জানুয়ারী স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত (১ম পাতায়) উত্তর জেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পঞ্চাশ হাজার সেগুন গাছ বিনষ্ট বন কর্তারা দর্শক" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ৭. ২. ৯১ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো ঃ—"গত ১৪ই জানুয়ারী স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত (১ম পাতায়) উত্তর জেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পঞ্চাশ হাজার সেগুন গাছ বিনষ্ট বন কর্তারা দর্শক"—শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ১৪ই জানুয়ারী 'স্যন্দন' পত্রিকায় প্রকাশিত (১ম পাতায়) উত্তর জেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পঞ্চাশ হাজার সেগুন গাছ বিনষ্ট বন কর্তারা দর্শক" —শিরোনামে প্রকাশ সংবাদ সম্পর্কে।

রাজ্যে সেগুন বাগান করার জন্য প্রতিবছরই প্রচুর পরিমাণ সেগুন বীজের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সেগুন বীজ রাজ্যের সেগুন বাগানগুলি হইতেই সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং এই প্রথা অনেক বছর ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। সেগুন বাগানের আশে পাশের এলাকায় জনসাধারণ সেগুন বীজ সংগ্রহ করে। স্থানীয় ফরেষ্ট অফিস থেকে ন্যায্য মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে বীজ খরিদ করা হইয়া থাকে। যে সমস্ত সেগুন বীজ মাটিতে পড়িয়া যায় সাধারণতঃ তাহাই সংগ্রহ করার কথা। সেগুন গাছ কাটিয়া বা ডালপালা কাটিয়া সেগুন বীজ সংগ্রহ নিষিদ্ধ। এই বছরও পূর্বেই এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে অনেক সময় বেশী পরিমাণ বীজ সংগ্রহ করার জন্য স্থানীয় লোকেরা ফরেষ্ট কর্মচারীর অগোচরে সেগুন গাছের ডালপালা কাটিয়া বীজ সংগ্রহ করিয়া থাকে। গত ১৪ ১ ৯১ইং তারিখের "স্যন্দন পত্রিকায়" প্রকাশিত উত্তর জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) সেগুন গাছ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর হইতে কুমার ঘাটের কনজারভেটর অব্ ফরেষ্ট, কৈলাশহর ও কাঞ্চনপুরের ডি এফ. ও মহোদয়দের ঐ সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট দিতে বলা হইয়াছিল। এখন পর্যন্ত যে তথ্য পওেয়া গিয়াছে, কিছু কিছু জায়গায় সেগুন গাছের ডালপালা বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে। তবে ৫০,০০০ হাজার সেগুন গাছ বিনিষ্ট হইয়াছে এমন খবর সত্য নহে।

এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যে ঐ এলাকায় বেআইনীভাবে কিছু সেগুন গাছ কাটা হইয়াছে। তবে বীজ সংগ্রহের জন্য নয়। দুস্কৃতিকারীরা বেআইনীভাবে কাঠ পাচারের জন্য সেগুন গাছগুলি কাটিয়াছে। বন বিভাগের কর্মচারীদের যখা কাঠ পাচারের জন্য বেআইনীভাবে গাছ কাটা ও বীজ সংগ্রহের জন্য সেগুন গাছ বিনিষ্ট করার ঘটনা গোচরে আসিয়াছে, তখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মুখ্যমুখ) ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিশেষ করে যেটা, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই উত্তর ত্রিপুরার বিশেষ করে আমাদের এখানে মাননীয় মন্ত্রীর খুব নিকট আত্মীয় সুধীর দেবনাথ

উনার পরামর্শে সেখানে অফিসাররা ছিলেন। এই সমস্ত অফিসারদের সেখান থেকে বদলী করে আনা হয়েছে। এবং সেই সুধীর দেবনাথের নির্দেশ যারা মানবেন তাদের সেখানে পোস্টিং করা হয়েছে। এই সুধীর দেবনাথ সমগ্র উত্তর ত্রিপুরায় যারা কাঠের কালোবাজারী করেন, দেশের বাইরে কাঠ পাচার করেন এবং সেখান থেকে কোটি কোটি টাকার কাঠ পাচার হয়েছে। এই সমস্ত কোটি কোটি টাকার কাঠ ঐ জঙ্গল থেকে নিয়ে গেছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বাদলবাবু কার কথা বলছেন জানিনা। এবং জম্পুই পাহাড়ে যদি কিছু গাছ কাটা হয়ে থাকে এটা আমাদের আমলের নয়, এটা বাদলবাবু তাদের আমলের।

এটাও দেখা গিয়েছে যে রামচন্দ্র ঘাট বিশেষ ভাবে আমাদের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী উনার জায়গায়ও সব গাছ ছাপ হয়ে গেছে। এইদিকে টাকারজলায়ও ছাপ হয়ে গেছে। আর বাদলবাবুর এলাকা ঘটা ঋষ্যমুখ সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ কাঠ পাচার হয়ে গেছে।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— পয়েন্টঅব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বামফ্রন্ট আমলে একটা নীতি ছিল। যেটা নৃপেনবাবু জনসভায় বলতেন, আমি যখন চাকুরীর ক্ষেত্রে জম্পুইজলাতে ছিলাম। একদিন উনার জনসভায় ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিলাম। উনি বলতেন যে ওরা গাছ না কাটলে খাবে কি ? অর্থাৎ তাদের নীতি ছিল ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট গাছ লাগাবে আর জনসাধারণ কেটে কেটে খাবে। আমার প্রশ্ন হলো যে এই সরকারের সময়ও সেই নীতি অবলম্বিত আছে কিনা ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত লক্ষনীয়। যেখানে যেখানে কম্যুনিষ্ট এম এল. এরা আছে ঐ এলাকায় বেশীরভাগে গাছ কাটা হয়, পাচার হয়। ১৯৭৪ সালে মনে হয় পেরাতিয়াতে তারা সেগুন গাছ তুলেছে। আর এখন বলছে সেগুন গাছ লাগাও।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে এই ফরেষ্টের সমস্ত ফরেষ্ট কনট্রাকটাকদের হাতে তুলে দিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গত তিন বছরে পরিবেশটা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র থেকে ইনকুয়ারী পর্যন্ত এখানে এসেছিল। কিন্তু তারপরেও তাদের সহযোগিতা করা হয় নি। কারণ কনট্রাকটারদের ক্ষতি হবে, এটা সত্য কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— বিশেষ করে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এখানে মাননীয় মন্ত্রীর অতি নিকটতম আত্মীয় সুধীর দেবনাথ উনারই পরামর্শে উখানে যারা অফিসার ছিলেন, এই সমস্ত অফিসারদের সেখান থেকে বদলি করে আনা হয়েছে এই সেই সুধীর দেবনাথের নির্দেশ যারা মানবেন তাদেরই সেখানে পোষ্টিং করা হয়েছে। এবং এই সুধীর দেব নাথ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কাঠের কালো বাজারী করে দেশের বাইরে কাঠ পাচার করেন। কোটি কোটি টাকা কাঠ পাচার করা হয়েছে। তাদের

নেতা এবং এই সমস্ত কোটি কোটি টাকার কাঠ এই জঙ্গল থেকে নিয়েছেন। এবং পাচার করা হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বাদল বাবু যেখানকার কথা বলছেন তবে জাম্পুই পাহাড়ে যদি কিছু গাছ কাটা হয়ে থাকে সেটি আমাদের আমলে নয়। বাদল বাবুর আমলে। তবে এটাও দেখা গেছে যে রামচন্দ্র ঘাট আমাদের ডিপার্ট বিরোধী নেতা শ্রী দশরথ বাবুর এলাকায় গাছ পরিস্কার হয়ে গেছে। আর এদিকে টাকারজলাও গাছ শেষ হয়ে গেছে। আর বাদল বাবুর এলাকা ঋষ্যমুখ সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে গাছ পাচার হয়ে যাচ্ছে।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং (শান্তির বাজার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি আমার পয়েন্টটা ক্লিয়ার হল। গত বামফ্রন্ট আমলে একটা নীতি ছিল। সেটা নৃপেন বাবু জনসভায় বলতেন। উনি বলতেন যে উরা গাছ না কাটলে কি খাবেন। তার মানে তাদের নীতি ছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট গাছ লাগাবে আর জনসাধারণ কেটে এটা খাবে। আমার প্রশ্ন হল—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই আমলেও এই নীতি অবিলম্বিত আছে কিনা।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়, যেখানে কমনিস্ট এম, এল, এ আছে সেই এলাকাতে বেশী করে গাছ কাটা হয় কাঠ পাচার হয়। এটা ঠিকই পেরোটয়াতে ১৯৭৪ সালে তারাই সেগুন গাছ তুলছে। আর এখন বলছে সেগুন গাছ লাগাও।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সমস্ত ফরেষ্টারকে কন্ট্রাকটারদের হাতে তুলে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে গত তিন বৎসর এ ইনভাইরনমেন্টকে সর্বনাশ করে দেওয়া হয়েছে। এবং কেন্দ্র সরকারের ইনকোয়ারী পর্যান্ত এখানে এসেছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার থেকে কোন সহযোগিতা করে কারণ কনট্রাকটারদের ক্ষতি হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত অসত্য। আবারও বলছি উনার এলাকা ধনপুর দিয়েই বেশী কাঠ পাচার হচ্ছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশ পেয়েছি শ্রী রতন ঘোষ। নোটিশটির বিষয়বস্তুটি হল—১১. ২. ৯০ ইং তারিখের "দৈনিক সংবাদ" উত্তর জেলায় উপজাতি অধ্যুসিত এলাকাগুলিতে খাদ্যাভাব চলছে শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটশটির প্রতি মাননীয় মন্ত্রী সিভিল সাপ্লায় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে বিবৃতি দিবার জন্য সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী সিভিল সাপ্লায় ভারপ্রাপ্তকে উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণের উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি, যদি অপ্রস্তুত থাকেন তাহলে পরবর্তী সময় দিবেন।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি উক্ত বিষয়টি নিয়ে আগামী ১৪. ২. ৯১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি নিম্নলিখিত সদস্যের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশ পেয়েছি। শ্রী সুবোধ দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তুটি হল "ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র বলাকা সিনেমা হলের সম্মুখে জুড়ি নদীর উপর প্রস্তাবিত পাকা ব্রীজ নির্মাণ সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দাসের আনিত দৃষ্টি আকর্ষণের সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ভারপ্রাপ্তকে অনুরোধ করছি উক্ত বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি বিবৃতিতে অপ্রস্তুত হন তাহলে পরবর্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রী সমীর বর্মণ (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৫.২ ৯১ ইং তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় নিয়ে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পিকার ঃ —আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি শ্রী কেশব মজুমদার। নোটিশটির বিষয়বস্তুটি হল "বন্যায় কবলিত উদয়পুর বিভাগের হুরিজলায় বরো ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রতি মাননীয় এম. আই, এফ, সি, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি অপারগ হন পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রী অরুন কর :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৪ ২. ৯১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র মহাশয়ের কতৃক আনিত নিম্নক্ত দৃষ্টি আকর্ষণের উপর বিবৃতি দেন নোটিশটা হল অনতিবিলম্বে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারী ও, বি, সি, ভুক্ত কর্মচারীদের অন্যান্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনের ন্যায় স্বীকৃতি দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অবিলম্বে ও, বি, সি, ভুক্ত সরকারী কর্মচারীকে অন্যান্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনের ন্যায় স্বীকৃতি দেওয়া সম্পর্কে। উক্ত ও, বি, সি-র তালিকা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে এখনও চূড়ান্ত নয়। বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ কমিটির সময়কাল বৃদ্ধি করা হ'য়েছে। সাধারণত একটি কর্মচারী সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া নির্ভর করে উহার প্রতিনিধিত্বের বৈশিষ্টের উপর। ও, বি, সি ভুক্ত কর্মচারী সমিতি এখনও গঠিত হয় নি। এবং সরকারের নিকট স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেনি। সেই আবেদন সরকারী নির্দেশিকার উপরেই বিবেচিত হইতে পারে।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একটি পয়েন্ট ক্লিয়ার হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা। ত্রিপুরা রাজ্যে ও, বি, সি, ভুক্ত সরকারী সংগঠন হয়ে গেছে এবং সরকারের কাছে স্বীকৃতির জন্য আবেদনও করেছেন। সেটি মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা। এবং ত্রিপুরা রাজ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে এই রকম কয়টি সরকারী সংগঠন আছে নামসহ মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি!

শ্রীসুধীররঞ্জনমজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই ধরনের কোন আবেদন পাইনি। যদি আবেদন করে থাকে নিয়ম নীতি অনুসারে বিবেচিত হইবে, একথা আমি আগেও বলেছি যে, এই ধরণের অবেদন পেলে নিয়ম অনুযায়ী তা বিবেচিত হবে।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯০ইং রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের জয়েন্ট ডাইরেক্টার ইনচার্জ শ্রী এম, আর, দেবনাথকে তার অফিস চেম্বারে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী দ্বারা নিগৃহীত করার ঘটনা সম্পর্কে"

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ইং বেলা প্রায় ১১-৪৫ মিঃ সময় পরিসংখ্যান দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী এম, আর, দেবনাথ মহাশয় তার নিজের অফিসকক্ষে সরকারী কাজ করতে ছিলেন এমন সময়ে ঐ দপ্তরের কর্মচারী শ্রী অজয় বর্ধন, শ্রী সুরেনচন্দ্র দাস, শ্রী বিনয়/ভূষণ সরকার, শ্রী ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী এবং শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় তার অফিসে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিয়া তাকে সরকারী কাজে বাধা দিতে থাকে। তিনি ইহার প্রতিবাদ করিলে উপরোক্ত ব্যাক্তিগণ তাকে ভয় ভীতি প্রদর্শন করেন।

এই ঘটনাটি শ্রী এম, আর, দেবনাথ মহাশয়ের অভিযোগ মূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/৩৫৩/৫০৫ ধারায় মকোদ্দমা নং ১৯ (১২) ৯০ নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন।

তদন্তকালে পুলিস এফ, আই, আর, এ উল্লেখিত নিম্ন বর্ণিত আসামীগণকে ধৃত করিয়া জামিন যোগ্য অপরাধ বিবেচনা করার পর থানা হইতে জামিনে মুক্তি দেন। শ্রী অজয় বর্ধন, শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস, শ্রী বিনয় ভূষণ সরকার, শ্রী ধ্রুপজ্যোতি চৌধুরী এবং শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়।

তদন্তকালে ইহা প্রকাশ পায় যে অফিসের কাজের বিষয়ে মতান্তর ঘটিলে এই ঘটনার উৎপত্তি হয়। মকোদ্দমাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী—স্যার, আমরা এখন দেখছি যে অফিসারদের কাজ করাটা কঠিন হয়ে পড়েছে, তাদের উপর প্রায়ই মারধোর হচ্ছে। মাননীয় জয়েন্ট ডাইরেক্টার সুনির্দিষ্টভাবে তার অভিযোগ দাখিল করেছেন, তিনি যে এফ, আই, আর, করেছেন, আপনি চাইলে, আমি তাও দিতে পারি। সেই এফ, আই, আরে যাদের নাম বলা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন এবং বিনয় ভূষণ সরকারের ছেলে, যার আদৌ চাকুরী করার বয়স হয়নি, তাকেও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখানে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, এমন কি তার চাকুরীর মেয়াদ চলে যাওয়ার পরেও তাকে বার-বার এ্যাক্সটেন্শান দিয়ে আসা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ফেডারেশানের নেতা শিশিরেন্দ্র সাহা এই ব্যাপারে চাপ দেওয়ায়, তিনি এটা করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই এই সমস্ত বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, এটা আদৌ ঠিক নয়। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী আমাকে চাপ দিয়েছেন এবং শিশিরেন্দ্র সাহা আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে দেখা করেছেন, এই সম্পর্কে কোন কাগজ থাকলে, তিনি তা দিতে পারেন, নচেৎ, এসব কথা প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জ করতে হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—স্যার, আমি এসব কাগজ দেব। কিন্তু এই দপ্তরে এমন কতগুলি লোক আছে, যারা গত এক বছর ধরেই কোন কাজ করে না বা অফিসে আসে না, অথচ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাদের মাস মাহিনা বাড়ীতে পেঁছে দেওয়া হয়। তাই আজকে অফিসারেরা অফিসে কোন কাজ করতে পারছেন না, তারা আক্রান্ত হচ্ছে, যেমন কিছুদিন আগে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী সুব্রাহ্মনিয়াম আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং অফিসারেরা এই ভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে আর এখানে থাকতে চান না ববং রাজ্যন্তরী হতে চান। এসব তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সব তথ্য আমি এখানে দিয়েছি। উনি যা বলেছেন তা অসত্য।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই অফিসার যিনি বার বার আক্রান্ত হচ্ছেন এবং পুলিশ যাদেরকে এরেস্ট করছে তাদেরকে মন্ত্রীদের সুপারিশে জামিন দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রীরা এই সমস্ত কাজে হস্তক্ষেপ করছে। এই অফিসারকে রক্ষা করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এই হাউসে যে তথ্য আমি দিয়েছি, তাতে এমন কোন তথ্য আছে যে পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের এরেস্ট করেনি ? মন্ত্রীসভা এই সমস্ত কাজে বা ঘটনায় কোন সময়ই হস্তক্ষেপ করে না। বরং উনারা করতেন এবং এখনও করছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে অফিসার ১৯শে জানুয়ারী এই সমস্ত দুষ্কৃতকারী অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা অফিসে গিয়ে তাকে মারধোরের চেষ্টা করেছে। তারপর এই কেস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কাগজপত্র আমার কাছে আছে, স্যার। আপনি বললে সাবমিট করতে পারি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, কেউ যদি পুলিশের কাছে অভিযোগ করে পুলিশ সেটা তদন্ত করে অ্যাকশন নেয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়ের নিকট হইতে পেয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ৪/২/৯১ ইং দৈনিক সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কয়েক

হাজার টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্যে।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হরিনাম সর্দার পাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলটি ১৯৮৭ সালে সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বিদ্যালয়টি সিনিয়র বেসিকে উন্নীত হবার পর ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেলা পরিষদ থেকে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের কর্তৃত্বাধীনে আসে। ১৯৮৮—৮৯ সালে বিদ্যালয়টিতে বুক গ্রান্ট ড্রেস ও তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

	বরাদ্দকৃত অর্থ	প্রাপ্তির তারিখ
বুক গ্রান্ট (সিক্স টু সেভেন)	১, ৩১০ টাকা	৬. ৪. ৮৮
ড্রেস (ঐ)	২, ৩০০. ১০ টাকা	৭. ৩. ৮৯
অ্যাটেনডেনস বৃত্তি (হাজিরা) (টু টু ফাইভ)	৬৭৫	২৪. ৪ ৮৯
	মোট—৪, ২৮৫,১০ টাকা	

ইহা সত্য যে, উপরোক্ত পরিমান বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে প্রাপকদের মধ্যে বিলি করা হয় নাই। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক এই ব্যাপারে তদন্তের ফলে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাইতে পারে সে ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করা শুরু হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী নির্মল দেব উক্ত অর্থ বিদ্যালয়ে পরিদর্শক অফিস থেকে গ্রহণ করেন। বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে বন্টন না হওয়ার কোন সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পারেননি। এই অনিয়মিত কাজের জন্য শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শ্রী নির্মল দেবের বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :—১৯৮৭–৮৮ সালে বিদ্যালয়টি জেলা পরিষদের অধীনে থাকাকালীন গৃহ নির্মাণ ও খেলার মাঠ তৈরীর জন্য এস. আর. ই. পি স্কীমে নিম্নোক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয় (এ. ডি. সি. কর্তৃক)।

(ক) গৃহ নির্মাণ	(গ্রুপ এ)	–	১০. ০০০
(খ) ,,	(গ্রুপ বি)	—	১০. ০০০
(গ) গৃহের ছাদের কাজ	(গ্রুপ এ)	—	৯. ৪০০
ঘ) ,,	(গ্রুপ বি)	—	৯. ৪০০
ঙ) খেলার মাঠ তৈরী		—	১০, ৫০০
চ) পুরানো গৃহের মেরামত		---	৩. ৯৯২
		মোট	— ৫৩, ১৯২ টাকা

তদন্তকালে জানা যায় যে বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব শিক্ষক শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নির্মল দেব কর্তৃক কাজগুলো করানো হয়। উক্ত কাজ সমূহ সম্বন্ধে এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি তাদের বিবৃতিতে উক্ত কাজের বিষয়ে অসন্তোষ জ্ঞাপন করে। বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত উক্ত অর্থের হিসাব এখনও দাখিল করা হয় নি।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যায় যে ১৯৮৯--৯০ এবং ১৯৯০—৯১ আর্থিক বৎসরে কোন প্রকার অর্থ মঞ্জুর করা হয়নি। কাজেই, ১৯৮৯-৯০ সালের বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সত্য নহে।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিসপুর) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এ তথ্য আছে কিনা যে, এখানে যে টাকা আত্মসাৎ (মারিং) করা হয়েছে তার সাথে এ. ডি. সি.এর সি. পি. আই. (এম) এর সদস্য শ্রীহরিমোহন দেববর্মা জড়িত আছেন কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) : —মিঃ স্পীকার, স্যার এই যে ৫৩,১৯২ টাকা যা আত্মসাৎ করা হয়েছে ঐ টাকার কাজটি এ. ডি. সি. এর সদস্য শ্রী হরিমোহন দেববর্মার তত্ত্বাবধানেই রবীন্দ্র দেব ও নির্মল দেব করেছিলেন। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং ডেভলাপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের অভিযোগমূলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF PRIVILEGE COMMITTEE

Mr. Speaker :—I would now call Shri Amal Mallik, Chairman of the Committee on Privilages to move his motion for extension of the time for presentation of the Report of the Committee Privileges.

Sri. Amal Mallik (Chairman of the Committee on privileges) :—Mr.Speaker Sir, I beg to move "That the time for presentation of the report of the Committee on Privileges to the House on the question of alleged breach of Privilege raised by Shri Rashik Lal Roy, Govt. Chief Whip, against Shri Keshab Majumder, M. L. A. as referred to the Committee on Privileges on 29. 3. 1990 for investigation on Examination and report, be extended upto the next Session of the Assembly."

শ্রী সমর চৌধুরী : —এটা কিসের অ্যাক্সটেনশান ? এ ভাবে তো হতে পারে না। এটা কোন প্রিভিলেজই নয়।

(গন্ডগোল)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Shri Amal mallik M. L. A. Chairman of the Committee on Privileges. "That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges to the House on the question of the alleged breach of Privilege raised by Shri Rasik Lal Roy, Govt. Chief Whip against Shri Keshab Majumder, M. L. A. as referred to the Committee on Privileges on 29. 3. 1990 for investigation, Examination and report be extended upto the next Session of the Assembly."

(Interruption)

(The Motion was put to voice vote and carried.)

(Interruption)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, আমি বুঝতে পারছি না, আপনাদের এত ভয় পাবার কি আছে। পরীক্ষা করে দেখার জন্যই টাইম চাওয়া হয়েছে। এখনইতো আপনারা দোষী সাব্যস্ত হচ্ছেন না। কাজেই, শান্ত হয়ে বসে সভার কাজ চালাতে দিন।

(গন্ডগোল)

Mr. Speaker :— I would now call Shri Amal Mallik, Chairman of the Committee on Privileges to move his motion for extension of the time for presentation of the Report of the Committee of Privileges.

(Interruption)

Shri Amal Mallik (Chairman of the Committee on Privileges):—Mr. Speaker Sir, I beg to move "That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges to the House on the question of alled breach of Privilege raised by Shri Sushil Kumar Chakma, M. L. A. against Shri Badal Chaudhuri, M. L. A. as referred to the Committee on Privileges on 1. 8. 1990 for investigation Examination and Report, be extended upto the next Session of the Assembly.

(Interruption)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Motion to vote।

Now, the question before the House is the Motion moved by Shri Amal Mallik M. L. A. Chairman of the Committee on Privileges, "That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges to the House on the question of alleged breach of Privilege raised by Shri Sushil Kumar Chakma, M. L. A. against Shri Badal Choudhury, M. L. A. as referred to the Committee on Privileges on 1—8—1990 for investigation, Examination and report be extended upto the next Session of the Assembly".

(The Motion was put to voice vote and Carried.)

(Interruption)

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—এখন বেলা ১টা। এই হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইল।

AFTER RECESS

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTEMATES 1991—92

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—''১৯৯১—৯২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা (জেনারেল ডিস্‌কাশান্‌ অন দি বাজেট এ্যাস্টিমেটস্‌ ফর দি ইয়ার ১৯৯১-৯২)'।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যায় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী দীপককুমার রায় মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী দীপককুমার রায় (বড়জলা) :—মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯০-৯১ সালের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যায় বরাদ্দের

ওপর যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই বাজেট গরীব মেহনতী কৃষকদের স্বার্থে করা হয়েছে, আর এটাকে নিয়ে বিরোধী বন্ধুরা সমালোচনা করছেন, কারণ, এই বাজেট কেডার রাজ কায়েম করার জন্য বাজেট তৈরী করা হত যে, তার একটা নজীর আমি এই সভায় পেশ করছি। মাননীয় সদস্য সমরবাবু বলেছেন ঋণ মেলার টাকা নাকি সমস্ত পেটুয়া বুর্জুয়া ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়েছে, যার ফলে গরীবদের কোন উপকার করা যায়নি। স্যার, তারা যে তাদের কেডারদের লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিয়েছিল এবং যার পরিমাণ আজকে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটা নজীর আমি দিচ্ছি। ত্রিপুরা স্টেইট কোপারেটিভ থেকে কোপারেটিভের মাধ্যমে আগরতলা কৃষ্ণনগর সমবায় পরিবহন সমিতি লিমিটেড টি, আর, এস-৬১৪ বাস গাড়ীর জন্য কেডারকে লোন পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ৩০. ৩. ৮২ ইং তারিখে, যেটা বেড়ে আজকে হয়েছে ৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, কোন টাকা জমা পড়েনি। তারপর আগরতলা সদর পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড টি, আর, এস—৬১৭ দ্বিতীয় সোসাইটি যেটার মাধ্যমে কেডার রাজ কায়েম করার জন্য ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল ৩০. ৮. ৮২ ইং যা বেড়ে এখন হয়েছে ৪ লক্ষ ২ হাজার ১ ,২ টাকা। যুব মোটর শ্রমিক পরিবহন সমবায় সমিতি টি, আর, এস-৬১৮ এর জন্য লোন দেওয়া লয়েছে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা, বর্তমানে যেটা হয়েছে ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৭৬৫ টাকা। টাউন শিবনগর মটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড টি আর এস ৬১১ জন্য লোন দেওয়া হয়েছিল ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ৩০. ৩. ৮৩ ইং তারিখে। আজকে এটা বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৫২৪ টাকা ২৭ পয়সা। তারপর রামপুর ট্রান্সফোর্ট সমবায় সমিতি লিমিটড টি আর এস-৬১৬ যার লোন ছিল ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ২. ৫. ৮৩ ইং তারিখে, যেটা এখন বেড়ে হয়েছে ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৮৯ টাকা। তারপর শকুন্তলা ট্রান্সপোর্ট কোপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড তাকে লোন দেওয়া হয়েছিল ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বর্তমানে যেটা ৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৭৬ টাকা ২০ পয়সা হয়েছে। ওদের অমলে এই ছিল তাদের গরীব মানুষের বাজেটের টাকার খরচ। যারজন্য তারা বলেছেন, আমাদের বাজেটটা কায়েমী স্বার্থের বাজেট। স্যার, তাদের দেওয়া এই ঋণগুলি একটাও ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে না এবং আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই গাড়ীগুলি পাওয়া যাবে কিনা এই ব্যাপারে এবং ভবিষ্যতে এই লোন পরিশোধ হবে কিনা, কারণ, এই লোন পরিশোধ না হলে আমরা আগামী দিনে কি করে শ্রমিকদেরকে লোন দিয়ে সাহায্য করব। এইটা সম্পর্কে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই সোসাইটিগুলির আজ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা কে জানে। স্যার, তাদের এই অবস্থাতে আজকে তাহাই আবার বাজেটের বিরোধীতা করছেন এবং সমালোচনা করছেন। আমরা আশা করেছিলাম ওনারা অন্তত বাস্তব যেগুলি রয়েছে সমর্থন করবেন।

অন্তত বাস্তব যেগুলি রয়েছে বাজেটের মধ্যে সেগুলি সমর্থন করবেন। আর এই বাজেটের মধ্যে অবাস্তব কোন কিছু নেই অথচ এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন। আসলে বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে আপনাদের বিরোধীতা করাই হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ সি, পি, এম, এর কাছে দেশ কোনদিন বড় নয়, ওদের কাছে দলই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। এইটা ইতিহাসের কথা। আমরা লক্ষ করেছি সেই ১৯৬৫ সালে চীন যখন

ভারতবর্ষ আক্রমণ করলো তখন এই কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জ্যোতি বসু, নাম্বুদিরিপাদ এরা পশ্চিম বাংলায় মিছিল করে বলেছিলেন যে, চীন ভারত আক্রমণ করেনি। ওদের কাছে নিজের দেশের চেয়েও ওদের দল বড় ওদের দলের স্বার্থের কাছে নিজের দেশও বড় হতে পারেনি। কাজেই, ওদের এই অবিচার, মিথ্যা প্রতিবাদ এই সব বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

আজকে উনারা নারী ধর্ষণের কথা বলছেন। আবার অন্যদিক দিয়ে গত তিন বছরে পুলিশের খাতে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তারও প্রতিবাদ করছেন। সমালোচনা করছেন। কিন্তু আজকে এই রাজ্যে জোট সরকার পুলিশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এই রাজ্যে আজকে শান্তি শৃংখলা ফিরে এসেছে। এখন সেটা আবার কিভাবে ভেঙ্গে দেওয়া যায় তার জন্য আপনারা চেষ্টা করছেন। আজকে সিকিউরিটির কথা বলা হয়েছে কিন্তু আপনাদের সময়ে দেখেছি তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ২৫ টি গাড়ী করে সিকিউরিটি নিয়ে চলতেন। কিন্তু আজকে রাজ্যে উগ্রপন্থী মোকাবিলা নাই। উগ্রপন্থীর উৎপাত নাই। আর আজকে আপনাদের দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে এ, টি, টি, এফ, গঠন করে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলা যাতে ভেঙ্গে যায় তারজন্য খুন ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। কাজেই, এইগুলি মোকাবিলা করার জন্য পুলিশের বাজেট আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই।

স্যার, আমার মাননীয় বন্ধুরা নারী নির্যাতনের কথা বলেছেন। কিন্তু ইতিহাসে এ ধরণের কোন নজীর নেই যে আপনাদের সময়ে কারাগারের ভেতরে এগুলি কর্মকারকে ধর্ষণ করা হল নৃশংসভাবে। আর সে ঘটনার প্রত্যক্ষ যে সাক্ষী তাকে আপনাদেরই লোক পরে খুন করে ফেলে। আপনাদের মত যারা সরকারে থেকে অন্যায়, অবিচার করতে পারত কারাগারের ভেতরে নারী ধর্ষণ করতে পারতো তাদের আজকে এই বিরোধী বেঞ্চে বসে সেই নারী ধর্ষনের কথা বলার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

তারপর আপনারা বলছেন রিগিং এর কথা। এই রিগিং করে নাকি এই জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু এই রিগিং এর শব্দ সেটা এসেছে আপনাদের দশ বছরের শাসনকালে। আপনাদের কাছেই তখন আমরা প্রথম শোনেছি এই রিগিং এর কথা। আর এই রিগিং করার পরিণামে আজকে আপনাদের স্থান হয়েছে বিরোধী বেঞ্চে। আর এখনো যদি এইভাবে মিথ্যা কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন তাহলে আপনাদের স্থান আর এখানে হবে-এই হাউসের বাইরে হবে না। কাজেই, জনগণের কাছে সত্যি কথা বলুন, এইখানে মিথ্যা কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না।

আর চাকুরী সম্পর্কে আপনারা বলেছেন সমালোচনা করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি এই বিধানসভাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন যে, এই জোট সরকার আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১৭,৪০০ জনের উপরে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এত অল্প সময়ে এই সরকার এত চাকুরী দিতে পেরেছেন দেখে আপনাদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে কারণ। তিন বছরে সরকার এত চাকুরী দিয়েছে যেটা আপনারা আশা করতে পারেননি। চাকুরী

আরো দেওয়া হবে। কিন্তু আপনাদের মতো ক্যাডাররাজ কায়েম করার জন্য চাকুরী দেওয়া হয়নি। আপনাদের সময়ে আমরা লক্ষ করেছি যারা খুন করতে পারে তাদের বা তাদের পরিবারকে আপনারা চাকুরী দিয়েছেন।

আজকে বহু বেকারকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন কিন্তু তবুও চাকুরী দেন নাই তাদেরকে। আমরা তাদেরকে চাকুরী দিই। এখন তারাই সমালোচনা করছেন আপনাদের বিরুদ্ধে। বাজেট ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে নৃপেন বাবু স্বামী-স্ত্রীর চাকুরীর কথা বলছেন। গত দশটি বছর উনিতো এইভাবেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। যার ফল পাচ্ছেন আজকে। আমাদের সরকার আপনাদের মত চাকুরী বিলি-বন্টন করেন নাই। সম্পূর্ণ নিয়ম নীতির মধ্যে থেকেই উনি বর্তমান সরকার বেকারদের চাকুরী দিচ্ছেন এবং সেখানে ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হচ্ছে। আমরা চাকুরী নিয়ে দলবাজী করিনি।

স্যার, আমরা সমর চৌধুরীর মেয়েকে চাকুরী দিয়েছি। চাকুরী দিয়েছি আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের পরাজিতা প্রার্থী শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্যের মেয়েকে। চাকুরী দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রনগরের ডি. ওয়াই. এফের কর্মী বকুল মজুমদারকে। কেন তাদেরকে আমরা চাকুরী দিয়েছি। কারণ আমরা দেখছি যে কিভাবে আপনারা ওদেরকে নিয়ে মিছিল-মিটিং করিয়েছিলেন। ওদের সামনে চাকুরীর সমস্যাটাকে জিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। সমাধান, উদ্দেশ্য ছিল না আপনাদের। সেইজন্য ওদেরকে আমরা চাকুরী দিয়েছি। তাদের মুখে এখন হাসি ফুটে উঠেছে। একটা ঘর চালানোর দায়িত্ব নিতে পারছে। সুখে আছে। আর, আপনারা সেটা জিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। আমরা এটা চাই না, আমরা চাই সমস্যার সমাধান।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করুন—এই বাজেট ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ লোকের স্বার্থে করা হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পেশ করা এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট পেশ করেছেন সেটা পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে সেটা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এখানে উনি এনেছেন। আবার এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ লোকের স্বার্থে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে সেটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা মানতে পারছেন না। তারা বাজেটের প্রায় প্রতিটি আইটেমকেই বিরোধীতা করে উনাদের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এটাই অবশ্য উনারা করে থাকেন। যদি উনারা বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উন্নয়ন মূলক কাজের সমালোচনা করতেন তাহলে এবং সেই সমালোচনা যদি যুক্তিসংগত হত তাহলে আমার কিছুই বলার ছিল না। এটা কিন্তু উনাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না।

স্যার, এখানে উনারা এই বাজেটকে স্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এই রকমই ওরা করতে পারবেন।

স্যার, এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার একটি জিনিস আমি সমর্থন করতে পারছি না। তাহলে, উনি এই বাজেটে দাংগা বা ধর্ষণের জন্য কোন বরাদ্দ এই বাজেটে করতে পারেন নাই। কাজেই এই কারণে উনারা এটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। এই সরকার আসার পর ১৭,৪৭২ জনকে চাকুরী দিয়েছেন।

আমরা সুষ্ঠু নীতি নিয়ে করেছি। আমাদের প্রাক্তন এডুকেশন মিনিষ্টার দশরথ বাবুর মেয়েকেও চাকুরী দিয়েছি। অস্বীকার করতে পারবেন ? শুধু তাই নয় টাউনশীপের মধ্যে পোষ্টিং দিয়েছি। কিন্তু তারপরেও উনারা সব কিছুতে না বলছেন। স্যার, আমরা বিরোধী দলে থাকতে প্রাক্তন এডুকেশান মিনিষ্টার বলেছেন যে উপজাতিদের মধ্যে বি. এ. গ্রেজুয়েট পাচ্ছে না। সব দিয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয় আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অথবা কৃষিমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন যে, হ্যাঁ, সি. পি. এমের ক্যাডারদের মধ্যে গ্রেজুয়েট নাই কিন্তু উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে। এইসময় দশরথবাবু বললেন আপনাদের মধ্যে যদি থাকে তাহলে দিয়ে দেন। কিন্তু আমরা যখন সাত জনের নাম দিয়েছি। এরমধ্যে আমার মেয়েও আছে। কিন্তু আমার মেয়েকে পোষ্টিং দিয়েছে দুরিকামুড়া। অথচ আমরা দশরথবাবুর মেয়েকে টাউনশিপের মধ্যে দিয়েছি। কাজেই স্যার, এখন তাদের হিমালয় পর্বত দেখেও পাহাড় দেখার স্বাদ মিটে নি। আবার সেই দাঙ্গা করার প্রশ্ন উঠেছে। কেন এই বাজেটে দাঙ্গা করার টাকা রাখে নাই ? কিন্তু এখন আমরা ত্রিপুরাতে দাঙ্গা করতে দেব না, নারী ধর্ষণ করতে দেব না, আমরা খুন করতে দেব না। আমরা এই জনগণের স্বার্থে এই বাজেট এনেছি। আশা করি আপনারাও এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। স্যার একটা মজার ব্যাপার হলো, গত বার আমরা এম. এল. এ-দের ভাতা দেওয়ার জন্য আমরা বিল এনেছি। উনারা না বললেন। আবার এরিয়া বিল উনারা আগে নিয়ে নিলেন। আবার আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি এলাউন্স বাড়ানো যায় কিনা, কিন্তু সর্ত থাকবে যে আপনারাও হ্যাঁ বলতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ভাতার কথাটা বলায় উনাদের চেহারাটা পরিস্কার হয়ে গেছে, আমরা কিছু পাব। তাহলে আপনারা হ্যাঁ বলুন, আমরা চেষ্টা করব কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, শকুন যত উপরে উঠুক তার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, পচা, গলা, গরু মরা, শুকর মরা, ইত্যাদির দিকে। কিন্তু তাদের আর একটা গুণ আছে গুণটা হলো সমস্ত দলের লিডার না আসা পর্যন্ত সেই পচা, গলা খেতে পারবে না। কাজেই এটা কিন্তু বিরোধী দলের গুণ।

তারপর এখানে হ্যান্ড লোম হ্যান্ডিক্রাফ্‌টস্‌-এর কথা বলা হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী যা করে গেছে বলার কিছুই নেই। এইটাকে উল্টো করে আমরা এই হ্যান্ডলোম হ্যান্ডিক্রাফটসে চার লক্ষ টাকা আয় করেছি। এমনকি আমরা বিদেশে পাঠাইতেছি। কাজেই উনারা চাকুরীর জন্য উপজাতিদের দরদী কিন্তু নিল। এই হচ্ছে অবস্থা। আপনারা বলতে পারবেন ? আপনারাতো দশ বছর ছিলেন, ট্রাইবেল কতজনকে চাকুরী দিয়েছেন, এক জন, দুইজন, বলুন না ? কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা মিজের খেয়ে কত বুঝবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আশা করব এই পূর্ণাঙ্গ বাজেটকে সমর্থন করে জনগনের স্বার্থে এই ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আপনারাও এই বাজেটকে সমর্থন করুন। এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য অঞ্জু মগ।

শ্রী অঞ্জু মগ ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯১-৯২ সালের যে বাজেট পেশ করে'ছন এই বাজেটের উপর সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়ে আমি কিছু ভাষণ রাখছি। অবশ্য আমার ভাষণ উনাদের ভাল লাগবে না, তাই আপনার পারমিশন নিয়ে নিচ্ছি। আজকে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটি কার জন্য হয়েছে। মন্ত্রীদের জন্য না ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য না ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য। হ্যাঁ সেটি নকুল দাসের জন্য নয় বা সুধীর বাবুর জন্য নয়। ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য। সেখানে কৃষি ও কৃষকদের উন্নতির জন্য, সমাজ উন্নয়ণের জন্য ও আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের জন্যই এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। এবং আপনাদের মৎস্য চাষের জন্যও এখানে ধরা আছে। আপনারা সব বাজেটই বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণও আপনারা গত ২৮শে তারিখে বিরোধীতা করে গেছেন। মনে হয় আপনাদের অতিরিক্ত ব্যায়ের বাজেটটা এখানে আনা হয় নাই, তার কারণে বোধ হয় আপনারা বাজেটের বিরোধীতা করছেন। আপনারা যারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন তারা কি সবসময় সব কাজে বিরোধীতা করে যাবেন, সমাজ উন্নয়ন কাজে আর হাত দিবেন না আপনারা কি না আনতে পারেন? আস্থা অনাস্থা অনেক কিছু প্রস্তাবই আপনারা আনেন।

আমাদের বাদল বাবু বলেছেন, মনে হয় এতে বাদল বাবুরও কিছু আছে, আবার সুনীল বাবুরও কিছু আছে। ১৯৮৭ সালে বাদল বাবুর অনুরোধে বাদল নন্দীকে একটা ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছিল। কিন্তু কাজ কি হল? এটার জন্য আপনারা দায়ী, আমরা নই। আপনারা যে অসত্য বলছেন, সরকারী কাগজ পত্রই তার প্রমাণ। আর তা না'হলে বলতে হবে, আপনারা টাকার বিনিময়ে এসব করেছেন। আমাদের ফরেষ্ট মিনিস্টার একটা বিল এনেছেন, সেটার সম্পর্কে আপনারা অনেক বক্তব্য রেখেছেন এবং বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে সব কাঠ বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোন খান দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে, সেটা বলেন নাই, নিশ্চয় সেগুলি আমার মনু বনকুল দিয়ে পাচার হচ্ছে না, কারণ, এটা একটা এন্টেরিয়র এরিয়া। যদি হয় তো তাহলে সেটা সাব্রুম সীমান্ত দিয়ে পাচার হচ্ছে, সেখানে তো সুনীল বাবু রয়েছেন, সাব্রুম শহরের উপরই তার বাড়ী। তাই হয়তো আপনারা সে সব জানেন। কাজেই যে জায়গা দিয়ে সেগুলি পাচার হচ্ছে, সেই জায়গার নাম আপনারা বলছেন না কেন? বললে তো সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। মনে হয়, সেখানে নিজেদের লোক রয়েছে, যারা এসব পাচারের কাজে নিযুক্ত। বিনোদ চক্রবর্তী নামে একজনকে বাদল বাবু তার নিজের ঠিকেদার নিযুক্ত করেছেন এবং তার নামে লক্ষ লক্ষ টাকার ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (খয়রাপুর)**ঃ—**পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বিনোদ চক্রবর্তীর সংগে আমার নাকি পার্টনারশীপ বিজনেস আছে। আমি চেলেঞ্জ করছি, তিনি যদি এটার প্রমাণ দিতে পারেন,

তাহলে আমি এই সভা থেকে পদত্যাগ করব, আর উনি যদি প্রমাণ না দিতে পারেন, তাহলে উনাকে এই সভা থেকে পদত্যাগ করতে হবে। এতে তিনি রাজি আছেন কি ?

শ্রী অঞ্জু মগ ঃ—স্যার, বাজেটের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি, উনারাও নিশ্চয় উনাদের বক্তব্য রাখবেন, কিন্তু আমি যখন বক্তব্য রাখছি, তখন তারা এত বাধা দিচ্ছে কেন ? আমাকে, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় অনুমতি দিয়েছেন এই বাজেটের উপর বক্তব্য রাখার জন্য। আমি তো বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে পারছি না। আমি আপনাদের বামফ্রন্টের কাহিনীটা বলতে চাই। পুরান এম এল এদের মধ্যে আমি আছি, আরেকজন আছে বিদ্যা বাবু। ত্রিপুরা রাজ্যে তখন ৩০টি সীট ছিল। তার মধ্যে বিদ্যাবাবু, অভোর দেববর্মা এবং অভিরাম দেববর্মা ছিল। আমরা ২৭জন কংগ্রেস ছিলাম। এখন কেন দুইটা হোস্টেল ? আগে তো একজায়গায় আমরা ছিলাম। এই ১৯৮০ এর দাংগা তো আপনারা করছেন। এই বিভেদ সৃষ্টি করছেন। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের মধ্যে আপনারা বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। বিগত ৩০ বছর কংগ্রেস শাসনে তো এই বিভেদ ছিল না। টি. এন. ভি আপনারা বাহির করছেন। এখানে তো একজন আছে। আমার ভাতিজা। এখন এম. এল. এ হয়ে এসেছে। আমার বলার কিছু নেই। আপনারা পয়েন্ট অব অর্ডার বলেন। পয়েন্ট অব অর্ডারের কি আছে। এই যে জমাতিয়া, উনাকে আমি চিনি। কি করছেন, জুলাইবাড়ীতে কি করছেন, সব আমি জানি। আপনি ঠাকুরছড়া কি করছেন, সব আমি জানি। জনসাধারণ আমাদেরকে বিশ্বাস করে শাসনে এনেছে। সেই জন্য তিন বৎসর যাবত আমরা এখানে প্রতি নিধিত্ব করছি। আইন মাপিক কাজ করছি। অনেক সময় দেখি মাখন রেগে উঠেন। ব্রাহ্মণ মানুষ।

আমাদের মাখন বাবু ব্রাহ্মণ মানুষ। ব্রাহ্মণরা মানুষের সেবা করে। নৃপেন বাবু বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। বয়স হয়ে গেছে অনেক। এখন যাবার সময় হয়ে গেছে। কাজেই তাঁদেরকে অনুরোধ করব, এই বাজেটকে সমর্থন করতে। কেন সমর্থন ? কারণ, ব্রাহ্মণ মানুষ জনসাধারণের সেবা করে। স্যার, বাজেট কার জন্য ? মাখন বাবুর জন্য নয়, আমাদের জন্য নয়। বাজেট ত্রিপুরার জনসাধারণের, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি কখন শেষ করবেন ?

শ্রী অঞ্জু মগ ঃ—স্যার, আমাকে এক মিনিট সময় দিন। অনেক বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করলাম। আসল ভাষণ বলতে পারছি না। শুধু সময় নষ্ট করছি।

শ্রী অঞ্জু মগ (শ্রী বাদল চৌধুরী) ভয়েস ঃ—খুব ভাল করে বলুন। সাউথে মন্ত্রী সংখ্যা কম শুধু মাত্র কাশীরাম বাবু আছেন। যাতে আপনাকেও মন্ত্রী করা যায় সে ভাবে বলুন।) স্যার, আমি জানি, বাদল বাবুর মত সাউথের আর কেহ নেই। আমি বিরোধী দলের লোকদের কাছে আবেদন রাখব, আপনারা বাজেটকে সমর্থন

করুন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল সরকার।

শ্রী অনিল সরকার (প্রতাপগড়) ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। বক্তৃতা রাখতে গিয়ে দেখলাম, যাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখব তাঁরা দুইজনই অনুপস্থিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী। স্যার, আমি আজকেই শুনলাম, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী আছেন। এটা আমার জ্ঞানের অভাব। যাই হোক, আমি প্রথমেই শিক্ষামন্ত্রীকে বলব, উনারা যে নতুন করে এন. সি. আর. টি. কোর্স ৭ম এবং অষ্টম শ্রেণিতে চালু করা হয়েছে সেই কারণে তাদের জন্য ২ (দুটো) অঙ্ক এনেছিলাম। সুধীর বাবু, আমার ক্লাস মেইট। অংক উনি আমার চাইতেও কাঁচা। সমীর বাবুর চাইতেও কাচা, এটা সমীর বাবুও ভাল জানেন। তবে অরুণ বাবু আমার হোস্টেল মেট। আমার দাদার মত। উনি অংকে ভাল। স্যার ৭ম শ্রেনীর সরল অংক। এ প্লাস বী হোল স্কোয়ার ইজিকেলটু কত? এটা সবাই করছে। অথবা চারের বর্গ কত? কিন্তু সেটা কি ভাবে করতে হবে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী নতুন ভাবে তাঁরা করছে। আর একটা ক্লাস সিকস্-এর অঙ্ক। ম্যাজিক বর্গ। সেই ধাঁধাঁর মত। দুই জনের জন্য দুইটা অঙ্ক আমি রেখে দিলাম। সুধীর বাবু অংক কাঁচা। তাই বলে উনার জন্য ১০ নাম্বার, আর অরুণ বাবু অংকে ভাল, তাই উনার জন্য ১৫ নাম্বার, এবং ৬ষ্ঠ ৭ম শ্রেণীতে তিনি পড়িয়েছেন। আজকে যারা পড়বে তাদের সমস্যা। আমি আশা করি, আমার অংক দুইটা এই সেসানে করে দিতে পারলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন তাদের সমস্যা কোথায়? আমার বক্তব্য হল, শিক্ষাটাকে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। এটা আজকে থেকে নয় প্রথমদিন থেকে আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায়। এই জন্য কনফোসিয়াসের একজন শিষ্য বলেছিলেন, যারা মন দিয়ে শ্রম করে তারা অপরকে শাসন করে। যারা শক্তি দিয়ে শ্রম করে তারা অপরের দ্বারা শাসিত হয়।

টলস্টয়ের একটা বক্তব্য হল —জনসাধারণের অজ্ঞতার মধ্যেই জনসাধারণের প্রকৃত শক্তি নিহীত। সরকার তো ভাল ভাবেই জানেন, আর জানেন বলেই প্রকৃত জ্ঞানের অন্বেষণে বাধা দেয়। কাজেই আজকে এই যে এন. সি. আর. টি একটা মডেল, বলা হয়েছে এন. সি. আর. টি মডেলকে সামনে রেখে প্রত্যেকটি রাজ্যে নিজস্ব পাঠ্যসূচী তৈরী করবে। ৩০ পার্সেন্ট থাকবে সেই রাজ্যের বৈশিষ্ট চাহিদা, তার পরিবেশ সব কিছু মিলিয়ে। কিন্তু এন. সি আর. টি ক্লাস সিক্স এবং সেভেন থেকে চালু করে দেওয়া হয়েছে। একটা ভিত্তি বছর ধরে—ক্লাস ওয়ান থেকে চালু করা যেতো। এখানে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে যেটা করা হয়েছে, স্কুলে যদি লেবোরেটরি না থাকে তাহলে সিক্স এবং সেভেনে পড়ানো সম্ভব হবে না। জল কি করে যে তৈরী হয় এগুলি আগে কলেজে পড়ানো হত। এখন এগুলি ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ানো হয়। সমাজের একটা ভগ্নাংশ, যারা বিত্তশীল, যাদের টীচার রাখার ক্ষমতা আছে, এটা তাদের জন্য। সেই জন্য ১৯৮৬ ইং সনে নয়া শিক্ষানীতি নামে রাজীব গান্ধী নবোদয় বিদ্যালয় প্রকল্প হাজির করেছেন। আমরা বরাবর আমাদের ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন হয় তখন দাবী উঠেছিলো—আমাদের ভাষা আমাদের দেশ, আমাদের শিক্ষা। তখন থেকেই

বঙ্গ বিদ্যালয়, এবং ভারতবর্ষের বিদ্যালয় গুলি খোলা হয়েছিল। সেই দাবীটা ১৯২২ সালে পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের একমাত্র বেঙ্গল ছাড়া সমস্ত রাজ্যগুলিতে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হয়েছিল। ১৯২২ ইং সালে যখন বেঙ্গলে চালু করার প্রশ্ন উঠে, তার আগের ১৯২১ সালে ব্রিজ সাহেব একটা রিপোর্ট দিলেন যদি বাধ্যতা মূলক-ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় তাহলে চাকর পাওয়া যাবে না, কৃষকরা কৃষি কাজ ভুলে যাবে। অতএব এটা দরকার নেই। ১৭৯৩ইং সালে যখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নবীকরণের প্রশ্ন উঠে, তখন সেখানে উইলিয়াম সাহেব বলেছিলেন অন্ততঃপক্ষে সেই সময় নবীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার এবং শিক্ষা প্রচারের সুযোগ দেওয়ায় সেটা ক্যানসেল করা হয় এই জন্য যে আমেরিকায় শিক্ষা চালু করে সেখানকার কলোনীটা হারিয়েছি। কাজেই ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে না। রাজা রামমোহন রায় যখন পড়াশুনা করেন তখন পাঠ্য বই নেই। ১৮০০ সালে বাগের গঞ্জ জেলায় লোক সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ২৬ হাজার। কিন্তু সেখানে কোন প্রাথমিক স্কুল ছিল না। দেশ যখন স্বাধীন হলো ইংরেজ যখন চলে গেল বিগত দিনের কংগ্রেস যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই নেহেরুজী, গান্ধীজী, তাঁরা আন্দোলন করেছিলেন—বুনিয়াদী শিক্ষা সকলের বাধ্যতামূলক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা আমার মৌলিক অধিকার। ১৯৫০ইং সালে সংবিধানে সেটাকে নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৬৩ ইং সালে বলা হল ১৪ বছর পর্যন্ত যত শিশু আছে তাদের সেন্ট পার্সেন্টকে এডুকেটেড করা। এর পর দেখা গেল এই নিয়ে তিনটা কমিশন করা হয়েছে। যথাক্রমে—ডঃ রাধাকৃষ্ণান কমিশন, মুদালিয়র কমিশন এবং কোঠারী কমিশন। তাঁরা সবাই বলেছেন যে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং সকলের জন্য শিক্ষা। কোঠারী সাহেব বলেছেন যে সকল সিস্টেমে স্কুল, প্রত্যেক মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য কমন সিস্টেমে স্কুল করতে হবে।

স্যার, ১৯৮০ সালের যে রিপোর্ট আমরা দেখছি Indian Institution of Social Science and Research Institution of management Calcutta. তাঁরা একটি সার্ভে করেছেন পশ্চিম বাংলার ৪টি জেলায়। সার্ভে করে বলেছেন সারা ভারতবর্ষের পজিশ্যানটা কি। সেখানে UNICEF—এর ফিউচার বলে যে মুখপাত্রটা ১৯৮৪ সালে তার যে ১১। ১২ নম্বর ভলিউম তার মধ্যে সেই আর্টিকেলটা বেরিয়েছে। তার যে হিসাব ৬ থেকে ১২ যারা প্রাইমারী স্কুলে যায় জমিদার এবং বিত্তমানদের মধ্যে শতকরা ১০০ জন ছেলে স্কুলে যায়। ধনী কৃষকদের মধ্যে যায় ৮৪ জন। মাঝারীদের মধ্যে যায় ৫০ জন। গরীবদের মধ্যে যায় ২১ জন এবং ক্ষেত মজুরদের মধ্যে যায় ৫ জন। কিন্তু টিকে থাকে কয়জন। পঞ্চম শ্রেণীতে গরীব ক্ষেত মজুর নিল এবং চতুর্থ শ্রেণীতেও তারা নিল। এরা কোথায় যায়? ওরা শিশু শ্রমিক হয় এবং তাদের থেকে শতকরা ৫৮ জন শিশু শ্রমিক আমাদের দেশে পাওয়া যায়। এবং সেই মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে দেখা যায় জোতদার, জমিদার এবং বিত্তবান তাদের ছেলেরাই তারা ৯৮ ভাগ যায়, গরীব চাষীরা মাত্র ১ ২৮। এমন কি এন. সি. আর. টি ১৯৯০ সালে এর মধ্যে বেড়েয়েছে আরও ৩ পারসেন্ট ড্রপ-আউট বেড়িয়েছে। আমি প্রশ্ন এনেছি এই জন্য যে ভারতবর্ষে আমাদের মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক দাবী সকলের জন্য শিক্ষা কিন্তু আজকে দেখা

যাচ্ছে ড্রপ আউট বেড়ে যাচ্ছে, গরীব শ্রেণীর অংশের মধ্যে শিক্ষার হার কমে যাচ্ছে। এর ফাঁকে দেখা গেল কি জাতীয় শিক্ষা নীতি নন্ ফরমাল এডুকেশ্যান সেটা সেই এন. সি. ই. আর. টি বললেন যে, এতদিন পর্যন্ত ডাঃ রাধাকৃষ্ণান, ডাঃ মোদালিয়র এবং কোঠার ভারতবর্ষের সেই কংগ্রেস আন্দোলনের ব্যাক-গ্রাউন্ডের ভিত্তিতে আমি কথাগুলি বললাম। কিন্তু আজকে দেখা গেল যে এখন এসে বলছেন যে, যখন একটা সমাজের অগ্রগতি হয় তখন এমন একটা তৈরী হয় যে তখন একটা থার্ড মেথড বের করতে হয় শিক্ষার জন্যে তখন তথাকথিত স্কুলের মাধ্যম প্রয়োজন নেই। বেবি হোম। সেটা কি এবং সেটা কি করছে এবং কার ? সেটা হলো সেই ফিলিপস্ হোম যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক সেক্রেটারী ছিলেন। যিনি ছিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কনসালটেন্ট তার যে ষ্টাডি সেই ষ্টাডির ভিত্তিতে সেই এডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশ্যান এন. সি. ই. আর. টি থেকে ১৯৮১ সনে যেটা বেড়িয়েছিল As socity develop a third category of education emergency which could be revalu d as no formal education. অর্থাৎ তখন আর স্কুলে পড়াশুনা করার দরকার নেই। বাইরে তারা পড়াশুনা করবে। ফরম্যাল অ্যাডুকেশান বাতিল। এমন একটা স্কুল করবে যাকে বলা হয়েছে নবোদয় বিদ্যালয়। সমাজের মধ্যে যারা বিত্তশালী, অবস্থাশালী, তারা সেখানে সুযোগ পাবে। কাজেই ১৮৩৫ সালে ম্যাক্লে যে কথাটা বলেছিলেন টাকার অভাব, এতজনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা করা যাবে না। মুষ্টিমেয় একটা অংশকে আমরা শিক্ষিত করব। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখাব। তার রক্ত, মাংস হবে ভারতীয়, মন, মানসিকতা, মনন, মেজাজ, আচরণ হবে ইংরেজ। অর্থাৎ তারাই হবে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাটবল্টু। আজকে আমরা দেখছি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য মধ্যবিত্তদের মধ্যে দারুণ উন্মাদনা। আর রাজীব গান্ধী দেখছি সেই ম্যাক্লের তত্ত্বকে কাজে লাগাচ্ছেন। প্রত্যেক জেলায় একটা করে স্কুল করবেন, মডেল স্কুল। তাতে কম্পিউটার সিস্টেম থাকবে, ভাষা হবে ইংরাজী মাধ্যম। যাদের স্বপ্ন আই, এ, এস অফিসার হওয়া তাদের জন্য এই স্কুল। ইউনিভার্সিলাইজেশান অফ প্রাইমারী অ্যাডুকেশান অ্যালিমেন্টারী অ্যাডুকেশান সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, তারা নন ফরম্যাল অ্যাডুকেশান এর মাধ্যমে অর্থাৎ পন্ডিত মশাইর টোল, জমিদার বাড়ীর একচালা, যেটা আগে ছিল। এইটা এইখানে খারিজ করে দেওয়া হল। শিক্ষার যে মৌলিক অধিকার সেটাকে খারিজ করে দেওয়া হল। আমরা লক্ষ্য করছি এন, সি, আর, টি চালু করে ক্লাস সেভেনের ছেলে মেয়েদের জন্য ৪-৫ জন করে মাস্টার রাখতে হয়। ত্রিপুরার ট্রাইবেল এরিয়া, ট্রাইবেল এলাকা আর গ্রাম আর শহর এক না। প্রত্যেকটা স্কুল থেকে ৪-৫ জন করে শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তারাই কিছু জানেনা, তারাই কনফিউশানের মধ্যে আছে। অর্জুনবাবু ত অংকে ভাল, আমি দিয়েছি দাদাকে অংকটা করতে। উনি বুঝতে পারবেন প্রবলেমটা কোথায় ? সুধীরবাবুকে সবচেয়ে সোজা অংকটা দিয়েছি, সমীরবাবু যখন আছেন করতেও পারে। কাজেই স্যার, সাধারণ মানুষের পক্ষে শিক্ষাটা গ্রহণ করা সম্ভব না। সেটা কে বাতলে দিয়েছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মানসিকতায় পুষ্ট তাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিশ্ব ব্যাংকের কনসালটেন্ট ফিলিটোম তার

কাছ থেকে এইটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণান থেকে নয়, জওহরলাল নেহেরু থেকে নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আন্দোলনের যে দাবী সেইখান থেকে নয়। ১৯৫০ সনের সংবিধানে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য টাকা নেই, অতএব দেওয়া যাবে না ফরমাল অ্যাডুকেশান তার জন্য এন, সি আর, টি চালু করা হয়েছে। এই এন, সি, আর, টি দিল্লীর কোন একটা ভাল স্কুলের জন্য যথেষ্ট ভাল, কিন্তু তার জন্য আমার গন্ডাছড়ার জন্য ভাল নয়। এইটা সম্ভব নয়। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কিছু মেছাগার হয়েছে। রাজনীতি, সমাজনীতি মূল্যবোধ আজকে সবচেয়ে বড় আমাদের মানসিক এবং সাংস্কৃতিক অপচয়। অম্বগুলিকে চেনা যায় রক্তপাতে, সংঘর্ষে, পত্রিকার স্লেন্ডারিং ক্যামপেইনে। তার জন্য ভবিষ্যৎ জেনারেশন আগামী দিনের জন্য তার ভিতরে যে কত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আমার সামনেযদি প্রেসিডেন্সি কলেজ মডেল হয়, তাতে আমার কি লাভ হবে, আমার সামনে যদি দিল্লীর একটা ইনস্টিটিউশান মডেল হয় তাহলে আমার কি হবে ? আমি কাদের জন্য ? এইটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। শিক্ষাকে আজকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। অংক বইয়ের দাম ১০ টাকা ৮০ পয়সা ক্লাস সেভেনের। তার মোট বই বেরিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না, মতিবাবু হয়ত বলতে পারবেন তিনি সায়েন্সের স্টুডেন্ট। তবে আমাকে বুঝানোর মত একজনও অংকের মাষ্টার এইখানে নাই। অংক আমি পারি না। অরুনবাবু সেই ভাবুকতার দিক থেকে সঠিকভাবে দেখবেন। তাছাড়া সায়েন্স এই যে চিত্র অংকের যেটা বি, এস, সি ক্লাসের থার্ড ইয়ারে পড়ানো হয় নিউটনের মেথডে ৪ এর বর্গ চার × চার ষোল। কিন্তু নতুন মেথডে করতে গেলে বড় কঠিন। আর এক মেহাগার। ভবিষ্যৎ বংশধর আজকে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার জন্য, গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা থেকে বঞ্চিত করার জন্য, এইটা করা হয়েছে।

মেছাগার হয়েছে অন্যান্য অনেক দিক থেকে আমি সুধীর বাবু সমীর বাবু আমরা ক্লাসমেট আমি কলেজের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম সুধীর বাবু আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু সমর্থনে, আর সমীর বাবু আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন আমি থাকি রামনগর, কলেজে গেলে সুধীর বাবু আমাকে সমর্থন করেন, আর সমীর বাবুর বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ, সমীর বাবু রামনগর থেকে পেছনে করে আমাকে নিয়ে যায় এম বি বি কলেজে, অরুণ বাবু কলেজের প্রিহেড, এক হোষ্টেলে আমরা থাকি, আমি আর দ্রাউ বাবু এক হোষ্টেলে এক সঙ্গে থাকি নির্বাচনে, একচুয়েলী মৌলিক ভাবে যদি কেউ কংগ্রেস করে থাকেন তাহলে অরুণ বাবু করেছেন। কিন্তু তখনতো তার মধ্যে আমরা এইটা লক্ষ করিনি যে, অনিল সরকার তুমি হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে যাও, উনি বরং আমাকে বলতেন যে, তুমি দেরী করে হোষ্টেলে আস কেন। আমি তখন থেকেই সি পি আই করি, কিন্তু হোষ্টেলে অন্যরা দিত ৪০ টাকা, আর আমি দিতাম ২০ টাকা করে। আমি কথাটা বলছি এই কারণে যে, সেদিন এখানে মূল্য বোধের যে প্রশ্নটা মাননীয় সদস্য অঞ্জু মগ বলেছেন যে, আমরাতো এক হোষ্টেলে থাকতাম, এখন দুইটা হোষ্টেল কেন, আজকে এম বি বি কলেজে নোমিনেশান সাবমিট করতে পারে না কেন, সিনেট নির্বাচনে বিরোধীরা নোমিনেশান সাবমিট করতে পারেনা কেন, কাদের মধ্যে এই বিরোধ হয় সেখানে কেন এই হরলাল পোদ্দার অরুন বাবুর ক্লাসমেট কংগ্রেস করেন তার শরীরে এসিড মারা হয়েছিল। ধ্রুব আমার আত্মীয় মতিবাবুর কর্মী চড়িলাম স্কুলের

নকল ধরার জন্য তাকে মারা হয়েছিল, আমার বক্তব্যটা সেটা যে আজকে মূল্যবোধটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের এই যে অবস্থা এই অবস্থা থেকে রেহাই পাবেন না আপনারা। আমরা লক্ষ করেছি মানিক দেবের স্ত্রী ভদ্রমহিলা ফাস্টক্লাস পাস হয়েছে, মাধ্যমিকে যে কোন রকমে পাশ করেছে সে। পরে ভাল অনেকে করতে পারেন, আগে অংকের চাপে ইংরাজীর চাপে অনেকে ভাল পাশ করতে পারে না, যেমন সুধীর বাবু পলিটিকসে আগে খুব খারাপ ছিলেন আর সমীর বাবু ছিলেন ভাল। কিন্তু এখন সুধীর বাবু হলেন খুব ভাল আর সমীর বাবু গেলেন কিছুটা পেছনে, সুধীর বাবুর এই লুকানো প্রতিভার কথা কি আমরাই জানতাম ? এখানে হয়েছে তাই, গোপন করে রাখলেন যে পতি হলেন পরীক্ষক, কাজেই পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য থার্ড ডিভিশনে পাশ করলেও ফাস্টক্লাস পাওয়া যায়। কাজেই আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিপর্যায় চলছে সেখানে নৈতিক মূল্যবোধটা শেষ হয়ে গেছে। আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজে হেড মাস্টার, শিক্ষামন্ত্রীও হেড মাস্টার ওনারা নিশ্চয়ই এই সব দিকে অন্ততপক্ষে ১৪, ১৫ বছরের শিশুদের কথা চিন্তা করে এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা করবেন, কিন্তু সেটা করেন নি কয়েকজন ব্যবসায়ীর চাপে পড়ে রাতারাতি এন সি আর টি চালু করেছেন যার জন্য বই-এর দাম দশ টাকা হলে নোটের দাম হবে ত্রিশ টাকা, সেখানে তাদের চিন্তা ভাবনা পন্য হিসবে বিক্রি হয়ে গেছে। এই জন্যই এই ট্রেইজারী ব্যাঞ্চে যে সমস্ত বাণিজ্য মন্ত্রীরা আছেন তারা এনেছেন বাজেট এই রাজ্যের সুবিধভোগীদের জন্য কাজেই এই বাজেটের আমি বিরোধীতা করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯১ ৯২ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না, কারণ এই বাজেটে জন্য কল্যাণমুখি কোন ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি না। এই মাত্র মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল সরকার মহাশয় বিরোধী বেঞ্চের পক্ষ থেকে এই বাজেটে যেভাবে শিক্ষার অঙ্গণকে কলুষিত করা হয়েছে, মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তোলে ধরেছেন। এইটা স্যার, নিশ্চয়ই আপনিও উপলব্ধি করছেন। যেহেতু আপনি এই চেযারম্যানের আসনে উপবিস্ট আছেন তাই সরাসরি আপনার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী অনিলবাবুর বক্তব্যে এইটা পরিস্কার হয়েছে এবং আমাদের অভিজ্ঞতায়ও দেখেছি এবং এই ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রী এবং এম, এল, এ, যারা আছেন এবং যাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে—তারা নিশ্চয়ই ভুক্তভোগী যে, একটা ছেলেমেয়েকে ক্লাস ৪, ৫ বা ৬ এ পড়ে তাদের পড়াতে হলে কমপক্ষে চার বা পাঁচ জন মাস্টার না হলে পড়ানো যায় না। এই হচ্ছে স্যার, শিক্ষার অবস্থা।

তারপর আমরা কি দেখি স্যার, শিক্ষা বর্ষ শেষ হয়ে যায়—এই শিক্ষাবর্ষ মে মাস থেকে শুরু হয় এবং এপ্রিলে গিয়ে শেষ হয়। আজকে ডিসেম্বরের শেষদিকেও বই পাবলিশ হয় না। আট মাস চলে গেল তবু বই

পাবলিশ হয় না। কাজেই স্যার, এখানে মাননীয় অনিলবাবু যে দুইটি অংক উল্লেখ করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে—নিশ্চয়ই তারা সেটা উপলব্ধি করবেন যে ব্যাপারটা কত কঠিন। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী অনিলবাবুর টেবিলের সামনে কতগুলি বই আছে-তাহলে স্যার, বাস্তব অবস্থাটি কি? টেক্সট বুক পাবলিশ করবেন শিক্ষা দপ্তর কিন্তু সেখানে সেটা পাবলিশ করে ক্যালকাটা বুক হাউস। এবং এই বিষয়টি নিয়ে গতকালও মাননীয় সদস্য শ্রী বিমলবাবু উল্লেখ করেছেন। এখন এই বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছেন অনেক পবন রায় এবং হাইকোর্ট থেকে শিক্ষা দপ্তরকে শো-কজ করা হয়েছে।

তারপর স্যার, বইয়ের দাম সম্পর্কে আমি এখানে একটা ঘটনা তোলে ধরছি। ক্যালকাটা বুক হাউস—এর যে বইটি ৮ টাকা ৮০ পয়সা করা হয়েছে সে সম্পর্কে যাচ্ছিনা। আমি বলছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সেকেন্ডারী বোর্ড অব্ এডুকেশন ষষ্ঠ শ্রেণীর অংক বই পাবলিশ করেছেন। এই বইয়ের দাম ধরা হয়েছে ১৬.৮০ টাকা। অথচ এর আগে এই বইয়ের প্রথম ভাগের দাম ধরা হয়েছিল মাত্র ৮.০০ টাকা।

স্যার, আমি একটি ঘটনা তুলে দিচ্ছি। আমি ত্রিপুরা বোর্ড অব্ সেকেন্ডারী এডুকেশান-এর ষষ্ঠ শ্রেণীর অংক বইয়ের দ্বিতীয় ভাগের কথা বলছি। সেখানে বইয়ের দাম ১৬.৮০ টাকা। অথচ প্রথমবার যে বইটা বের করা হয়েছিল, সেই বইটার দাম ছিল মাত্র ৬০ টাকা। স্যার, বইটা কোথা থেকে ছাপানো হয়েছে- 'টাইপ সেট বাইওগ্রাফী প্রিন্টেড সিস্টেম,' ক্যালকাটা-৭১ থেকে। হয়ত এগজিসটেন্স আছে, আমি জানিনা। আমি ভেরিফিকেশান করি নাই। কিন্তু স্যার, বইটা ছাপানোর আগে কোন কোটেশান চাওয়া হয়েছিল কিনা? মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর এটা জানা আছে কিনা? জানা থাকলে জানাবেন কিনা? আর জানা না থাকলে অনুসন্ধান করে বলবেন কিনা? যে পেপার সাপ্লাই করা হয়েছিল, সেই পেপার সাপ্লাইয়ের জন্য কোন টেন্ডার কল করা হয়েছিল কিনা? এটা অনুসন্ধান করবেন কিনা? স্যার, এর আগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে যে বইটা দেওয়া হয়েছিল সেটা পঃ বঙ্গ সরকারের আন্ডারটেকিং সংস্থা সরস্বতী প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছিল। সরকারী সংস্থাকে দিয়ে করিয়েছেন। কিন্তু প্রাইভেট সংস্থাকে দিয়ে করালে টেন্ডার-কোটেশান ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে। অথচ নিউজ প্রিন্ট দিয়ে বই করা হয়েছিল—বইয়ের দাম পড়ল ১৬.৮০ টাকা। আর নোট বুক ২৫ টাকার মত। স্যার, বাজারে বই কিনতে গেলে নোট বুক ছাড়া অন্য বই পাওয়া যাবেনা। হয়ত মন্ত্রী বা এম. এল. এ রা বলবেন যে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তারা গেলে কিনা হয়? মরুভূমি সাগর হয়। সাগর মরুভূমি হয়। তাদের ক্ষমতা। কিন্তু স্যার, সাধারণ মানুষ নোট বুক ছাড়া আর কিছু পান না। স্যার, কি করে তারা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করছেন সে সম্পর্কে দু-একটি কথা আমি তুলে ধরছি। আজকে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং কালীদাসবাবু বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই অবস্থায় বিদ্যালয়গুলির হাল এমন হবে আমরা কল্পনা করতে পারি নাই। স্যার, আমি যে বেসরকারী বিদ্যালয়টিতে আছি সেটার নাম হচ্ছে হরচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। সেখানে চারটা কোয়ার্টার কনটিজেনসি দেওয়ার কথা। ১৭২৫ টাকা করে এক একটা কনটিজেনসি পার কোয়ার ১৯৮৯-৯০ইং সালে একটা কনটিজেনসি ইস্যু করেছেন

ছয় মাস পর। আর এল. ও. সি দিয়েছেন ২৯শে মার্চ, ফলে এল. ও. সি আর ড্র করা গেল না এবং ঐ বছর চক-ডাস্ট ইত্যাদি আর কেনা গেল না।

স্যার, যে সরকার চক-ডাস্টারের পয়সা ঠিকমত দিতে পারে না সেই সরকারের শিক্ষা দপ্তরটা চলবে কিভাবে? কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারিনা।

স্যার, বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার স্কুলে স্যার, বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন সময়ে সাত আটটা পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞপনও দেওয়া হয়েছিল, ১৯৮৭ সালে। তারপর আর ইন্টারভিউ নেওয়া হয় নাই। নতুন সরকার এসেছে এবং ১৯৮৯ সালে ইন্টারভিউ নিয়েছে। সিলেকসান বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন জ্যোতির্ময় দাস। আমি এখানে কোন ব্যক্তি হিসাবে বলছি না স্যার। কিন্তু প্রশ্নটা এই জায়গায় যে, ডিপার্টমেন্ট-এর স্টেনডিং অর্ডার থাকা সত্বেও-এক্বরডিং টু মেরিট হিসাবে সেখানে একটি ছেলে সেকেন্ড ডিভিশনে ৫১০ নাম্বার পেয়েছে, আর একটি ছেলে পেয়েছে ৪৩০ নাম্বার। যেহেতু কংগ্রেস (আই) পরিবার এবং সে নিজে কংগ্রেসী। সেহেতু তাকে দিতে হবে। এইভাবে দুই তিনটা প্রপোজাল দিয়েছেন ডিপার্টমেন্টে, যদিও এপয়েন্টমেন্ট এখনও দেওয়া হয় নাই। এটা ঝুলে আছে। পরবর্তী সময়ে তারা একটা নতুন সার্কুলার ইস্যু করেন—দলবাজী করার জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ্ ওভার।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস ঃ—স্যার, বিধানসভায় তারা উত্তর দিয়েছেন যে ১৭,৪৭২ জনকে চাকুরী দিয়েছেন। আর বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে তারা শিক্ষক দিতে পারেননা? চাকুরী দিয়েছেন ভিকটিমাইজ্ কত কিছু। এখানে বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কয়েকজন আছেন যারা বর্তমানে মন্ত্রীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। তারপরও শিক্ষার এই অবস্থা। এই কারণে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। আমি এর বিরোধীতা করছি। ধন্যবাদ।

আর বেসরকারী বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষকও দিতে পারছেন না? এই দুইজন, তিনজন বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন, তারা দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন তাহলে শিক্ষার অবস্থাটা কি? তাহলে এই যে অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। তার জন্যই এর বিরোধীতা করেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আসারামবাড়ী) —ঃমাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এখানে ১৯৯০-৯১ সালের, সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই বাজেট সংখ্যালঘিষ্ট

সরকারের বাজেট। যারা দাঙ্গা করে, লুট করে, দাঙ্গাবাজ, নারী ধর্ষণ, চুরি করে, গনতন্ত্রকে যারা ধর্ষণ করে, সংবিধানকে যারা ধর্ষণ করে এটা হলো তাদের বাজেট। কাজেই বাজেটে প্রথমে বলছিলাম সংখ্যালঘিষ্ট সরকার। এই সরকারটা আসছে কিসের মাধ্যমে ? এই সরকারটা আসছে মিলিটারী, পুলিশের মাধ্যমে। মানুষের অধিকার তারা হরণ করেছে. ভোট দিতে পারে নাই, রেগিং করেছে, ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটারদের তাড়িয়ে দিয়েছে, এই হলো অবস্থা। মাননীয় মন্ত্রী অরুণবাবু বলেছেন যে উনি কিছু করতে পারেন নি। পারবেনও না। উনাদের যারা দলের চোর আছেন গাছ চোর, গরু চোর, মাছ চোর তাদের যন্ত্রণায় উনি মিটিং করতে পারছেন না খোয়াই সাব-ডিভিশনের মধ্যে। এই হল উনার অবস্থা। তারপরে এরসঙ্গে আছে এই সরকারটা। উনারা সবসময় দাঙ্গা করে থাকেন। কংগ্রেসের আমলে কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতার পর থেকে দাঙ্গা শুরু করেন। যার জন্য ভারতবর্ষ দুই ভাগ হয়ে গেছে। এরপরে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেক মন্ত্রী চলে গেছেন, তারাও চেষ্টা করেছিল দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য। ৮০ সনের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা গরিষ্ঠদের পেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাদের সঙ্গে আমরা বাঙ্গালী দল করে দাঙ্গা লাগিয়ে দিলেন। এই হলো ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। আর আমাদের দলের নামে সমস্ত কিছু চাপিয়ে যাচ্ছে।

নারী ধর্ষণও তারা করছে, খুনও তারা করছে, অথচ আমাদের উপর তারা এই সমস্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু জোট সরকারের সঙ্গে যে সাথী টি. ইউ. জে. এস যারা আছে, তাদের লজ্জা বোধও নেই। তারা একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করছেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনার স্ত্রীকে যদি আপনার সামনে আপনাকে বেঁধে অত্যাচার করা হয় এই মন্ত্রীদের স্ত্রীকে যদি তাদের সামনে তাদের বেঁধে অত্যাচার করা হয় আপনি এবং আপনাদের মনে কি রকম আঘাত লাগতে পারে ? সেই দিক থেকে চিন্তা করে একটা প্রতিবাদ করা উচিৎ ছিল। জোট সরকারের মন্ত্রী এম. এল. এরা একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নি।

তারপরে লুটেরা কেন বলছি। তারপরে আমাদের গ্রামে একটি প্রবন্ধ আছে—পাইয়া না পাইয়া পাইছে ধন বাপে পুতে করে কির্তন। এই হল তাদের অবস্থা। কীর্তন করতে করতে কি পর্য্যন্ত তারা। একজন বলেছেন পর্শু দিন একজন ন্যায় সদস্য আমার ঐখান থেকে নাকি ২৮ জন সারেন্ডার করেছে। তারা কারা এলাকায় থাকতে পারছে না —জন্তু। মানুষের ভয়ে এখানে না হয় সারেন্ডার করলো এবং সারেন্ডার করার যে জায়গাটা চোর কে সমর্থন করা বলা যায় না। কাজেই এই জনাই বলছি এই সরকার চোরের সরকার। তারপরে এইভাবে এই সরকার অনেক টাকা লোট করেছে। গত তিন মাসের মধ্যে আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ৮৪ বার অভার ড্রাফ্ট করেছেন। সুধুই শুধু দিতে হয়েছে ১০ লক্ষ টাকার বেশী। এই হল তাদের অবস্থা। শুধু লোট হচ্ছে। এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করব কেন। তারপর এইটাই নয় শুধু ঐ উনাদের তিন বৎসর উনাদের যে গুরুদেব সন্তোষ মোহন দেবের বিয়াতে যখন ভোঁভাত খেতে উনারা—কি করেছে পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে অনেক সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবাই জানে। এবং জানবে কাল থেকে। বিবাহ আইন বিধি আছে। তেল খরচ কত ১ লক্ষ টাকা। গাড়ী কয়টা ৩৩ টা তারপরে জীপ ২২ টা তেলের পরিমাণ সারে পাঁচ হাজার লিটার কম পক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রীর সঙ্গে পাঁচটি করিয়া গাড়ী। তারপর তাদের সঙ্গে দেমীনতা

আইন মন্ত্রীর ডেমীনতা মুখ্যমন্ত্রীর ডেমীনতা আরও ১২টি বাস মিনি-বাস গিয়াছে। ডোমিদাতাদের নিয়ে ডুম্বুরের ৪০০ কে.জি মাছ। তারপর নাকি ছয় টিন রসগোল্লা গেছে। পত্রিকায় দেখেছি। এটা আমার কথা নয় পত্রিকার কথা।

আপনারা প্রতিবাদ করুন পত্রিকায় যেটা লিখেছে। তারপরে আপনারা কি করবেন না করবেন সেটি আপনাদের ব্যাপার। তারপরে আর আছে আগে নাকি পি. সি সরকার নাকি ম্যাজিক দেখায়। এই ম্যাজিক দেখানো গিয়ে নাকি ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া করেন। প্রতি গাড়ীতে সেই ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া করে গেছে তার কোন গণনা নেই। সেটা এখন ইন্ডিয়াতেই আবিষ্কার হয়। অর্থাৎ বিলাতী মদ কাকে বলে। ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া। এ হল তাদের অবস্থা। এই তিন বৎসর এই সেই লোট করে খাচ্ছে বলে পুলিশের জন্য ১২ কোটি টাকার বাজেট এখানে পেশ করেছে। কাজেই এই দিক দিয়ে পুলিশ মিলিটারী যদি না থাকত বা নির্বাচনের সময় যদি না থাকত তাহলে কি তারা আসতে পারত। একজনকেও দেখা যেত না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এখনও যদি নির্বাচন হয় পুলিশ মিলিটারী সারা মানুষকে স্বাধীন ভাবে ভোট দিতে দেওয়া হয় কোন রকম রিগিং লুটপাট করা না হয় যদি ভোট দিতে দেওয়া হয় তাহলে একজনও উনারা আসতে পারি না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। কাজেই সেই দিক থেকেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই যে দুর্নীতিবাজ লুটেরাজ সংখ্যালঘিষ্ট সরকার বলছি এই কারণে এই বাজেটকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারে না। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমাদের এই জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ২৫ লক্ষ মানুষের জন্য যে কল্যাণমূলক এবং উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের যে বাজেট পেশ করেছেন, সেটার বিরোধীতাও আমাদের বিরোধীরা করছেন। গতকাল এই সভায় মাননীয় বিরোধী দল নেতা নৃপেনবাবু এই বাজেটের উপর যে বক্তব্য রেখেছেন, উনি একজন প্রবীন সদস্য এবং এই রাজ্যে ১০ বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব করেছেন, আমরা যারা তাদের আমলে নবীন সদস্য ছিলাম, আমরা আশা করেছিলাম যে উনার বক্তব্যের মধ্যে সরকারের যে দোষ ত্রুটি আছে, সেগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন, কিন্তু উনার বক্তব্য শুনে আমরা হতাশ হয়েছি। তবু বলবো উনার দলের কয়েক জন সদস্য গঠনমূলক বক্তব্য রেখেছেন, যেমন বিমলবাবু, উনি তথ্য ভিত্তিক বক্তব্য রেখেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। উনি যেসব তথ্য দিয়েছেন, সেগুলি সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছি, বিশেষ করে টি, টি ডি, সির সম্পর্কে উনার যে অভিযোগ, সেই সম্পর্কে ল ডিপার্টমেন্টে ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছি এবং আরও যে অভিযোগ সেগুলির সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য কোর্টের কাছে পাঠানো হয়েছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে চা, তা সত্যি আমাদের রাজ্যের অগ্রগতি এবং উন্নতিতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারে এবং তা করার জন্য আমাদের আরও অনেক পদক্ষেপ নিতে হবে,

তার জন্য আমরা ইতিমধ্যে এক ভাল এম, ডি নিয়োগ করেছি, তিনি সঠিকভাবে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, এটা নিশ্চয় আমাদের বিরোধীরাও স্বীকার করবেন। বিরোধীরা যেমনভাবে সরকারী তথ্য এই হাউসে পেশ করেছেন. আশা করি তেমনিভাবে আমরা তদন্ত করছি, তারও প্রয়োজনীয় তথ্য বের করতে পারবেন, আমরা সেগুলিকে সঠিকভাবে করছি কিনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, (ভাইস চেয়ারম্যান সম্পর্কে) হ্যাঁ, আইন অনুযায়ী ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজেই. আইন অনুযায়ী সমস্ত কিছুর তদন্ত করা হচ্ছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য অনিল সরকার, একজন সিনিয়র সদস্য, উনার বক্তব্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছিলাম, আজকের উনার বক্তব্য শুনেও খুশী হয়েছি, সেজন্য তাঁকেও ধন্যবাদ। যাই হোক, আমরা এত দিন পরে হলেও উনাদের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা আশার কথা। আগে উনার বক্তব্য শুনে অনেকে শিহরিয়ে উঠতেন, উনি এমন সব উত্তেজনা মূলক বক্তব্য রাখতেন—যেমন বলতেন মানুষের চামড়া দিয়ে ঢুগ ঢুগী বাজানো হবে ইত্যাদি। আজকে, অবশ্য তিনি সেই রকম কিছু বলেন নি, আজকের বক্তব্য সত্যিই গঠন মূলক। তারপর, মাননীয় সদস্য বলেছেন আমরা নাকি সংখ্যা লঘিষ্ঠ সরকার গঠন করেছি এবং ভোটে রিগিং করে ক্ষমতায় এসেছি। তাই, আমি বিরোধী দলের সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ১৯৮৮ সালে যখন এই রাজ্যে মাননীয় নৃপেন বাবুর তত্বাবধানে যে নির্বাচন হয়েছিল, সেই নির্বাচন শেষে তিনি নিজে বক্তব্য করেছেন যে এত উশৃঙ্খলা সত্বে এই রাজ্যে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমানে যিনি বিরোধী দলনেতা সেই দিন ত্রিপুরা বাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ত্রিপুরা বাসীকে শান্তিপূর্ণ ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তখন নির্বাচন গণনা সবে শুরু হয়েছিল এবং ৭টা রেজাল্ট বাহির হয়েছিল এবং সবগুলিই তাদের পক্ষে গিয়েছিল। তখন চার দিকে আতংক কারণ ওদের কেডার বাহিনী পটাশ বাজী বোমা নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। বিশেষ করে আমরা বিশালগড় বাসীরা আতংকগ্রস্থ ছিলাম। আমার মাস্টার মহাশয় শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় এখানে আছেন। তিনি জানেন বিশালগড়ে দুদুটো বিধায়ক খুন হয়েছিল এবং তার ফলে সেখানে ছোটখাট ঘটনা নিয়েও একটা খুনের পরিবেশ সৃষ্টি হতো। এখানে বলা হচ্ছে আমরা নাকি রিগিং এর মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছি। মাননীয় সদস্য দীপক রায় এখানে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ রিগিং এর কথা জানতো না। বামফ্রন্ট সরকার এটা এখানে চালু করেন। আমরা রিগিং এ বিশ্বাসী নই। আমরা গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাসী। আশা করি আপনারাও আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অনিলবাবু এই হাউসে বলেছিলেন যে আমরা নাকি টি. আই. ডি. সি থেকে বিভিন্নভাবে লোককে ঋণ দিয়েছি। বি. ডি. পাইকে আমরা টাকা দেই নি. আপনারাই দিয়ে গিয়েছিলেন। গত ৭/১১/৮৬ তারিখে বি. ডি. পাইকে ২৭ লক্ষ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। দীপালী পালকে আমরা কোন সুযোগ দেই নি। আপনারা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা পরে তাকে ওয়ার্ক কেপিটেল দিয়েছি। আমরা কিছু লোন দিয়েছি।

আপনার আমলেই দেওয়া হয়েছে। তারপরে আমরা কিছু লোন দিয়েছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী অনিলবাবুর নিশ্চয়ই বিধু ভট্টাচার্য্যের কথা মনে আছে? যিনি অনিল বাবুর খুব কাছের লোক। তাকে ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা লোন দিয়েছিলেন। সেই ইন্ডাষ্ট্রির কোন অস্তিত্বই আমরা খুঁজে পাই নি। নটরাজ দত্ত নামে একজন বেকার ইঞ্জিনীয়ার তাকে রি–জেনারেশন ওয়েল ইন্ডাষ্ট্রির জন্য সারে পাঁচ লক্ষ টাকা লোন দিয়েছিলেন। ভাল কথা, একজন বেকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লোন দেওয়ার কয়েক মাস পরেই তাকে চাকুরী দিয়ে দিলেন। স্যার, সেই ইন্ডাষ্ট্রি যাতে আবার কিছু করতে পারে সেজন্য আমরা তাকে ক্যাপিটাল দিয়েছি। আপনারা জানেন, অ্যাকস্-সার্ভিসম্যানদের জন্য যা কেন্দ্রীয় সরকারের গাইড লাইন আছে সে অনুযায়ী আমরা ৭৫ জনকে এক কোটি টাকার উপরে লোন দিয়েছি। সেই অ্যাকস-সার্ভিসম্যানদের লোন রিকভারি খুব ভাল। প্রায় ৭৫ পার্সেন্ট ওরা রিকভারি করেছে। মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়,

শ্রীঅনিল সরকারঃ :—আমি ১০ হাজার টাকা ঋণের কথা জানতে চেয়েছিলাম

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী): হ্যাঁ, আমি এটাও বলছি। মাননীয় সদস্য অনিল বাবু বলেছিলেন, গ্রামের যারা লেখা পড়া জানে না, বা যারা অর্ধ শিক্ষিত পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের জন্য টি, এস, আই, সি, থেকে কিছু লোককে লোন দিয়েছিলেন সেই ইতিহাস, আমি বলছি। ১৯৮৬-৮৭ এবং ১৯৮৭-৮৮ সালে স্পেশ্যাল স্কীমে ৭১ জনকে লোন দিয়েছিলেন ১১ লক্ষ টাকা কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর, বিভিন্ন জায়গায় আমরা তাদের খুঁজে পাই নি এবং কোথায় আছে সেটা বের করতে পারছি না। জানি না, কি ভাবে লোন দেওয়া হয়েছিল। অনিল বাবু দিয়েছিলেন, উনিই বলতে পারবেন। স্যার, আমরা সরকারে আসার পর দেখেছি, রোহিনী পেন্টিং ইন্ডাষ্ট্রি, ধলেশ্বর এলাকা বিমলেন্দু ভৌমিককে বামফ্রন্ট সরকার ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা লোন দিয়েছিলেন। এই বিমলেন্দু ভৌমিক, সুপ্রিয় ভৌমিকের ছোট ভাই। যিনি বামফ্রন্টের প্রার্থী হয়ে কনটেষ্ট করেছিলেন। কিন্তু এই টাকা কোথায় গেল? আপনি তো একবারও বলেন নি। এইভাবে ইন্ডাষ্ট্রির নামে কিছু কিছু পাইয়ে দেবার রাজনীতি সি-পি. এম. সরকার করে গেছেন। স্যার, এস. কে. সান্যাল-এর কথা বলেছেন। এস. কে. সানালকে আমরা চিনতাম না। হ্যাঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফিতা কেটেছেন। কিন্তু এই এস. কে. সান্যালকে ১৭.৩.৮৭ তে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন যখন অনিলবাবু টি. এস. আই. সি. এর চেয়ারম্যান ছিলেন। পরবর্তী সময়ে আমরা সরকারে এসে লোন দিয়েছি। তখন আমরা নতুন ক্ষমতায় এসেছি। কিছুদিন পরে আমরা দেখলাম, উনি পালিয়ে যাবার মতলব করছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমাদেরও ধোঁকা দিয়েছেন। আপনাদেরকে দিচ্ছেন।

শ্রীমতিলাল সাহা : (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—এ ব্যাপারে আমরা হাই কোর্টে কেস করেছি। চীফ সেক্রেটারী কমিটি করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আপনারা ধোঁকা খেয়েও আমাদের ধোঁকা দেবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। স্যার, তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী টাকা দিয়েছেন, ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা।

তাছাড়া তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী ২.৩৫ লক্ষ টাকা ডিসবার্স করেছেন। অনিল চৌধুরী নামে ত্রিপুরার ট্রিপটন ইন্ডাস্ট্রির মালিককে উইদাউট এপ্রোভাল অব দ্যা বোর্ড। সেই টাকা কি তিনি ফেরৎ পেয়েছেন তারপর এম ডি. বি দাস একজন কনসালটেন্টের নামে ২৫ হাজার টাকা দিয়েছেন উইদাউট এপ্রোভাল অব দ্যা বোর্ড। এই ভাবে টি. এস. আই. সিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তারা সে টাকা নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেছে। স্যার, এই জোট সরকার আসার পর টি. এস. আই. সিতে কঠিন নিয়ম করেছি এবং বেকার যুবকরা যাতে লোন পায় এবং মহিলারাও যাতে লোন নিয়ে শিল্প গড়তে পারে তার জন্য আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। সুতরাং এই কাজে বিরোধীতা আপনারা করবেন না। এই বাজেট ত্রিপুরার ২৫ লক্ষ মানুষের স্বার্থে রচিত সুতরাং এই বাজেটকে পুরোপুরি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৪ তারিখে এই বিধান সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৯৯১-৯২ইং সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং পুরোপুরি সমর্থন জানাচ্ছি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এটাই নিয়ম যে দলই সরকারে থাকুক না কেন প্রতি বছর একটা করে পেশ করা হয়। সুতরাং আমি মনে করি জোট সরকার কর্তৃক রচিত এই বাজেট ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কল্যাণ ও কাজের সদিচ্ছার একটা দলিল হিসাবে থাকবে। এবং বাজেটের মধ্যে যে এলোকেশান হয়, সেই এলোকেশানের মধ্যে সরকারের সদিচ্ছা এবং মানুষের কল্যাণই প্রকাশ পায়। এক বৎসরে সরকারের উন্নয়নের জন্য, সিডুয়েল কাস্ট, সিডুয়েল ট্রাইবসদের জন্যই হোক, জেনারেলের জন্যই হোক, যে কাজেই হোক সরকারের একটা নিজস্ব চিন্তা ধারা থাকে, সেই চিন্তাটাই বাজেটে করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেন চক্রবর্তী এই বাজেটকে বলেছেন শতকরা দুই ভাগের লোকের জন্য বাজেট। শতকরা ৯৮ জন লোকের জন্য এই বাজেট নয়। কিন্তু এটা ঠিক নয়। বাজেট কোন দিকে হেলে, বড় লোকের জন্য বাজেট, নাকি গরীব লোকের জন্য বাজেট এলোকেশান করা হয়েছে, এটা বাজেটের মধ্যেই নিহীত আছে। উনারা বলেছেন যে পুলিশের জন্য বাজেটে বরাদ্ধ বেশী রাখা হয়েছে। যদি বাজেটকে এ্যাট-এ গ্ল্যান্স দেখি, তাহলে দেখব পুলিশের জন্য ধরা হয়েছে মাত্র ৫১ কোটি টাকা এবং পার্সেন্টেজ হিসাবে ৬.৪৫। শিক্ষা খাতে ধরা হয়েছে ১২৬ কোটি ৯৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। সম্পূর্ণ বাজেটের ১৫.৮৩ পার্সেন্ট। সিডুয়েল ট্রাইবসদের জন্য ধরা হয়েছে ৮৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। সম্পূর্ণ বাজেটের ৫.৫৯ পার্সেন্ট।

স্যার, এগ্রিকালচার খাতে ধরা হয়েছে ৪৮ কোটি ৩১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা এবং পারসেন্টেইজ হচ্ছে ৫.৩। আর একটা হচ্ছে ট্রাইবেলরিহেবিলিটেশন ইন প্ল্যানটেশ্যান এণ্ড

প্রিমেটিভ গ্রুপ প্রগ্রাম ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৩ হাজার এবং পারসেনটেইজ হচ্ছে ০.৩। কিসের জন্য এই টাকাগুলি ধরা হয়েছে ? এই টাকাগুলি কি নকুল বাবুর জন্য ধরা হয়েছে ? না নকুল বাবুর জন্য ধরা হয় নি কারণ এই টাকাগুলি দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবহার করা হবে। এগ্রিকালচার খাতে বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে এটা নকুল বাবুর জন্য ধরা হয় নি। নকুল বাবুর তো জায়গা জমি নেই কারণ উনি সর্ব্বহারার নেতা তাই উনার তো জায়গা কিছুই থাকতে পারে না কারণ উনি জনগণের জন্য সব টাকা দান করে দিয়েছেন। কিন্তু এই এগ্রিকালচারের টাকা দিয়ে গ্রামের দরিদ্র কৃষক এবং ট্রাইবেলের জমির জন্য খরচ করা এক কথায় বলতে গেলে এই এগ্রিকালচারের টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি সাধন করা হবে কারণ ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ। ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যাপারে আর কি বলব স্যার, নৃপেন বাবু অবশ্য বলতে পারতেন এই ইণ্ডাষ্ট্রির টাকাগুলি ৯৮ পারসেন্ট ধনীদের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে এবং ২ পারসেন্ট গরীবদের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে কিন্তু উনারা তো এই বাজেটকে চোখ খুলে দেখেন না। স্যার, উনাদের অবস্থা হচ্ছে সমালোচনা করতে হবে তাই উনারা সমালোচনা করছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই বাজেট হেলার অবস্থায় অর্থাৎ কেডারমুখী বাজেট করা হতো। অনিল বাবুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি উনি ইণ্ডাষ্ট্রির নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কেডার পোষণ করেছেন। আজকে মাননীয় সদস্য দীবা বাবু বলেছেন যে উনারা এমন কতগুলি কো-অপারেটিভ করেছিলেন যেগুলি এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই উনারা চাইছেন সেই ধরনেরই বাজেট করা হোক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটের মধ্যে একটু সৎ ইচ্ছা আছে এবং আমি মনে করি এই বাজেট একটা গ্রামমুখী বাজেট। এই বাজেটের মধ্যে গ্রামের উন্নতিকল্পে অনেক টাকা ধরা হয়েছে যেমন সোলার লাইটের মাধ্যমে গ্রামকে আলো করে দেওয়া হয়েছে এবং সোলার লাইটের মাধ্যমে তারা টি ভিও দেখতে পাচ্ছে। এই বাজেট সম্পর্কে যখন আমরা আলোচনা করি তখন চিন্তা করতে হবে এই বাজেটের মধ্যে কি আছে তার অন্তর্নিহীত শক্তি কি, সেটার উপর নির্ভর করে এই বাজেটের আলোচনা করা দরকার।

এই বাজেট প্রসঙ্গে অনিলবাবু খুব ভাল কথা বলেছেন তার কথাটা ভাল লেগেছে। সেটা হচ্ছে জনসাধারণের অজ্ঞতার ভিতরে সরকারী ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই গত ৪০ বৎসর ধরে আপনাদের অমৃতবাণী, মার্কসবাদীদের অমৃতবাণী আপনারা শুনিয়েছেন। এইগুলি বলে পাহাড়ীদের ঠকানো যাবে, তারা বুঝতনা। আপনাদের বাণী ছিল রাশিয়ার নীতি ভাল, কমিউনিষ্ট নীতি ভাল, সাম্যবাদ ভাল। আজকে কি বলবেন পাহাড়ীদের কাছে ? আজকেও তারা টি, এন, এল একের মাধ্যমে, এ, টি, টি একের মাধ্যমে পাহাড়ীদের অত্যাচার করা শুরু করে দিয়েছে। পাহাড়ীদের অর্থনীতিকে বানচাল করার চেষ্টা করছে। তারা এখনও (পাহাড়ীরা) মনে করেন অনিল বাবুর কথা অমৃত সমান, দশরত বাবুর কথা অমৃত সমান, আর নৃপেন বাবুর কথা অমৃতের উপরে মহা অমৃতের সমান। স্যার, এতদিন মার্কসীয় নীতি, সাম্যবাদ, মার্কসীয় তত্ত্ব, তাদের অর্থনীতি আমরা মনে করতাম ভাল। মনে করতাম এইটাই সত্যি কথা। আজকে আমরা দেখি এই নীতিকে যারা ভালবাসে, তাদের বউয়েরা একদিকে চাকরী করে, এম, এল, এর পয়সা নেয়, আর একদিকে সুদের ব্যবসা করে, আর একদিকে

হেডমাষ্টারের পয়সা নিচ্ছে। ঐ অনিলবাবু উনি যখন কলেজে পড়তেন তখনও তিনি কমিউনিষ্ট করেন, চাকরীতে ঢুকেছেন রাজনীতিই করেন, ক্লাস করেন না, স্কুলে যাননা, কয়েক বৎসরের বেতন আটকা পড়ে আছে। হঠাৎ ৭৮ সনে যখন ক্ষমতায় এলেন সুদেমুলে তিনি ৩ লক্ষ টাকা গায়ের করে নিয়ে গেলেন স্কুলে না গিয়েও তিনি টাকা নিলেন। এদিকে তারা বলেন তারা সর্বহারা, নিস্পেষিত, যখন এই কথাগুলি বলেন তখন আমরা বলি অনিলবাবু কত ভাল, তার জ্ঞান আছে, গুণ আছে সবকিছু আছে। আপনি ঠিকই বলছেন জনসাধারণের ভিতরে সরকারী ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। আপনারা অজ্ঞ পাহাড়ীদের নিয়ে খেলা করে, রাজনৈতিক ব্যবসা করে আপনারা ক্ষমতায় এসেছিলেন। আজকেও ক্ষান্তি নেই। আপনারা এখানে বলেছেন মতিবাবু ইন্ডাষ্ট্রির জন্য কি করেছে ? আপনারা কি করছেন ? মতিবাবু যখন একটা একটা করে বললেন আপনারা কি করছেন ? সুতরাং অনিলবাবু আপনার কথাগুলি প্রত্যাহার করে নিন। জোট সরকার ৩ বৎসর আসার পর জনগণ সচেতন হয়েছে, জনগণ বুঝতে পেরেছে মার্কসবাদ ত্রিপুরা রাজ্যে চলেনা। কমিউনিষ্টদের বুজরুকি পাহাড়ীরা বুঝে গেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি হচ্ছে মাকাল ফল এইটা পাহাড়ীরা বুঝে গেছে। কাজেই প্রস্তুত থাকুন বাদলবাবু, খুন, খারাপি বাদ দিয়ে ভালভাবে জনগণের সেবায় নেমে পড়ুন। মাকাল ফলের ভিতরে কি আছে আজকে পাহাড়ীরা বুঝে গেছে। এই বাজেটে মাঠের শ্রমিকদের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, শ্রমিকদের জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে, পাহাড়ীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, সিডুল কাষ্ট এবং সিডুলে ট্রাইবদের জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে বাজেটের যে প্রোন রিহেবিলিটেশান টু দা ট্রাইবেল, রিহেবিলিটেশান টু দা লেবার, রিহেবিলিটেশান টু দা সিডুল কাষ্ট এন্ড সিডুল ট্রাইব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিরোধীদের অনুরোধ করতে চাই এই কল্যাণমুখী বাজেটকে সমর্থন করে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য এই সরকারকে সাহায্যে করুন এই আহ্বান রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস (শালগড়া) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটটা অসম্পূর্ণ বাজেট। কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি ৩৪ নম্বার পয়েন্টে এখানে একটা তথ্য যুক্ত করা দরকার ছিল, যেটা হল ভিকটিমাইস তথ্য, কারণ এই জোট সরকারের রাজনৈতিক মারি পিসী বা স্বজন পোষণের দপ্তর। এখানে যে ভিক্টিমাইস দপ্তরের আলোচনা হয়েছে এবং নুতন দপ্তর খোলা হয়েছে, তাতে ১৬ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তবুও এইটা কেন এখানে দেওয়া হল না বুঝতে পারছি না। স্যার আমরা লক্ষ্য করেছি এইটা রেকর্ড হয়েছে এই বাজেট প্রায় ৬৮৪ কোটি টাকার যেটা এখানে প্লেইস করা হয়েছে, আর এখানে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৬৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আজ পর্যন্ত যত বাজেট হয়েছে তাতে এই রকম ঘাটতি বাজেট আর হয়নি। গত বছরও বাজেট প্লেইস করার সময় অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে ২০ কোটি টাকার মত ঘাটতি হতে পারে, আর আজকে সেটা বেড়ে তিনগুণ হয়েছে ৩২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘাটতি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার এবার বলছেন ৬৩ কোটি টাকার ঘাটতি থাকবে। স্যার, এইটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ১০০ কোটি

টাকায় কারণ তারা বাজেট বহির্ভূত খাতে যেভাবে ব্যয় শুরু করেছেন তাতে এইটা বলা মুশকিল যে তারা এই ঘাটতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন কি না। স্যার, কেন এই সমস্ত হচ্ছে, কারণ জোট মন্ত্রীসভায় যারা মন্ত্রী এবং সদস্য আছেন তাদের লাগামহীন খরচ এই সভায় পেশ হয়েছে, গত দশ তারিখ কিভাবে মন্ত্রীসভার সদস্যরা কি করবেন সেটা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে উপসাগরীয় পরিস্থিতির ফলে আমাদের আরও কৃচ্ছ সাধন করতে হবে, তার কি নমুনা স্যার, ৩৫ টা গাড়ী নিয়ে গাড়ীর মিছিল করে শিলচড় যান বিয়ের নিমন্ত্রন রক্ষা করার জন্য। এই হচ্ছে অবস্থা তাদের। তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পি ডব্লিও ডির জন্য এখানে বরাদ্ধ করা হয়েছে প্রায় ৭১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, আর ঐ দপ্তরটার অবস্থাটা কি, গত বছর বকেয়া পাওনা এখনও ঠিকাদাররা পাবেন ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। তাদেরকে স্যার, শিলপ দিয়ে কাজ করানো হয়েছে। মন্ত্রী ও সদস্যদের শিলপে কাজ করে এখন তারা হন্যে হয়ে ঘুরছে, বিভিন্ন সময় তারা মন্ত্রীদের কাছে এসে ধরনা দিয়েছে, কিন্তু কোন টাকা পাচ্ছে না, এই হচ্ছে অবস্থা। এই হাউসে তথ্য দিয়েছেন কিভাবে তারা অপচয় করছেন, এই পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজে তারা কিভাবে টাকা খরচ করছেন। তার জন্য কোন আইন মানার দরকার নাই। তারপর এখানে মন্ত্রীদের ভ্রমণ ভাতা ১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা স্যার, ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে।

স্যার, মন্ত্রীদের ভ্রমণ ভাতা বাবদ সেখানে খরচ হয়েছে ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। এরমধ্যে খরচ করেছেন। তাহলে এই পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে কিভাবে খরচ কমাবেন তার কোন লক্ষণ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

স্যার, রাজ্যের উপজাতি এলাকায় কি অবস্থা চলছে—এখানে দ্রাউবাবুরা কান্নাকাটি করছেন—কিন্তু এই উপজাতি এলাকার কি অবস্থা—সেখানে ওদেরই দলীয় পত্রিকা দৈনিক সংবাদে গত ৭ই জানুয়ারী খবর প্রকাশিত হয়েছে—অমরপুর মহকুমার পাহাড়ে গ্রামগঞ্জে কাজ নাই, রেশনে চাল নাই—সেখানে অনাহার এবং অর্দ্ধাহার মানুষের নিত্য সঙ্গী। এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, সেখানে কাজ কর্ম না থাকায় দলে দলে মানুষ ওদেরই উন্নয়ণ কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের বাড়ীতে গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছেন—কিন্তু কাজ তো আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তারা দলে দলে শহরমুখী হয়ে পড়ছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী নগেনবাবু এবং জহরবাবু আছেন উনাদের যারা মন্ত্রীত্বে পাঠিয়েছে আজকে তারার কোন কাজ নাই, তারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। স্যার, সেই আম্পছড়া, পূর্ব সর্বং, ঘুঙ্গিনা, পূর্বমালবাশা, একজনছড়া, সেখানে ঘরে ঘরে স্যার, চলছে অরন্ধন। আজকে তাদের অভাব অভিযোগ শুনার মত কেউ নেই স্যার, যারা এদের মন্ত্রীসভায় পাঠিয়েছেন আজকে তারা পথে পথে ঘোরছেন খাদ্যের অভাবে, কাজের অভাবে। সেখানে পানীয় জল নাই-পানীয় জলের জন্য হা হা কার। আজকে এই মহকুমার খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। আজকে গঙ্গানগর এলাকায় অভয়ারণ্য প্রকল্পে হাজার হাজার উপজাতি জুমিয়াকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে সেখানে তারা জুমচাষ করেছিল সে জুম এখন কাটতে পারছে না। জোট মন্ত্রীসভার মন্ত্রীদের নির্দেশে তাদের জুম কাটা বন্ধ রাখা হয়েছে। কাজেই আজকে এই পরিবারগুলি অন্যত্র যাবার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা স্যার, যাবে কোথায়। এই

পরিবারগুলি ১৯৬২ সালে যখন ডুম্বুর প্রজেক্ট করা হয় তখনও তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল সেই সুখময় সেনগুপ্তের আমলে। আর আজকে আবার তাদের উচ্ছেদের চেষ্টা করা হচ্ছে। এইভাবে স্যার, তাদের ভিটেমাটি ছাড়া করার জন্য এই জোট মন্ত্রীসভা চক্রান্ত করছে। আজকে লংগাই উপত্যকায় হাজার হাজার উপজাতি জুমিয়া দুর্ভিক্ষের কবলে। ইতিমধ্যে কাঞ্চনপুর ব্লকের খেদাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অলগাং এবং নলকিপাড়া গ্রামে তিনটি শিশু সহ স্যার সেখানে ৮ জনের অকাল মৃত্যু হয়েছে অনাহারে। সেখানে যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে আছে দাউচি রিয়াং বয়স-৪, কামরাই রিয়াং বয়স-৭০, মানুভাই রিয়াং বয়স-৭৫, বলিরাম রিয়াং-৬০, শিবরাং রিয়াং-৪, জমবং রিয়াং বয়স-৩৫, সুরেন্দ্র রিয়াং বয়স ৪, শোলায়ারতী রিয়াং বয়স-৪৫।

স্যার, এই খেদাছড়াতে আমরা দেখেছি ১৯৮৯ সালে ২৭ শে জুন সেই দামছড়াতে খাদ্যের দাবীতে ক্ষুদার্ত মানুষ সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু এই জোট সরকারের মন্ত্রীর নির্দেশে সেখানে সেই ক্ষুদার্ত মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালান হয়। সেই গুলিতে তিন জন সেখানে শহিদ হন। আজকে স্যার লজ্জার কথা যে এই জোট সরকারের মন্ত্রীরা সেজন্য একটুও সমবেদনা প্রকাশ করলো না। এমনকি স্যার, একটা তদন্ত পর্যন্ত হয়নি এর জন্যে। এবং সেখানে আজকে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে সেখানে আজকে অনাহার অর্ধাহার চলছে —কিন্তু এই জোট সরকার নিরব দর্শক নিথর হয়ে আছে।

কাজেই স্যার, সে সমস্ত পাহাড়ী এলাকায় অবিলম্বে কাজের ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী)ঃ পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ৪৫ বছরের মানুষ অনাহারে মরেছে—সেটা অসম্ভব—হতেই পারেনা—এইটা অসত্য তথ্য দিচ্ছেন মাননীয় সদস্য।

শ্রীগোপাল দাস ঃ যেখানে স্যার, অনাহারে মানুষ মরছে সেখানে উনারা এই ধরণের কথা বলছেন। লজ্জা করে না আপনাদের।

স্যার সেই জন্য দাবী করছি যে অনাহার-অর্ধাহারভুক্ত অঞ্চলগুলিকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। এবং অবিলম্বে সেখানে ত্রান-সামগ্রী পাঠাতে হবে। স্যার, সেই ক্ষুধাপিড়ীত গ্রামগুলির নাম আমি বলছি ঃ—কাঞ্চনপুর ব্লকের মুনাছড়া, লংগি পাড়া, কাছাড়িয়া, উত্তম জয় পাড়া, বিষ্ণু চরণ পাড়া, শান্তি পাড়া, গৌরাঙ্গ পাড়া, থুমছড়া, শিবনগর, নিতাইনগর, পূর্বরামছড়া, চিনারয় নতুন চন্দ্র পাড়া, ডালছড়া, শরৎচন্দ্র পাড়া, সুশিববাসা, উত্তর লালজুড়ি, সেই ডুম ফরেষ্ট এলাকা সমূহ। স্যার, আজকে আমরা এখানে দাবী করছি যে জোট সরকার সেখানেপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক্। অন্যথায় তাদের দায়িত্ব থেকে তারা সরে যাক্ স্যার আমরা লক্ষ করছি এই অবস্থা সর্বত্র চলছে।

এখানে আর একটা দপ্তরের কথা আলোচনা করতে হয়। সেই দপ্তরটি হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্যের অবস্থাটা কি ? '২০০০ সনের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য।' মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে নেই। স্যার আপনারা সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। রাজ্যের হাসপাতালগুলির অবস্থাটা কি ?

নরকের চেয়ে অধম। আজকে জি. বি, ভি. এম বা রাজ্যের সব কয়টি হাসপাতালের অবস্থাটা কি ? তার থেকে গোয়াল ঘর অনেক ভাল। হাসপাতালে আজকে সেলাইনের সুইছ নেই, বেডিইজ নেই। রোগীকে এগুলি সব কিনে নিতে হয়। অথচ তার জন্য এখানে প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে। স্যার, গত অক্টোবর মাস থেকে হাসপাতালে মাছ বন্ধ রয়েছে। সাধারণত নিচের তলার সাধারণ মানুষরা হাসপাতালে যান। সেখানে যদি তাদেরকে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা না হয় তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি থাকতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ট্রাই টু গেট সর্ট।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—স্যার শিক্ষা দপ্তরের কথা এখানে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা অনেক কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম। কারণ সুধীর বাবু বা সমীর বাবু থেকে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে—উনারা সম্পর্কে এই ধরণের একটা শ্রদ্ধাবোধও ছিল। কিন্তু যেখানে তিনি শিশু খাদ্য বন্ধ করে দেন যেখানে আমরা কেমন করে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারব আর একটা হচ্ছে, পরীক্ষার গণ টুকা টুকির ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই উনার দপ্তর নিতে পারছে না।

স্যার, আর একটি জিনিষ হচ্ছে গড়িয়া পূজার সময় পরীক্ষা গ্রহণ করার ফলে উপজাতি অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে পরীক্ষায় বসা বেশ অসুবিধা জনক। গড়িয়া পূজায় তারা ঠিকভাবে আনন্দ-স্ফূর্তি করতে পারেনা। সেজন্য গড়িয়া পূজার আগেই পরীক্ষা নিলে ভাল হয়।

স্যার, এখানে কতিপয় মুনাফাখোর-লুটেরাদের জন্য যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :—স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ৪ তারিখ যে বাজেট পেশ করেছেন, এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, এই বাজেট সম্পর্কে অনেক ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বলেছেন, এই বাজেট গরীবের জন্য, ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য। আর আমি বলব এই বাজেট ২৪ লক্ষ মানুষকে, মানুষের উপর একটা বিরাট পাথর চাপ দিয়ে ধরা হচ্ছে। এই রাজ্যের মানুষকে তিলে তিলে মারার জন্য এই বাজেট এনেছেন। এটা জনগণের বাজেট হতে পারে না। এই যে বিরাট ঘাটতি, এই রাজ্যে এটা আমরা আর কোনদিন দেখি নি। মোটামুটি অনেকেই বলেছেন প্রায় ২৬৪ কোটি টাকার মত এখানে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে। এই ঘাটতি কি কারণে দাঁড়ালো তার সুস্পষ্ট জবাব মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে নেই। কেন এই ঘাটতি হল ? কেন গত বছর বাজেটে যেখানে বলল ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বাজেট হতে পারে, সেখানে বাজেট ভাষণে কেন আজকে তিন গুণ বেড়ে আজকে সেটা ৩২ কোটি ৩৩ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াল ? তার সুস্পষ্ট জবাব এই বাজেট ভাষণে নেই, দিতে পারে নি। স্যার, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে যে, কাক, কাক হল পাখীর মধ্যে খুব চালাক। এরা যখন খাবার এনে অন্যরা দেখবে বসে ঐ চালের তলে ছনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, চোখ বুজে, যাতে কেউ না দেখে। কাজেই এখন কাকের মতই উনারা যে বাজেট পেশ করেছেন ঐ চোখ বুজে। উনারা

মনে করেছেন চোখ বুজে আছে। তার খাওয়ার জিনিষ বোধহয় কেউ দেখে না। কিন্তু এই ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষতো আর চোখ বুজে নেই। এই বাজেট ঘাটতির পেছনে কিছু যুক্তি আছে, এটা সবাই জানেন। উনারা তো হাওয়ার গাড়ী দৌড়ান গাড়ীতে বসলে পড়ে চোখ বুজে যায়, কিন্তু তার পেছনে যে কয়টা গাড়ী যায়, উনারা দেখেন না। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ গুণে রাখছে কয়টা গাড়ী যায়। কাজেই স্যার, এই বাজেট সমর্থন করা যায় না। অন্যদিকে বলছে করহীন বাজেট। গত বছরও বলেছে করহীন বাজেট কিন্তু এই বৎসরের মধ্যে আমরা দেখেছি অনেক রকম কর বৃদ্ধি করে এই ত্রিপুরার মানুষকে বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

এই ক্রয় কর, পেশা কর, বিক্রয় কর, ট্রেন্সফার কর ইত্যাদি মানুষকে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এমনিতেই ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে সেই মানুষকে দারিদ্র সীমার নীচ থেকে টেনে তোলার যে পরিকল্পনা বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছিল, আজকে সেটা ধুলিসাৎ করে দিয়ে মানুষকে তিলে তিলে মারার জন্য আজকে কোটি কোটি টাকা বাজেটে পাহাড় জমিয়ে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ তিলে তিলে মারার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে স্যার, এই বাজেটের মধ্যে একটা ব্যর্থতাও প্রকাশ পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গত বছরের বাজেট ভাষণে বলেছিলেন যে এর আগের বৎসর ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯০-৯১ ইং বাজেট ১৯ শতাংশ বেশী। এই-বারের বাজেট এ কত শতাংশ বেশী? ১২ পয়েন্ট কেন, এটা হল? আমরা দেখেছি কেন্দ্রে বেনামী রাজীব গান্ধীর সরকার চলছে। এবার ১২ পয়েন্ট কেন? গত বছর ১৯পয়েন্ট পেয়ে এবার ১২ পয়েন্টে গেল কেন? এইবার তো আরো বেশী হওয়ার কথা ছিল। এই দিকেও মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতার প্রমাণ রয়েছে। অন্যদিকে এই যে বাজেট পেশ করেছেন, এটা জোট সরকারের একটা জুটা বাজেট। এটা একটা নির্বাচনী ইস্তাহার। এটার মধ্যে কিছুই নেই। এটা কেন বলেছি স্যার, এখানে রাজ্যে যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ, গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো বামফ্রন্ট সরকার গড়ে তুলেছিলেন, এইগুলি সমস্ত ধ্বংস করে দিয়ে একটা স্বৈরাচারী শাসন কায়েম হচ্ছে, সেখানে একটা পেশী শক্তির হাতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিপন্ন। এই খুন, ধর্ষণ বহু ঘটনা ঘটেছে। আজকেও স্যার, পত্রিকাতে দেখলাম যে এয়ারপোর্টের সামনে মাধবী মালাকার ২২ বছরের একটি কর্মী তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং পত্রিকায় প্রকাশ যে তাকে গণ ধর্ষণ করা হয়েছে। এই হল আইন শৃঙ্খলা।

অন্যদিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এই পেশী শক্তি আজকে কি ব্যবহার করছে, আমি দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমার খোয়াই বিভাগের মধ্যে এস. ডি. ও আজকে রক্ষা পায় না। সেই চতুর্বেদী তার অপরাধ কি? সে চোরা কাঠ ধরেছে বলে এস. ডি. ওর চেম্বারে গিয়ে সেখানে কাঠ পাচারীরা, আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর সোনার টুকরো ছেলেরা এস. ডি. ওকে মারতে যাচ্ছে।

তারপর খোয়াই মুনসেফ ম্যাজিস্ট্রেট সেখানেও তারা রক্ষা পাচ্ছে না, সেখানে জোর করে গিয়ে বলছে আসামীকে এখনই জামিন দিতে হবে, এবং জোর করে জামিন নিয়ে যাচ্ছে আজকে পেশী শক্তি কি ভাবে

আইনের উপর হস্তক্ষেপ করছে। আজকে প্রমাণ হয়েছে সেক্রেটারী থেকে আরম্ভ করে প্রিন্সিপাল পর্যান্ত নির্যাতিত হচ্ছে এই পেশী শক্তির কাছে। অন্যদিকে স্যার, আজকে এই যে গ্রামের উন্নয়ন, আমাদের মন্ত্রী বলেছেন গ্রামীণ বাজেট কিন্তু গ্রাম উন্নয়নের জন্য, এই উন্নয়নের ক্ষমতা কার কাছে দেওয়া হয়েছে ? সেই উন্নয়ন কমিটির কাছে, এই উন্নয়ন কমিটি কে ? আমরা এতদিন বলেছি এটা লুটপাট কমিটি। এমন কোনদিন বাদ যায় না এই উন্নয়ন কমিটির অপকর্ম এই ত্রিপুরাবাসী না জানে। তাই এখন এই লুটপাট কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে উৎপাত কমিটি। কারণ এটা এখন উৎপাতও করে। আর যে চেয়ারম্যান তাদের এখন চোরাম্যান ডাকে। আমি স্যার, দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এই যে সেই দিন খোয়াই-এর বগাবিলের প্রধান রনজিৎ দেববর্মা (কং) চারশ কেজি বরো ধানের বীজ সমস্ত বিক্রি করে শেষ করে দিয়েছে।

স্যার, এই সেদিন মোহনপুর ব্লকের বিজয়নগর গাঁও সভার প্রধান শ্রীমাখন সরকার পুকুর চুরি করছেন। স্যার, জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পে ৪৬ কুইন্টাল ৬৪ কে. জি. ২৪০ গ্রাম চাল ইনি উইথ ড্র করে সমস্ত চাল বিক্রী করে দিয়েছেন। স্যার, পুকুর চুরি ? এটাত হবেই, স্বাভাবিক। এদের আমলে চেয়ারম্যানরা পুকুর চুরি করেন, আর মন্ত্রীরা করেন, সাগর চুরি। শুধু চুরি, চুরি, চুরি। এই বাজেট হচ্ছে, চুরির জায়গা। স্যার, আজকে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বচন যে কবে হবে তার কোন তারিখ নেই, তার কোন একটা ধারণা নেই। আর আজকে লুট-পাট কমিটি, উৎপিরীত কমিটি এদের জন্য আজকে বাজেট। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। আর কি দেখছি, বাজেটে ? দেখছি, এই বাজেট একটা মুষ্টিমেয় সামান্য একটা ভোটের বাজেট। স্যার, জানেন, এই ভোটের মধ্যে কারা আছে ? আছে, মন্ত্রীরা, শাসক-জোটের এম. এল. এ. রা, আছেন, প্রাক্তন এম এল. এ. রা, ঐ চেয়ারম্যানরা, আর আছেন তাঁদের কিছু এ গ্রুপ, বি গ্রুপ, সি গ্রুপে কিছু নেতারা।

মিঃস্পীকার ঃ—সংক্ষেপ করুন।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী ঃ—কাজেই আমি বলতে চাই, এখানে কৃষিমন্ত্রী যে সব বক্তব্য রেখেছেন তা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। স্যার, এবার নাকি এখানে আরো ১০ পয়েন্ট বেশী খাদ্য শস্য বাড়ছে। অর্থাৎ ৫ লক্ষ ২১ হাজার টন খাদ্য শষ্য উৎপাদন হচ্ছে। উনি এটা কার কাছে বলছেন ? মার কাছে মামার বাড়ীর গল্প বলে কোন কাজ হবে ? স্যার, আজকের অবস্থা কি ? স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উত্তর দিয়েছেন, ৬৭টি এল. আই. সি. র স্কীম আছে, ২১টি ডীপ-টিউব-ওয়েল স্কীম আছে, কিন্তু স্যার, একটিও চালু হয় নি। আমি বলছি যে সব চালু ছিল তাও বন্ধ হয়ে আছে। আমার খোয়াই বিভাগে বামফ্রন্টের আমলে ১৭টি এল. আই স্কীম চালু ছিল। স্যার, আজকে তার মধ্যে ৭/৮টি বন্ধ। ডাইভারশান স্কীম এখন পর্যান্ত বন্ধ। স্যার, এ দিকে একটি সীজনাল বাঁধের আজ আর কোন অস্তিত্বই নেই। আপনারা নিজেরা গিয়ে দেখে আসুন। স্যার এমন কি এন. ই সি প্রোগ্রাম—উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রজেক্ট। বিরাট প্রজেক্ট। বামফ্রন্টের আমলে

৩/৪টি প্রজেক্ট কাজ করত। আজকে একটা প্রজেক্টেও কাজ হচ্ছে না। এইত হচ্ছে, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তথ্য। স্যার, আমি এখানে বলছি, একটি প্রজেক্টও চালু নেই। এইযে একটি ওয়াটার শেড প্রকল্প মহারাণীপুরে— এখানে মাননীয় মন্ত্রী আছেন' এই ওয়াটারশেড প্রকল্প দিয়ে আমার ঐ এলাকার ৩ ৪টি গাঁও সভা এবং এ. ডি. সি সহ ৪।৫ হাজার পরিবারে কি সুন্দর পরিকল্পনা হয়েছিল। সেখানে আজ এক ফোঁটা জলকে কাজে লাগান যাচ্ছে না, এক ফোটা মাটিকে কাজে লাগান যাচ্ছে না। ২৪/২৫টি বাগানের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে আজকে কোন জলের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। আর আজকে এখানে আষাঢ়ে গল্প বলছেন ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি সংক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করুন।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—স্যার, আমাকে ১০ মিনিট সময় দিন। স্যার, রাজ্যের সরকার যে সম্পদ নিয়ে স্থায়ী সম্পদ গড়বে সেই সম্পদও আজকে বিদায় নিয়েছে। স্যার, শিল্পের কথা বলতে গিয়ে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এখানে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে শিল্প ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি ? আজকে লক্ষ, দেড় লক্ষ তাঁতীর জন্য এই বাজেটে কি সংস্থান রাখা হয়েছে ? আজকেও পত্রিকায় দেখলাম, ৮ হাজার রাবার শ্রমিকের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকে রাবার বাগান বিদায়। অন্যদিকে ফরেষ্টের কথা বলে লাভ নেই। ৪০ বছরের পুরান বাগান ধ্বংস। স্যার, এদিকে জোটমিলে কি হয়েছে। এই জোটমিল নাকি পুনর্বাসন হচ্ছে। পুনর্বাসন কথাটা আমি বুঝলাম না। এটা নাকি পুনর্বাসন প্রকল্প। এটা চালাকির পুনর্বাসন প্রকল্প। এটা বুঝলেন না, স্যার ? অন্যদিকে স্যার, গত বছরে বাজেটে বলেছিলেন, দৈনিক ৩০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন মিথানল গ্যাস, ৫০ মেট্রিক টন বনস্পতি উৎপাদিত হইবে ১৯৯০-৯১ সনের মধ্যে। কিন্তু কোথায় গেল, মিথানল গ্যাস, কোথায় গেল বনস্পতি ? সব বিদায়।

কোথায় গেল, সেই বনস্পতি কারখানা। আজকে দেখছি এই সরকার এসে সব কিছুকে দিচ্ছে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি তো আজকে এই রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে, এই সেই দিনও মন্ত্রী স্বীকার করলেন, এখন পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তক দেওয়া যায় নি, কারণ স্বরস্বতী প্রেস ত দিতে পারে নি। স্যার, এর থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে এই সরকারের শিক্ষার বা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আদৌ কোন দরদ নাই, একজন শিক্ষা মন্ত্রী হয়ে নিজের দোষটা অন্যের ঘারে চাপাচ্ছেন। তাই আমি মনে করি উনার যদি বিন্দু মাত্র দায়িত্ব থাকতো, তাহলে তিনি এই রকম কথা বলতেন না, এটা একজন অশিক্ষিত লোকের মতই তিনি বলেছেন বলে, আমি মনে করি। কাজেই, এভাবে এই রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই এই সরকার দিনের পর দিন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাই আমি বাজেট সেটা এখানে পেশ করা হয়েছে, তাকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। স্যার, যদু বংশ কি ভাবে ধ্বংস হয়েছে, সেটা সকলেই জানেন এবং এই রাজ্যের যদু বংশের যারা রাজত্ব চালিয়েছেন, তাদেরও ধ্বংস অনিবার্য্য, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের নিজেদের বাঁচার জন্যই এই যদু বংশকে একদিন শেষ করে দেবে, একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৯১-৯২ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই বাজেট সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মহোদয় যে প্রশ্ন তুলেছেন, আমি সেগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। এটা সকলেই জানেন যে আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য একটি সীমান্ত রাজ্য, এই রাজ্যের অনেক সমস্যা আছে এবং ভারতের মধ্যে এই রাজ্য সব দিক থেকে পিছনে পড়ে আছে। আর, এই পিছনে পড়ে থাকারও নানা কারণ আছে, সেগুলির একটি হল ভৌগোলিক অবস্থান।

স্যার, এই পৃথিবীতে দুই রকমের লোক আছে, তাদের মধ্যে এক দল আছে যারা এই পৃথিবীটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, আর এক দল আছে, যারা পৃথিবীটাকে পিছনের দিকে টেনে রাখতে চায়। মাননীয় সদস্য অনিলবাবু এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে আমায় মনে হয়, তিনি বোধকরি দ্বিতীয় দলভুক্ত। কেন না, উনি এন. সি. আর. টি শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি এই এন. সি. আর. টি শিক্ষা ব্যবস্থা এই ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের সামনে যে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে, তা সত্যিই অভূতপূর্ব, কারণ বর্তমান পৃথিবীর অগ্রগতির পিছনে বিজ্ঞান শিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, আজকে সেটা কেউ অস্বীকার করবেন না এবং আজকে এই রাজ্যে যদি আমরা এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করি, তাহলে আমাদের এই রাজ্যেরই যে উন্নতি হবে, তা নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেরও উন্নতি হবে, এই বিষয়ে আমি কেন, এই রাজ্যের যে সমস্ত শিক্ষাবিদ যারা শিক্ষার প্রসারের জন্য উদ্যোগী, তারা সবাই এটা স্বীকার করবেন। আমি নিজে একজন বিজ্ঞানের ছাত্র, কাজেই আমি বুঝি এর প্রয়োজনীয়তা। আজকে যেখানে সারা পৃথিবী বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলি বিজ্ঞানের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে, সেখানে আমাদের ভারতবর্ষ অনেকটা পিছনে পড়ে আছে বলা যেতে পারে আমরা তাদের চাইতে অন্তত: ৪৬ বছর পিছিয়ে আছি। কাজেই পিছন থেকে সামনে এগিয়ে আসার জন্য এই এন. সি. আর. টি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের সামনে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্বেও এটা যাতে এই রাজ্যে ইনট্রোডিউস না করার সে ওকালতী তিনি করেছেন, তাতে আমি বিস্মিত না হয়ে পারি না। বোধ করি উনি একজন আর্টের ছাত্র। কিন্তু মতিবাবু একজন অংকের ছাত্র এবং তিনি অংক করান বলে আমি জানি, কাজেই উনি এর কিছুটা বুঝতে পারবেন, আর সেইজন্যই আমি এখানে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মন্তব্য কোট করছি, কার্ডিন্যাল নিউম্যেয়ার বলেছেন। A man do nothing, if he awaited until he could do it easily and nobody will find any fault what he has done".

আমরা যদি এই মুহূর্তে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করি তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষতি হবে। রাজীব গান্ধী নবোদয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে যাতে ভারতবর্ষের গরীব অংশের মানুষ চলতে পারে সেই জন্য এটা করেছিলেন। এটা মহৎ

উদ্দেশ্য। আমি বুঝি না ষড়যন্ত্রের গন্ধ কেন তারা পাচ্ছেন। এখানে মেখফলের কথা তারা বলছে। মেখফল চেয়েছিলেন একটা চিরস্থায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে। মেখফলের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। এখানে দেখছি ভারতবর্ষে বিশেষ করে বিরোধী দলের বন্ধুরা ইংরাজীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছেন। এটা আখেড়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে। এগুলি বিপদজ্জনক উক্তি। মাতৃভাষায় শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু ইংরাজী ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে ইংলিশ শুড বি দি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। ভারতবর্ষে এখন ছাত্রছাত্রীদের আইকিউ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদেরকে নীচের দিকে ঠেলে রাখলে দেশের সর্বনাশ হবে। দেশে টি. ভি. রেডিও ইত্যাদি চালু থাকায় ছাত্রছাত্রীদের আইকিউ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো দুই একটা জিনিস এখানে লক্ষ করছি বিশেষ করে বিরোধী দলের নেতা এখানে বলেছেন যে টি. ভিতে হিন্দি সংস্কৃতি বেশী প্রচার হচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু সংস্কৃতি এবং অন্যান্য ধর্মের সংস্কৃতির সমন্বয়েই ভারতের সংস্কৃতির মিলন। শুধু হিন্দুইজমে সুর সুরি দিলে মানুষের মধ্যে উগ্রজাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হবে। আরেকটা জিনিস মাননীয় সদস্য বিমল সিংহ মহোদয় তুলেছেন যে চাকমা এবং রিয়াং তপশিলী জাতি এবং উপজাতি কত পার্সেন্ট।

মাননীয় সদস্য বিমল বাবু বলেছেন, চাকমা এবং রিয়াংদের কথা। বলেছেন, উপজাতিরা দুর্বল। অনিল বাবু বলেছেন, তথ্য দেখিয়ে বলেছেন, সারা ভারতবর্ষে কতজন ব্রাহ্মণ কোন্ কোন্ পোস্টে আছেন। আবার কেহ কেহ মুসলিমদের কথা বলেছেন। এসব বলে কি বুঝতে চেয়েছেন? এটা কি শ্রেণী সংগ্রামের শেষ উপাদান? আপনারা কেন ব্রাহ্মণদের কথা বললেন জানি না। তা জানি না, এটা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে কোন বিষোদগার কিনা। কারণ, নৃপেন বাবু ব্রাহ্মণ আপনাদের উপরের স্তরে ব্রাহ্মণ, কেরালার নামরুদ্রপাদ ব্রাহ্মণ। তার বিরুদ্ধে জেলাদ কিনা জানি না। সুতরাং আজকে আপনারা ছায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। এগুলি মার্কসবাদের কথা নয়। এই চিন্তা ধারা থেকে সরে আসুন। কনফিউজমে ভুগবেন না মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, গঠণমূলক চিন্তা ধারা নিয়ে আসুন। আজকে মার্কসবাদ সারা বিশ্ব থেকে সরে গেছে। সারা বিশ্বের কমিউনিজম আজকে ইয়ার কন্ট্রাজিকশানে ভুগছে। রাশিয়া আজকে নতুন করে মুক্তির গান গাইছে। সমস্ত বিশ্বে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিষোদগার চলছে। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব, আপনারা মুক্তির বাতাস নিন। যে বাতাস রাশিয়ার পেরেস্ত্রৈকা আন্দোলন এনেছে, যে বাতাস গ্লাসতনের আন্দোলনের বাতাস এনেছে সেই বাতাস আপনারা সেবন করুন। সেবন করে নতুন চিন্তা ধারায় উদ্ভাসিত হউন এই আবেদন রেখে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মানসীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার। সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখুন।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :—স্যার, আমার ১৫ মিনিট সময় আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯১-৯২ সালের যে বাজেট পেশ করছেন বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য

রাখছি। স্যার, এই বাজেটের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য, গরীব অংশের মানুষের জন্য, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ সাধারণ মানুষের জন্য কোন অর্থ ধরা হয় নি। শুধু ধরা হয়েছে কাদের জন্য ? আমরা জানি আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। যে শ্রেণী শাসকের অবস্থায় থাকে সুযোগ তাদের। যে শ্রেণী শোষিতের অবস্থায় থাকে, তাদের উপর চলে বঞ্চনা, অত্যাচার। এই বাজেটে সেই দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন ঘটেছে। এই প্রতিফলনের মধ্যে দেখতে পাই, মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের অংশ যারা ৩ বছর যাবৎ দেশটাকে চালাচ্ছে। সেই কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের জন্যই এই বাজেট। স্যার, আমি তথ্য দিয়ে বলছি, আমরা দেখতে পাই যে, অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রিতে ১.১২ পারসেন্ট, রি-হেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে যেখানে জুমিয়ারদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন আছে সেখানে, ১.০৯ পার্সেন্ট, ওয়েল ফেয়ার অব সিডিউল্ড কাস্টসে, .৯১ পার্সেন্ট। পঞ্চায়েত রাজে .৭৮ পার্সেন্ট। যে সব দপ্তরগুলি মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করবে সেখানে কমান হয়েছে। কাজেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতার প্যারা ৪ এ বলছেন, অনুৎপাদক ব্যয় নিয়ন্ত্রন করবেন। জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে। পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে কোন জিনিস পত্রের দামই আর নিয়ন্ত্রনের মধ্যে নেই। আমরা দেখেছি, বার্ধক্য ভাতা এবং বিধবা ভাতার সংখ্যা আজ তিন বছরে আর একটিও বাড়ে নি। সারের দাম আজকে দু গুণ বেড়েছে। কোন ভর্তুকী নেই। জীবনদায়ী ঔষধ আজকে নেই। মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্রবাবু বলেছেন, হাসপাতালে লেবাররুমে রোগীকে মোমবাতি কিনে দিতে হয়। আমরা বললেও বলা হয় এইগুলি বানান কথা। একটা বেড পেন পেতে গেলে লাগে এক বেলার জন্য ২ টাকা। এটা অনুৎপাদক ব্যয়। ডি. আর ডি সি. তে রাখা হয়েছে, ০.৩৬ পার্সেন্ট।

স্যার, টি. আর. টি. সি খাতে .৩৬ পার্সেন্ট বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এর অর্থ টি. আর. টি সিকে তুলে দেওয়া হবে। এবং সমস্ত প্রাইভেট ওনারদের বাস দিয়ে দেওয়া হবে। তার জন্য এই খাতে বেশী বরাদ্দ ধরা হয় নি। যে সমস্ত জিনিস গুলি সরাসরি জনগণের কল্যাণে লাগে সেগুলিকে উনারা অনুৎপাদন ব্যয় বলছেন। আজকে দ্রব্য মূল্য ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি। তার মধ্যে মানুষ একটু রিলিফ পেতে চায়। আজকে বিধবা ভাতা, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ভাতা, জীবনদায়ী ঔষধ সমস্ত ক্ষেত্রে আজকে বলা হচ্ছে অনুৎপাদক ব্যয়। তার জন্য এই সমস্ত খাত গুলিতে বরাদ্দ কম ধরা হয়েছে। এই খাত গুলিতে বরাদ্দ ইচ্ছা করলেই বাড়ানো যায়। পুলিশ খাতে অনেক বেশী বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সেখানে একটা রাখার কোন দরকার নেই। সেখান থেকে কেটে নিয়ে এই সমস্ত খাত গুলিতে যেগুলি আমি এখানে উল্লেখ করলাম, সেগুলিতে বাড়ানো যায়। কারণ এই খাতগুলি সরাসরি জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। স্যার, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে কীর্তির কথা আর বলে লাভ নেই। রাজ পরিবারের কোথায় জমি লুকিয়ে আছে, সেগুলিকে খুঁজে পেতেই ব্যস্ত। জনসাধারণকে ভর্তুকিতে জিনিস দেওয়া বা দ্রব্যমূল্য কমানো, নিত্যপ্রয়োজনীয় ১৪ টা জিনিস জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর জন্য কোন কাজ করা হচ্ছে না, কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। স্যার, জোট সরকারের শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতি নীতি কি ? এই জোট সরকার আসার পর দুই শতাধিক শিক্ষক কর্মচারী ইনজুইরড, মার্ডারড হয়েছেন তিনজন শিক্ষক, তার মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষক অজিত রায় চৌধুরীও আছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মহকুমা হেড কোয়ার্টারগুলিতে সমন্বয় কমিটির অফিস তাদের দখলে। কোথাও কোথাও অফিস জোর করে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, কোথাও

আবার সেকিং করা হয়েছে, কোথাও জোর করে দখল করা হয়েছে, শুধু মহকুমা হেড কোয়াটার গুলিই নয়, ব্লক হেড কোয়ার্টার গুলিতেও সমন্বয় কমিটির অফিস জোর করে দখল করা হয়েছে । এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিকার নেই । স্যার, এ. ডি. সি. নির্বাচনের পরে জুলাই মাসে কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া এই সমস্ত জায়গায় সমন্বয় কমিটি ভুক্ত যে সমস্ত কর্মচারী ছিল, তাদেরকে বলা হয়েছে ১২ তারিখে যে মিছিল আছে সেই মিছিলে যেতে হবে, না হলে এলাকা ছাড়তে হবে। জুলাই মাসের ২৮ তারিখে মিছিল আছে, সেই মিছিলে যোগ দিতে হবে, না হলে এলাকা ছাড়তে হবে অস্বীকার করতে পারবেন ? এ.ডি সি ইলেকশানের পর, সরকারের কাছেও এই তথ্য আছে যে ১৬১ জন সরকারী কর্মচারীকে হয় তাদের বাড়ীঘর তছনছ করা হয়েছে, নয় তাদের এলাকা ছাড়া করা হয়েছে। যে ১৬১ জন কর্মচারীকে এলাকা ছাড়া করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে এলাকায় ফিরে যেতে পানেন নি । প্রায় ৪ হাজার শিক্ষক-শ্রমিক কর্মচারীকে ছাটাই করা হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী এখন হাউসে উপস্থিত নেই। তাঁর দপ্তরে ২৭০ জন কর্মীকে ছাটাই করা হয়েছে। আমি নিজে উনার চেম্বারে গিয়ে দেখা করেছি এই ব্যাপারে। তিনি আমাকে বলেছেন-বামফ্রন্টের আমলে নিয়োগ করা হয়েছে, ওরা এখন বিশ্রাম করুক। এখন তারা চলে গেছে। এখন আমরা আমাদের দলের লোকদের নিয়োগ করব। এই কথা বলে তিনি আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

· স্যার, এইভাবে চার হাজার এর মত কর্মচারী ছাটাই করে দিয়েছেন উনারা। স্যার, এই সরকার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন অন্ততঃ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১২ জন কর্মচারীকে। স্যার, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, সাব্রুম, কৈলাশহর, ছৈলেংটা, কমলপুর ইত্যাদি জায়গায় কর্মচারী যারা আছেন তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেছেন নীচে এক হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। এমন কি যারা শিক্ষিকা তাদের হাত থেকে উনারাও রেহাই পান নি। স্যার, টি. জি. এর একজন কর্মচারী উনি এবং উনার স্ত্রী দুজনই চাকুরী করেন কিন্তু এই দুইজনকে বদলী করা হলো একজনকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই প্রান্তে আর একজনকে ত্রিপুরা রাজ্যের ঐ প্রান্তে। উনাদের একজন বিকলাঙ্গ ছেলেও আছে কিন্তু সে জন্য বর্তমান সরকার এতটুকু সহানুভূতির কথাও চিন্তা করেন নি। স্যার, কর্মচারী নেতা দীপক মজুমদারকে এমনভাবে টর্চার করা হলো যে উনাকে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে দেওয়া হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ-- স্যার, আমার তো আরও সময় আছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) —স্যার, এই ভাবে যদি আলোচনা হয় তাহলে হাউস বাড়াতে হবে কারণ যে সময় আমাদের হাতে আছে সে সময়ের মধ্যে শেষ করা যাবে না। আমাদেরও আলোচনা শেষ করতে হবে।

শ্রী মতিলাল সরকার—স্যার, আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার —আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে আপনি বসুন। অনারাবল মিনিষ্টারদের বলতে দিন। আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে পারবেন তো। শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯০-৯১ সালের ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই বাজেট হাউসে পেশ করেছেন। তিনটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে একটি হলো উপসাগরীয় যুদ্ধ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির মদতে বিভিন্ন রাজ্যে যে উশৃংখলতা দেখা দিয়েছে এবং তৃতীয়টি হলো অন্যদিকে আর্থিক অনিশ্চয়তা।

এর মধ্যে আমাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বাজেট রচনা করতে গিয়ে কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। বেশীর ভাগ মানুষ স্যার, এই রাজ্যের গরীব। গরীব মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছেন। সুতরাং এই সীমিত সম্পদ সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করেছেন, তারজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বাজেট প্রণয়ন করতে গিয়ে অর্থ দপ্তর বিশেষ করে লক্ষ্য রেখেছেন জাতি উপজাতি সম্প্রীতি, বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান, ভূমিহীনদের এবং শ্রমিকদের জন্য কাজের বন্দোবস্ত, গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত সম্পদ সৃষ্টি, পানীয় জল সরবরাহ, শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ সম্প্রসারণ করা, এইগুলি দিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নজর রেখেছেন এবং ইতিমধ্যে রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহ এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে রাজ্যে বিশেষভাবে উন্নতি হয়েছে। এই বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বিশেষ করে নজর রেখেছেন যাতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণ হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ এবং অতিরিক্ত জমিতে জলসেচের জন্য এখানে বিশেষ নজর দিয়েছেন তার জন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরোধী দলকে অনুরোধ করব যে শান্তিকামী মানুষের অর্থনীতি, সামাজিক উন্নতি তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি, তার মধ্যে যেন বাধার সৃষ্টি না করেন। মানুষের কল্যাণের কাজে যত তারা বাধার সৃষ্টি করবে তারা ইতিহাসে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। গত ১০ বছর ধরে যা কাজ করছেন, এখানে দাঁড়িয়ে যতই বক্তব্য রাখুন না কেন জনগণ উনাদেরকে চিরদিনের জন্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এইটা উনাদের বুঝা উচিৎ। কাজেই আমি বিরোধী দলের সদস্যদের বিশেষ করে আমার বন্ধু, মুখ্যমন্ত্রীরও বন্ধু অনিলবাবুকে, অনুরোধ করব আপনারা সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিন ভবিষ্যৎ সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য। আমাদেরকে আপনারা সাহায্য করুন। আসুন আমরা পাহাড়ী বাঙ্গালী ঐক্যের জন্য আমরা একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গতকাল মাননীয় বিরোধী দলনেতা যিনি এখন হাউসে নেই নৃপেনবাবু, কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছেন, উনার বক্তব্যের বেশীরভাগ এখানকার পাহাড়ী ভাই ও বোনদের জন্য মায়াকান্না, সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দেওয়া। মহিলাদের ধর্ষণ ধর্ষণ বলে ৯০ বৎসরের একজন বৃদ্ধ, উনি ধর্ষণ ধর্ষণ বলে রব তুলে দিয়েছেন হাউসে। শুধু ধর্ষণ বলেই ক্ষান্ত হননি। উনি সেইক্ষেত্রে বলেছেন মুসলমান রমনীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। এ, ডি, সির নির্বাচনের আগে ২০০ পিস্তলের কথা উনি বলেছেন, বিচার বিভাগের কথা উনি বলেছেন। উনার কয়েকটা পয়েন্টের উত্তর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার অনুমতি নিয়ে আমি দিচ্ছি। প্রথমে মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে, নির্বাচনের সময় পশ্চিমবাংলা থেকে ২০০ পিস্তল আনা

হয়েছিল। হ্যাঁ আমরা এনেছিলাম, লুকোবার কিছু নাই। পশ্চিমবাংলা থেকে আমরা ২০০ পিস্তল শুধু আনেনি, ২ হাজার ৬০৪ টি গুলিও এনেছিলেন। আপনাদের জ্ঞানের জন্য সেটা বলছি। সেগুলি পশ্চিমবাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিবাবু এইখানে পাঠিয়েছেন এ, ডি, সি, নির্বাচনের সময়, আপনাদের প্রার্থীরা আপনারা যারা এই হাউসে আছেন জন প্রতিনিধি, যারা মনে করেন যে পপুলারিটির উচ্চ শিখরে আছেন আপনাদের ক্যাডারদের, আপনাদের হাউসের সদস্যদের, এ, ডি, সিতে যারা সদস্য হয়েছিলেন তাদের রক্ষা করতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার কাছ থেকে ২০০ পিস্তল এবং ২ হাজার ৬০৪ টি গুলি আনতে হয়েছিল। আনা হয়েছিল ২। ৭। ৯০ ইং তারিখে এবং সেগুলি আবার জ্যোতিবাবুর কাছে ২ হাজার ৬০৪ টি গুলি এবং পিস্তল ১৯। ৭। ৯০ ইং তারিখে ফেরত দিয়েছি।

নৃপেনবাবু বলেছিলেন হিসাব দেওয়ার জন্য এই হিসাবটা এ ভিমরতিগ্রস্থ বিরোধী নেতাকে দিয়ে দিবেন, উনি কালকে বলেছিলেন যারা কংগ্রেস ও টি ইউ জে এসের কর্মী তাদের হাতে পিস্তল গেছে। অপনারা ওনাকে বলবেন আমরা একাউন্ট দিয়েছি এই ২০০ পিস্তলের। স্যার, ওনারা বলেছে এই রাজ্যে এ, ডি, সির নির্বাচনের সময় এবং বিধানসভার নির্বাচনের সময় ও লোকসভার সময় রিগিং করেছি। আমি এর আগেও বলেছি রিগিং আমরা করছি কি না ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট তার প্রমাণ দিয়েছে, বলেছে যে, রিগিং হয়নি। আগরতলা ও গৌহাটি হাইকোর্টে দুই তিনটা কেইসে বলেছেন যে রিগিং হয়নি। এ, ডি, সি, নির্বাচনে হারার পর আপনারা রিগিং হয়েছে বলে চিৎকার দিচ্ছেন। এই নৃপেনবাবু বিধানসভার নির্বাচনের আগের দিন বলেছেন যে ত্রিপুরায় সুষ্ঠ নির্বাচন হয়েছে এবং আইন সঙ্গতভাবে হয়েছে এবং নির্বাচনে আমরা জয়ী হব। কিন্তু যখন কংগ্রেস টি ইউ জে এস জয়ী হল তখন থেকে আপনারা চিৎকার শুরু করলেন রিগিং হয়েছে বলে। এইগুলি সব সর্বোচ্চ আদালতে নির্ধারিত হয়েছে রিগিং হয়নি, নিশ্চয়ই গণতন্ত্র যদি আপনারা মানেন নাই, গণতন্ত্রের রামাবলী গায়ে দিয়ে ঘুরবেন যতক্ষণ ততক্ষণ আপনাদের স্বীকার করতে হবে যে ত্রিপুরায় রিগিং হয়নি। এ, ডি, সির নির্বাচনের পর যখন আপনারা রিগিং হয়েছে বলেছেন তখন আমরা পশ্চিম বঙ্গের জ্যোতি বাবুর জমিদারীর লোক জাষ্টিস ডি, এম, সেনকে এখানে এনেছি এবং তাকে বলেছি যদি আপনি বলেন যে এ, ডি, সিতে নির্বাচনে রিগিং হয়েছে তাহলে আমার তা মাথা পেতে নেব। এই রিগিং নামক যন্ত্রই বলুন, আর আপনাদের সন্তানই বলুন এইটাকে ত্রিপুরার জনগণ চিনত না। ১৯৭৮ সালের আপনারা আপনাদের রিগিং-এর মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন, আপনারা কংগ্রেসকে কোন ছিটই দেন নি, আপনারা ১৯৮৮ সালেও রিগিং করেছেন। কিন্তু আমরা করিনি, আমার যদি রিগিং করতাম তাহলে আপনাদের এত সদস্য এখানে থাকত না, রিগিং করলে আমরা আরও কমিয়ে দিতে পারতাম, আমাদের আস্থা আছে ত্রিপুরার জনগণের উপর কাজেই রিগিং করার আমরা বিশ্বাসী নই। স্যার, মুসলমান ও পাহাড়ীদের জন্য তারা মায়াকান্না করে, তারা এইটা জানে না যে ১৯৮৫ সালে সোভিয়েতে কমিউনিষ্ট পার্টির ২৭ তম সম্মেলনে ৫০ লক্ষ সদস্য লেলিন ও স্টালিনের কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছে। ওখানে তারা বলেছে, ওরা ফেস্টুন ও পোষ্টারে দিয়েছে কমিউনিজম মুর্দাবাদ।

এই মার্কসবাদ পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে। আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ বলছে মার্কসবাদ মুর্দাবাদ। তারা বলছে যে, এই কমিউনিজম আজকের যুগে ভয়ংকর। কিন্তু আপনাদের ঘুম এখনো ভাঙ্গেনি।

স্যার, ওরা এখানে মুসলমানদের কথা বলেছেন, আপনারা মুসলমানদের মসজিদ, মাদ্রাসা এবং মকতবের কথা বলেছেন। কিন্তু এই হাউসে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের জিগ্যেস করতে চাই যে, আপনাদের পিতৃভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় মসজিদ কয়টা আছে? স্যার, সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দে ৫ টি মসজিদ, বাকুতে ২ টি, সমরখন্দে ৩ টি মসজিদ আছে। এই হল মসজিদের সংখ্যা রাশিয়াতে। অথচ এই সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের তুলনায় ৫ গুণ বেশী আয়তন। সমস্ত সোভিয়েত রাশিয়ায় মাদ্রাসা মাত্র ১ টি যার নাম হচ্ছে —মিরি আরব। এবং তার ছাত্র সংখ্যা মাত্র—১৩। সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫ কোটি মুসলমান। আজকে আজার বাইজানে কারা বেশী রাশিয়ানরা না মুসলমানরা মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী। সেই আজারবাইজান সোভিয়েত রাশিয়া থেকে চলে যাচ্ছে। কাজাখাস্তানে শ্লাব্‌রা বেশী না মুসলমানরা বেশী? মুসলমানরা বেশী। আজকে সেই কাজাখাস্তানও সোভিয়েত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। লিথুয়ানিয়া—সেখানে শ্লাবরা বেশী না মুসলমানরা বেশী। সেখানেও মুসলমানরা বেশী সেই লিথুয়ানিয়াও আজকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এখানে আপনারা মুসলমানদের জন্য মায়া কান্না করছেন—লজ্জা হয় না আপনাদের !

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, মাননী য়আইনমন্ত্রীর এবং আমায় বক্তব্য শেষ হওয়া পর্যন্ত হাউসের সময় বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ স্যার, ১৯২৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় রেড আর্মী বোখারার আর্মীকে সরিয়ে সেই বোখারাকে সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আজকে আপনাদের জিগ্যেস করতে চাই যে, এই সোভিয়েত রাশিয়ার ১৫ টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে কোন কমিউনিজম আছে? একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার সেণ্টাল গভর্ণমেন্ট ছাড়া একটা রাজ্যের মধ্যে কমিউনিজম আছে, সেটা আপনারা দেখাতে পারবেন না লজ্জা করে না আপনাদের। আপনারা এইখানে কমিউনিজম কমিউনিজম করেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিচার বিভাগ সম্পর্কে কালকে বিরোধী দলনেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী বলেছেন যে, বিচার বিভাগকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চাই। এই সরকার বিচার বিভাগকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চায় না। কিন্তু আপনারা যখন এইখানে ছিলেন এবং নৃপেনবাবু যখন আপনাদের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে, বিচারপতিরা ঘোষ খায়। মাঠে গিয়েও বলেছেন সেকথা। কিন্তু আমরা সে ধরণের কথা বলি না। আমাদের বিচার বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কারণ এই বিচার বিভাগ গণতন্ত্রের একটা প্রধান অঙ্গ। আমরা সেটা করি না সেটা আপনারাই করেছিলেন।

স্যার, গতকালকে বিরোধী দলনেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী এই হাউসে দাঁড়িয়ে 'ল-সেক্রেটারী শ্রী এন, জি, দাসকে বলেছিলেন' হি ইজ্ এ ক্রিমিন্যাল।' স্যার এইটা অত্যন্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার—আমি চাই না একজন অশিতিপর বৃদ্ধ—প্রতিতামহ এই নৃপেন চক্রবর্তীর নামে প্রিভিলেজ মোশান আনতে চাই না। কিন্তু আপনাকে আমি অনুরোধ করবো আপনি উনারে বলুন তিনি যেন এই ল-সেক্রেটারী এন, জি, দাসের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা যেন উয়িদড্র করে নেন্ --নতুবা আপনি এইটাকে হাউসের প্রসিডিংস থেকে একস্পান্স করে দিন। স্যার, আমি এই সম্পর্কে বিধানও বলছি—"Under the general Notes of Proceedures " no allegation of a defamatory or iucriminatory nature can be made by a member against any person unless the member has given prior intimation to the Speaker and taken his permission and has also informed the Minister concerned . "

Sir, although a privillege Motion can be made against the opposition Leader for this remarks but in consideration of his age as I an not inclined to move this motion of Privillege, but would request the Hon'ble Speaker to ask the opposition leader to withdraw his remarks or the Hon'ble Speaker may expunge the remarks (the defamatory remarks) from the proceedings of the House .

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, আমি আমার রুলিংটা দিচ্ছি। প্রিভিয়াস ডেতে যেটা ডিস্কাশান হয়ে গিয়েছে, এখানে আমি দেখব যে, পারলিয়ামেন্টারী প্রেকটিস্ এন্ড প্রসিডিউরে কোন বার না থেকে থাকে দেন আই উইল এক্সপাঞ্জ্।

(ইন্টারাপট)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের সদস্যরা এবং বৈদ্যনাথবাবু পূর্ত বিভাগের সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। আমার সময় অত্যন্ত কম, তাই আমি দু-একটি কথাই বলব। পূর্ত বিভাগে এটা ঠিক যে গত আর্থিক বছরে ত্রিপুরার জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী আমরা সব কাজ করতে পারিনা। তার কারণ হলো বিগত সরকার ১০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং তাদের দেনা মেটাতে মেটাতে আজকে আমরা যে ৯১—৯২ইং- এর বাজেট এই হাউসে পেশ করেছি। কিন্তু পূর্বতন ঋণের দায় থেকে আমরা মুক্ত নই। সেই ঋণের দায় এবং তাদের ১০ বছরের অপকীর্তি এটা আমাদের এখনও টানতে হচ্ছে। যেমন টানতে হচ্ছে টি, আর, টি, সির ১০০ কোটি টাকা। তেমনি পূর্ত দপ্তর থেকে তারা সিমেন্ট-রড ইত্যাদি এনেছেন। তারা বিল্ডিং করেছে। তারা রাস্তা-ঘাট তৈরী করেছে বলে বিল করেছে। কিন্তু আমরা সেই টাকা এখনও দিয়ে উঠতে

পারি নাই। বামফ্রন্টের সরকারের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার এস. পি. টি. ব্রীজ ছিল। একটিও এস. পি. টি. ব্রীজ তারা নতুন করে নাই।

এখানে তারা রিগিং বলে একটা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মিনিস্টার একটু বসুন। জাস্ট নাউ আই এ্যাম টু দি পার্লামেন্টারী প্রেক্টিস্ এন্ড প্রসিডিউর। সো দেয়ার ইজ নো বার টু এক্সপাঞ্জ ইট এন্ড দ্যাট আই এক্সপাঞ্জড্ ইট।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ—থ্যাংক ইউ স্যার।

(ইন্টারাপ্ট্)

(বিরোধী সদস্যবৃন্দ ওয়াক-আউট করেন)

Mr. Speaker :—I can road the matterefor the Satisfaction of the House.

"Normally, expunctions are not ordered, if the matter is not brought to the Chair's notice on the same day on which the words taken objection to are spoken–However there have been instances where expressions brouget to the notice of the Chair on a subsequent day were ordoerded to be expunged from the proceedings".

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, ওরা যেমনি রিগিং নামে একটা দানবকে সৃষ্টি করেছে, তেমনি কংগ্রেস আমলে আমরা ফর্ম ১১ বলে কিছুই চিনতাম না। আমি ৭১-৭২-৭৩ সালে এই হাউসের মেম্বার ছিলাম। তখনকার দিনে কংগ্রেস (আই) মন্ত্রী বা এম. এল. এরা ফর্ম-১১ বলে কিছুই জানতাম না। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর সম্পূর্ণ লুটতরাজ করার জন্য, দলীয় তহবিল বানানোর জন্য, ওদের তহবিল বানানোর জন্য কোটি কোটি টাকা সুনিল চৌধুরী, -বাদল চৌধুরী, নকুল দাস, লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি টাকা তারা নয়ছয় করেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—যদি এম. এন. কাউল এবং এস. এল. সাকদার বিরোধাদের পক্ষ পাতিত্ব করে লেখে থাকেন তাহলে আমার কিছু করার নাই। দে আর দি অথরিটি।

ওরা ফরম্ এলিভেন দিয়ে যুবশক্তিকে অপচয় করেছে। কাজেই, প্রাথমিকভাবে এই সরকার আসার পর স্বাভাবিক কারণে, যেখানে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল যখন ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে যায় তখন রাজ্যের

বেকার ছিল ৪০ হাজার। আর আমরা যখন ক্ষমতায় নেই, প্রায় দেড়লক্ষ শিক্ষিত বেকারকে আমাদের ঘাড়ে ফেলে কোটি কোটি টাকা মেরে চলে গেছে। কাজেই, আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছি ওদের পদাংক অনুসরণ করে আমাদেরও কিছু ফরম্ এলিভেন দিতে হয়েছে। যার ফলে ওদের ঋণ-এর দায় আজকেও আমাদের পোহাতে হচ্ছে এবং আজকেও আমরা সেই ঋণের টাকা আস্তে আস্তে দিয়ে যাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে, মানুষের উপকারের জন্য আমরা কিছুই করিনি। কিন্তু একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট আমরা লিখে দিয়েছি পূর্ত দপ্তর আগামী আর্থিক বছরে কি কি কাজ গ্রহণ করবে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বৈদ্যনাথ বাবু বলেছেন যে কোন পারমানেন্ট এসেটেই আমরা করতে পারিনি গত তিন বছরে। কিন্তু তার হিসাব আমি এখানে দেব না। আমি শুধু এখান থেকে বলব, বৈদ্যনাথবাবু নিচে বসে আছেন মাইক্রোফোন কানে দিয়ে বিরোধী দলের নেতাও বসে আছেন, মুখ্যমন্ত্রী বা আমার গাড়ীটি নিয়ে দেখে আসুন যে হাইকোর্ট করবে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরেছে। কিন্তু হাইকোর্ট হয়নি। এই সরকার ছয় মাসের মধ্যে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে এই পারমানেন্ট এসেটটি করেছে। আমি একটি উদাহরণ দিলাম। ব্রীজ আমরা করছি কি না করছি বৈদ্যনাথবাবু উত্তর জেলার লোক, সেখানে গেলে বৈদ্যনাথবাবু দেখতে পারবেন যে, ব্রীজ আমরা কোথায় কোথায় করেছি। আমি উনার ধামদড়া লুঙ্গা নদীর উপর সেতু আমরা করেছি।

খোয়াইতে পাহাড়মুড়ায় সেতুর কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই. ই. সি স্কীমে আরও তিনটি সেতু আমরা নিয়েছি। ফটিকরায়ের সেতু আমরা এরমধ্যে উদ্বোধন করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী দলের সদস্য বিমল সিন্হা গতকালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন, যে জি. আই. পাইপ কেনা হয়েছে এবং বাদল চৌধুরী বলেছে, যে গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ত দপ্তর, পাবলিক হেলথ ইনজিনীয়ারিং শাখা দুইটি বেসরকারী সংস্থাকে (কেসরাম এবং ইলেকট্রো স্টীল কাস্টিং কোম্পানীকে চার কোটি টাকার পাইপ কেনার বরাদ্দ দিয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার মাধ্যমে ওদের অবগতির জন্য বলছি যে রিসোর্স ডিবিশান গত ডিসেম্বর এর দ্বিতীয় সপ্তাহে শুধু মাত্র ইলেক্ট্রো স্টীল কাস্টিং কোম্পানিকে ডি. জি. এস্. এম. ভির মাধ্যমে এক কোটি পনের লক্ষ একশত একাশী টাকার বরাদ্ধ দিয়েছি। পারচেজ করার নিয়ম হল স্যার ফ্লাড কন্ট্রোল মাইনর ইরিগেশন এম. আই. এফ্. সি, পি. ইচ্. ই, তাদের যে সমস্ত জি. আই হউক সি. আই হউক পাইপ লাগবে সেগুলি ডিফারেন্স রোল ডিভিশান বা এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা কিম্বা এক্জিকিউটিভ ইঞ্জীনিয়াররা তাদের রিকোজিশান থ্রো দ্য সুপারিন্টেণ্ড ইঞ্জীনিয়ার পাঠাবেন রিসোর্স ডিভিশানে। রিসোর্স ডিভিশানে কেন্দ্র সরকারের তিনটি কোম্পানি আছে। এই তিনটি কোম্পানি থেকে যে কোন একটি থেকে একেই দামে এই পাইপ কিনতে হবে। এবং সেই অরডার প্রেস করতে হবে ডি, জি, এস, এম, ভির মাধ্যমে। সরকারের নির্বাচিত যে ফারম সেই ফার্ম থেকে ডি, জি, এস, এম, ভির মাধ্যমে আমরা পাইপ কেনার জন্য এই রিসোর্স ডিভিশানকে বরাদ্দ দিয়েছি। দুঃখের বিষয় হল উনারা চলে গেলেন। যে আমরা কেন্দ্র সরকারের

মাধ্যমে যে রেট সেই রেটে ডি, জি, এস, এম, ডির মাধ্যমে বিরোধী দলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই কেন্দ্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন ফার্ম থেকে উনারা সময়ে মাকালী ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাস্ট্রি থেকে ১৯৮০-৮১ সালে দুই কোটি ৯০ লক্ষ ১৬৫ টাকার পাইপ উনারা কিনে ছিলেন। কেন্দ্র সরকারের নির্বাচিত প্রডিউসার ছাড়া ডি, জি এস, এম, ডি মাধ্যম ছাড়া। ডি, জি, এস, এম ডি ইন্‌স্পেক্টেড ছাড়া কিনতে পারে না।

উনারা ১৯৮০-৮১ সালে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৬৫ টাকার মা কালি ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কিনেছে। ১৯৮১-৮২ সালে আবার মাকালী ইঞ্জিনিয়ারিং ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা। ১৯৮২ সালে নৃপেনবাবুর এক আত্মীয় প্রীতিষ চক্রবর্তীর কাছ থেকে কিনেছে। ২৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকার পাইপ। আমরা তো ডি, জি, এস, এম, ডি-র মাধ্যমে অরডার প্লেস করেছি। রিসোর্স্ ডিভিশন ডি, জি, এস, এম, ডি র মাধ্যমে মাল শুধু এই ত্রিপুরার সরকার পাবে। তাছাড়া এখানে সম্পূর্ণ নিয়ম নীতি মেনে রিসোর্স ডিভিশনে কাজ করেছে। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের আজকের রিসোর্স ডিভিশন এ যার অরডার সেই মন্ত্রী এখানে নেই। কাজেই আমি এর উত্তর দিয়ে দিলাম। আমি আশা করি উনারা বলবেন যে নৃপেনবাবুর আত্মীয় প্রীতিষবাবুকে দেন নাই। মাইন ইঞ্জিনিয়ারকে তারা বলবেন দেন নাই। আমি প্রমাণ করব আরও কাগজ আমার কাছে আছে। উনাদের সময়ে পাইপ কেনার নামে কি করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শুনে অবাক হবেন। ওয়াটার সাপ্লায়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৮৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। আর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি ১৯৮৭-৮৮ সালে নৃপেনবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী সত্যতার প্রতীক নৃপেনবাবু এবং বৈদ্যনাথ মজুমদার তাদের বাজেটে ধরা ছিল ৮৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা।

বাজেটের যে প্রবিশন ছিল, তার সীমা পেরিয়ে তার ৩ গুন বেশী টাকার পাইপ ওরা কিনেছেন। তাই আজকে বলতে হচ্ছে, একি শুনি মন্থরার মুখে- চোরের মায়ের বড় গলা, স্যার, আরবান ওয়াটার সাপ্লাইর জন্য বাজেট প্রভিশন ছিল ৮৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা, আর ওরা পাইপ কিনেছেন ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা বলছে, আমাদের মতিলাল সাহার শিক্ষা গুরু মতিলাল সরকার বলেছেন যে টেনডার ছাড়াই লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ পূর্ত বিভাগ থেকে দেওয়া হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে বিরোধী দলের সদস্যদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে গত ২৫ শে ডিসেম্বর' ৮৯ থেকে আজ পর্যন্ত টেনডার ছাড়া একটি কাজও যদি দিয়ে থাকি, তাহলে তারা সেটা প্রমাণ করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার বলেছেন এবং কোন কোন পত্রিকাতেও নাকি ছাপানো হয়েছে এবং উনি নিজেও তথ্য দিয়ে বলেছেন যে বামফ্রন্টের আমলে নাকি ১১০টা বাস এবং ৫৫টা ট্রাক সচল অবস্থায় ছিল, কিন্তু আমি বলব, এটা ঠিক নয়, আরও বলেছেন যে বর্তমান সরকারের আমলে সেটা কমে গিয়ে ৩৫টি বাস এবং ২৫ টি ট্রাকে এসে দাঁড়িয়েছে। স্যার, আমি আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বামফ্রন্টের আমলে এভারেজ বাস ছিল ১১০ টা এবং আমাদের আমলে ১৯৯০-৯১ তে এসে হয়েছিল ১৩৩ টা এগুলি সচল অবস্থায় অবস্থায় আছে, আবট্রাক ওদের আমল ছিল ৩২ টা

অর ১৯৯০ ৯১ তে এসে হয়েছে ৩৭ টা এগুলি সচল অবস্থায় আছে। কাজেই, অসত্য ভাষণ উনারা দিয়েছেন। ওদের আমলে পেট্রোল খরচ হয়েছে প্রতিদিন ১০০০ লিটার থেকে ১৫০০ লিটার, এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার লিটার। কাজেই এর থেকে বুঝা যায় যে হয় ওরা পেট্রোল চুরি করেছেন, না হয় বিক্রি করেছেন। ১৯৮৭-৮৮ সালে ওরা ১,৪২৭ কিলো লিটার পেট্রোল খরচ করছেন বা বিক্রি করেছেন, ১৯৯০-৯১ সালে আমাদের আমলে খরচ হয়েছে ৯৫৬ কিলো লিটার পেট্রোল বা ডিজেল যাই বলুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ওরা স্পেয়ার পার্টসের কথা বলেছেন, এই আর্থিক বছরে স্পেয়ার পার্টসে আমাদের খরচ হয়েছে ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, আর ওদের শেষ বছরে খরচ হয়েছিল ১৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার স্পেয়ার পার্টস। কাজেই, টি, আর, টি, সি পরিবহন ব্যবস্থা যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের জন্য, যাতে দূর দূরান্ত থেকে পাহাড়ী বাঙালী ভাইয়েরা আসা যাওয়া করতে পারেন, সেই সংস্থার কর্মচারীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য, এসব অসত্য ভাষণ ওরা এই হাউসে রেখেছেন। ওরা নিজেরা, ওদের সময়ে তেল চুরি, স্পেয়ার পার্টস চুরি এবং টায়ার চুরি করতেনেই, আর এসব করার জনাই প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত আমাদের উপর ঋণ রেখে গিয়েছেন, আমরা এখনও তার সুদ দিয়ে চলেছি। প্রতিটি দপ্তরে দপ্তরে ওদের সয়ে সময়ের কোটি কোটি টাকার ঋণ, আমাদের এখনও মিটাতে হচ্ছে, জানি না আগামী দুই বছরেও আমরা সেই ঋণ শোধ করতে পারব কিনা ?

ফলে আমাদের উপর জনসাধারণের যে আশা আকাঙ্খা ছিল শ্রমিক কৃষক দিন মজুর সেটা সবটা পূরণ করতে পারছি না। তার মূলে রয়েছে ঐ চোরগুলি যারা ত্রিপুরার জনসাধারণের মাথার উপর দারিদ্র সীমার নীচে বাস করা লোকদের উপর কোটি কোটি টাকার ঋণ রেখে গেছে। সেইজন্য আমরা আর ত্রিপুরার জনসাধারণের উপর নূতন করে টেক্স বসিয়ে বাজেট তৈরী করতে পারি না। সেই জন্য ঘাটতি বাজেট হয়েছে। এই সরকার ৩১ শে মার্চের মধ্যেই বাজেট পাশ করে যাচ্ছে কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে আমাদের নেতা সুধীরবাবু জানেন যে ওরা এককালীন বাজেট পেশ করতে পারে নি। প্রথমে ভোট অন অ্যাকাউন্স। এককালীন করতে পারে নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন সেই জন্য ধন্যবাদ। আমার আর কিছু বলার ছিল না। আমি এই সংগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের উপর সাধারণ ভাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যারা অনেক কথা বলেছেন যে এটা একটা ডেফিসিট বাজেট এটা কি করে মেক্-আপ করব এবং এই বাজেট না কি ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের কোন আশা আকাঙ্খা কে পূরণ করতে পারবে না। এখানে ৬৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ডেফিসিট আমরা বলেছি। কি করে আমরা মেক-আপ

করব ? গত বছর আমাদের ডেফিসিট ছিল সেটা আমরা মেক-আপ করেছি। গত বছর সেটা আমাদের হিসাবে একটু ভুল ছিল যে আমরা পি. এ. সি থেকে পুনরায় ৬৬ কোটি টাকা পাব। সেখানে তারা মাত্র আমাদেরকে দিয়েছে ১৭ কোটি টাকা। সেই অবস্থায় গত বছর আমাদের ডেফিসিট আরও কম হতো এবং গত বছর আমরা ১৮ কোটি টাকা ইকনমি করেছি। আগেকার বাজেট যদি ডেফিসিট না হতো তা হলে আমরা এবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে পারতাম। স্যার, কি অবস্থাতে আমাদেরকে এই বাজেট পেশ করতে হচ্ছে। মাননীয় রাজ্যপাল উনার ভাষণে বলেছেন যে একটা মৃত প্রায় ইকনমি যেটা সৃষ্টি করেছিল বিগত সরকার। সেটা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। আমরা গত দশ বছর অর্থের এমন একটা গোলক ধাঁধায় ছিলাম সেটা থেকে বেরিয়ে আসা কষ্টকর ছিল।

সত্যি কথা বলতে কি এটা থেকে এখন বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় অনেক কঠিন কাজ। তবু এই সরকার সে কঠিন দায়িত্ব পালন করছে। স্যার, গত ১০ বছরে এই রাজ্যে কি ছিল ? এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা অনেক বলা হয়েছে। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ঐ আগরতলার ব্যইরে সন্ধ্যার পর বেরুতে পারতেন ? কেহ ঘর থেকে বেরুতে পারত ? আজকে তাঁদেরই বল, সত্যিকারের বিবেক থাকলে বলুন, সেই অবস্থা আজকে আছে ? আমি বলছি না, ক্রাইম চলে গেছে। আমি আগেই বলেছি, ১০ বছরের গোলক ধাঁধার, সন্ত্রাসের যে কালচার তৈরী হয়েছিল সেটা থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয় অনেক ঘটনা ঘটছে। তৎ সত্বেও আমরা চেষ্টা করছি। সে সময় প্রায় ৩৭ কোম্পানী প্যারা মিলিটারী ছিল। এই সরকারকে মাত্র ১০ কোম্পানী প্যারা মিলিটারী নিয়ে সেখানে কাজ করতে হয়েছে। এই অবস্থায় অনেক অসুবিধা রয়েছে। আমি বলেছিলম, এ. টি টি. এফ. নামে সন্ত্রাসবাদী দল তৈরী করেন। আমাদের ফোর্সের বেশীর ভাগ এখানে ব্যস্ত থাকে। আমি বলেছি, কেন এ. টি টি. এফ. তৈরী করেছেন। খুন সন্ত্রাস করছে বিভিন্ন জায়গায়। স্যার, একটা প্রতিষ্ঠিত দল, যারা ১০ বছর দেশটা শাসন করেছে তাঁরা আজকে পশ্চিম বাংলা এবং তার বাইরে গিয়ে প্রচার করছে, ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা নেই। এটা কি করে সম্ভব ? স্যার, যারা ১০ বছর এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁরা যদি আজকে খুন সন্ত্রাসের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আইন শৃঙ্খলা ভাঙবার ব্যবস্থা নেয় সেটা দমন করা কাঠন কাজ। তবু এই সরকার কাজ করছে। স্যার, তখন শিক্ষা ব্যবস্থা কি ছিল ? বলতে পারেন সবগুলি ক্লাস হয়েছে ? একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে খাঁচা তৈরী করেছেন। এই তিন বছরে তাঁর রূপ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা নিয়ে অনেকে কথা বলেছেন। অনিল বাবু অংকের কথা বলছেন। আমি বলছি, আমি অংকে ভাল ছিলাম না। যার কারণে আমাকে স্কুল ফাইন্যালে অংকে ফেল কমপার্টমেন্টাল পেয়ে পাশ করতে হয়েছিল। আমি ভাল ছাত্র নই বলে কি আমার মত হবে সবাই ? স্যার, আমাদের প্রিয় নেতা রাজীব গান্ধী বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীতে শক্তিশালী ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে হবে। এরজন্য বিজ্ঞান দরকার। বিজ্ঞানের জন্য অংক দরকার। একটা সুন্দর ভারতবর্ষ গড়ে উঠুক সেটা তাঁরা চাইছেন না। অনিল বাবু অনেক ভাল ছাত্র আমি স্বীকার করছি। আমি চাই, অনিল বাবুর মতই আগামী দিন সব ছাত্র গড়ে উঠুক।

তবে আমরা এও চেষ্টা করব, সবাই যদি অনিল বাবুর মত ছাত্র না হতে পারে, তাহলেও খারাপ তো করতে পারব না। স্যার, নয়া শিক্ষা নীতির কথা হচ্ছে একটি ইউনিফর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষে গড়ে তুলতে হবে। যারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জানবে, যারা নিজের দেশকে জানবে, নিজের অর্থনীতিকে জানবে, যারা নিজের ভবিষ্যৎকে জানবে, যারা আমাদের দেশের কালচারকে জানবে, সিভিলাইজেশন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হবে, যারা এই নারী পুরুষের সমান অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে, যারা বিশেষ করে সীমিত পরিবার সম্পর্কে সচেতন হবে। এটা উনারা চান না।

স্যার, জাতীয় সংহতি মানুষের মনে গড়ে উঠুক এটা উনারা চান না। বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক এটাই উনারা চান। সেটা কোন মতেই আমরা হতে দেব না। নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা—নবোদয় বিদ্যালয় সম্পর্কে উনারা অনেক কথা বলেছেন এখানে। এই নবোদয় বিদ্যালয়ে কারা আসবে। গ্রামের ছেলেরাই যে সমস্ত ট্রাইবেল ছেলে, সিডুয়েল কাস্ট ছেলেরা টেলেন্টেড তাদেরকে ভাল শিক্ষা দেওয়া হবে এই নবোদয় বিদ্যালয়ে। এটা আমরা শুরু করেছি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় সদস্য দশরথ বাবুকে যে উনার কনস্টিটিউন্সি—রামচন্দ্র ঘাটে যে নবোদয় বিদ্যালয় খোলা হয়েছে সেখানে কারা পড়াশুনা করছে? তাদের পারফরমেন্স কি? সেটা উনি দেখেন নি স্যার, ডেফিসিট আমরা কি ভাবে পূরণ করতে চাই। প্রথমতঃ ইকনমিক্যাল মেজার্স আমরা আনতে চাই। ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিশানগুলি থেকে লোন নিতে চাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে। তাছাড়া অনেক ট্যাক্স এরিয়ার হিসাবে পড়ে আছে। সেগুলি কালেকশনের উপর আমরা জোর দেব। অনেক ট্যাক্স না বসিয়েই আমরা বাজেট ঘাটতি পূরণ করেছি স্যার, ১০ বৎসরে উৎপাদন মূলক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। আজকে উৎপাদনের গতিশীলতা আনার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য—এ রাজ্যে যে পতিত জমি রয়েছে টিলা এবং সমতল ভূমি রয়েছে সেগুলির প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে বৎসরের সব সময় কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা আমরা করতে চাই এবং এই ব্যাপারে কিছু কিছু কাজ আমরা পাচ্ছি। স্যার, অনেক ট্রাইবেল কৃষক আছেন যারা এখনও পুরানো কৃষি পদ্ধতিতেই চাষাবাদ করছেন, তাদের মধ্যে আমরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিকতা আনতে চাই। উন্নত প্রথায় যাতে তারা চাষাবাদ করতে পারে তারজন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। বিভিন্ন প্ল্যান্টের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা পুনর্বাসন দিতে চাই। অনগ্রসর লোকদের যাতে আরও সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। স্যার, উনারা সব সময়ে কেসের কথা বলে থাকেন। অনেক কেসের উল্লেখ তাঁরা এখানে করেছেন। আমি শুধু এখানে একটা কেসের কথা বলব, কি ধরণের কেস নিয়ে তাঁরা যশোবন্ত সিং-এর কাছে গিয়েছেন আমি বর্ণনা দিচ্ছি। এটা জিরানীয়া থানার একটা কেস—On 20-7-90 Shri Samar Aidya, Secretary, Sadar Divisional Committee of the C. P. I (M) reported at Jirania P. S. to the effect that on 1-7-90 at about 2230 hours, Sanjoy Singha Roy along with 5 other congress (I) supporters forcibly entered into the huts of Knishna Deb Barma and Maider Ali of Jirania khala and assualted them. The accused

persons also committed rape Sachi Deb Barma, Ayesha Khatoon and Mani Khatoon of above houses. On this complaint Jirania P. S. case No. 23 (7) 90 under section 148/149/447/323/376 IPC. police did not get any evidence in support of rape .

Being examined by the police, all the three victims denied of haveing rape on them as alleged by Shri Samar Aidya. This case is pending investigation. স্যার, সমস্ত কিছু সি. পি. এম অফিস থেকে করা হচ্ছে। কি লক্ষ্যে সেটা করেছেন ? সাংঘাতিক ব্যাপার। এখানে সচি দেববর্মা তিনি একজন ট্রাইবেল মহিলা, আয়েসা খাতুন এবং মনি খাতুন উনারা দুই জনই মুসলীম মহিলা তাদেরকে জড়িয়ে এই সব কেইস আনা হয়েছে। তার অর্থ মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা, ট্রাইবেলদের ক্ষেপিয়ে তোলা। স্যার, এই হচ্ছে উনাদের কেইসের নমুনা। আর সেই সমস্ত কেইস--গুলি নিয়েই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই বিধানসভায় এসে সোরগোল করছেন। অত্যন্ত সাংঘাতিক খেলা উনারা খেলছেন যাতে এই রাজ্যের জাতি, উপজাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে আবার সেই দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এটাই ছিল তাদের লক্ষ্য। স্যার, এখানে উনারা চাইছেন এই রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন করতে। স্যার, আমরা বলতে চাই এই যে জঘন্য খেলা উনারা খেলছেন তা সত্ত্বেও ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ জাতি-উপজাতি বিশেষ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তারা এত প্ররোচনা সত্ত্বেও শান্তি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন তার জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। সীমিত ব্যবস্থা নিয়ে। স্যার, সে দিন উনারা কি বলেছিলেন, অনেক কথা বলেছিলেন, একবার তো তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে আমি যদি উপজাতি হতাম আমি উগ্রপন্থী হতাম। উপজাতিদের তিনি উগ্রপন্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। স্যার, উনি সেই দিন বলেছিলেন অস্ত্র হাতে নিতে হবে এই সমস্ত উস্কানি দিচ্ছেন। এইগুলি কথায় নয় কাজেও হচ্ছে। স্যার, এই সরকার এইগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করছেন এবং সে জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্যার, এই বাজেটে বলা হয়েছে ২৪ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। যারা নিজেরা বলেছে গণতন্ত্রের নামাবলী পড়ে এই রাজ্যের, খুন, দাঙ্গা, সন্ত্রাস এবং বিশেষ করে তাদের কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন, যাদের মধ্যে কেউ কেউ স্যার বলছেন, আমরা এইটা করতে চাইনা, আর বনে জঙ্গলে এই সন্ত্রাসের পথে যেতে চাইনা, অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। স্যার, আপনার মাধ্যমে, হাউসের মাধ্যমে আহ্বান করব যারা অস্ত্র নিয়েছেন তাদের প্ররোচনায়, সেই পথ ছেড়ে দিয়ে, শান্তির পথে, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে আসুন এবং তাদেরও আমরা আহ্বান করব এই পথ ছেড়ে দিন। দেখছেন না সমস্ত কমিউনিস্ট দুনিয়া। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ, সোভিয়েট রাশিয়া, এমনকি চীনেও সেদিন এসেছে। স্যার, দেওয়ালের এই সময়ের লিখনটি আমি তাদের পড়তে অনুরোধ করব। সেই পথ পরিহার করতে তাদের আহ্বান করব। তা না হলে গণতান্ত্রিক মানুষ তার ব্যবস্থা নিতে জানে। গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের ক্ষমতা থেকে ওখানে নিয়ে

দিয়েছে। আগামীদিনে কোথায় যাবে আমি বলতে পারছিনা। স্যার, আজকে সি, পি, এমের কালচার কি ? শুধু এইখানেই নয় পশ্চিমবাংলায় কি হচ্ছে ? স্যার, আপনাকে বলব মহিলার বিরুদ্ধে এই যে বানতলা, সিঙ্গুর কত ঘটনা ঘটছে। যেখানে কমিউনিষ্ট কালচার সেখানেই এই অবস্থা। যাদের সি, পি, এমের মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে, বিভিন্ন মাধ্যমে বলা হচ্ছে। এরা ছেলেধরা, ছেলেধরা বলে তাদের উপর আক্রমণ, নৃশংসভাবে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করছে। সেই অনিতা দেওয়ান। তার উপরে অত্যাচার করে হত্যা করেছে। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার অবস্থা। একই অবস্থা কেরালায়। তাই আমরা দেখছি সেই রাজ্যের মধ্যে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সমস্ত দুনিয়া আজকে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের মুখে এই কথা সাজে না। স্যার, জ্যোতিবাবু তিনি প্রথমে রাজভবনে থাকতেন, তারপর এখন সল্টলেইকে এসেছেন। যে বাড়ীটার নাম হচ্ছে ইন্দিরা ভবন। সেই বাড়ীটার অবস্থা দেখলে সেসেস্কোর যে রাজপ্রাসাদ তার থেকেও অনেক ঐশ্বর্যশালী। বলতে পারেন ইন্দ্রপুরী। তাদের মুখে এই কথা সাজে না। জ্যোতিবাবু বলেছেন তিনি হচ্ছেন মার্কসবাদী লিডার, মার্কসিজমের কথা তিনি আজকে ভাবছেন না, আজকে ভাবছেন কি করে তার ছেলে চন্দন বসু কি করে টাটা, বিড়লা, গোয়েংকার সমকক্ষ হতে পারে। আজকে তাদের মুখে এই সততার কথা সাজে না। স্যার, আজকে যে বাজেট এসেছে এইটা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের বাজেট। যে বাজেট ছিল গোলকধাঁধা তার থেকে বের হওয়ার একটা পথনির্দেশ এবং অনুৎপাদক অর্থনীতি থেকে উৎপাদক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বাজেট ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, গরীবের স্বার্থে, কৃষকের স্বার্থে, শিক্ষক কর্মচারীর স্বার্থে, সর্বশ্রেণীর স্বার্থে। আমি আশা করব বিরোধীরা বিরোধীতার পথ ছেড়ে দিয়ে এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এবং একে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No—184

Name of the M. L. A. : Shri Ratan Lal Ghosh.

Name of the Minister : The Minister-in-Charge of Local Self Government Department.

(প্রশ্ন)

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক বটতলা (Battala) সুপার মার্কেটে নির্মিত স্টল গুলোর জন্য কোন কোন সংস্থার নিকট থেকে টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল এবং এ সমস্ত স্টল গুলো নির্মাণ করতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল।

২। বিভিন্ন সংস্থা থেকে যে ঋণ নেওয়া হয়েছে তার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রতি মাসে কত টাকা সুদ দিতে হয় এবং এখন ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত মোট সুদের পরিমাণ কত।

৩। এ সমস্ত স্টল গুলো বন্টন করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কি,

৪। যদি করে থাকেন তবে কবে নাগাদ স্টল বন্টন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়,

(উত্তর)

১। বটতলা সুপার মার্কেট এ স্টল নির্মাণের জন্য আগরতলা পৌরসভা ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া হইতে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল এবং এ সমস্ত স্টলগুলি নির্মাণ করতে পৌরসভার মোট ৯৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। উক্ত ৪০ লক্ষ টাকার জন্য আগরতলা পৌরসভাকে শতকরা বার্ষিক ১৫ টাকা হারে সুদ দিতে হয় এবং সুদের টাকা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। ১৯৯০ইং সনের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত মোট ১৫, ৮৫, ১৮৫.২৯ পয়সা সুদ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। যত শীঘ্র সম্ভব সুপার মার্কেটের স্টলগুলি বন্টন করার চেষ্টা চলছে।

Admited starred question No. 186

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the T.R.P and P G.P. Department be pleased to States :

(১) Primitive group programme এ যে সকল উপজাতি পরিবারকে Forest land এ Tree Plantation দ্বারা গাছের সকল প্রকার স্বত্বের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে দেবার প্রকল্প ১৯৮৭-৮৮ বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত কার্য্যকরী ছিল, ১৯৮৮-৮৯ বৎসর থেকে তা কার্য্যকরী আছে কি ?

উত্তর—হ্যাঁ আছে।

(২) ইহা কি সত্য যে, Primitive group উপজাতিরা নিজেদের শ্রমে গড়া plantation গুলি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন এবং সকল plantation এর মালিক হয়েছে Forest Department.

উঃ—ইহা সত্য নহে।

(৩) প্রঃ—Primitive group tribal দের পুনর্বাসনের জন্য সরকার বর্তমানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

উঃ—Primitive group Tribal দের পুনর্বাসনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১) প্রত্যেক পরিবারের জন্য ১.৫ হেঃ পরিমিত ভূমির উপর Timber/Fuel fodder অথবা ফলের বাগানের কাজ।

(২) পরিবার পিছু ১ হেঃ পরিমিত জায়গায়, সমষ্টিগত মালিকানায় ফরেষ্ট বাগান তৈরী।

(৩) যেখানে উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যায় সে এলাকায় প্রত্যেক পরিবারকে ০ ২ হেঃ পরিমিত জলাশয় সৃষ্টি করিয়া মৎস্য চাষেব ব্যবস্থা করা :

অথবা

প্রত্যেক পরিবারকে ০.২ হেঃ পরিমিত জায়গা সংস্কার করিয়া চাষাবাদের উপযোগী করে দেওয়া—

(৪) পরিবার পিছু তিনটি শূকর (স্ত্রী) অথবা ৩২ টি হাঁস (২৮ টি স্ত্রী + ৪ টি পুরুষ) অথবা ৩২ টি মোরগ (২৮ টি স্ত্রী + ৪ টি পুরুষ) অথবা তিনটি (স্ত্রী) ছাগল দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ঔষধের বন্দোবস্ত করা।

(৫) প্রত্যেক পরিবারকে বাস্তুভূমির উপর ০.০০৮ হেঃ পরিমিত জায়গার উপর ফলের বাগান করে দেওয়া—

(৬) প্রত্যেক পরিবারকে LBMPS এর মেম্বার করে দেওযা হয় এবং নায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

(৭) পি-জি-পি বেনিফিসারীদের ছেলে মেয়েদের স্কুলের পোষাক তৈরী করে দেওয়া।

(৮) পরিবার পিছু বস্ত্র তৈরীর জন্য ৬ (ছয়) মুটা সুতো সরবরাহ করা।

(৯) কোন বেনিফিসারী ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক হলে ৩০০০ (তিন হাজার) টাকার সাহায্য ও অতিরিক্ত টাকার হলে Bank loan এর ব্যবস্থা করা।

(১০) পরিবার পিছু গৃহ নির্মাণ বাবদ মং ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান দেওয়া।

(১১) জলের জন্য প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

(১২) যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তা ঘাট তৈরী করে দেওয়া।

(১৩) Mobile Medical Units এর মাধ্যমে চিকিৎসার ও বিনা পয়সায় ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করা।

(১৪) সম্ভাব্যস্থলে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

(১৫) শিক্ষার জন্য Balwadi Centre এবং Primary Scheol গৃহ তৈরী করে দেওয়া।

Admitted Starred Question No. 299

Name of the M. L. A. : Shri Samar Choudhury,

Name of the Minister : The Minister-in-Charge of Local Self Government of Department.

(প্রশ্ন)

১। আগরতলা পুরসভা অধিগ্রহণের মেয়াদ বাড়ানোর কারণ ?

(উত্তর)

১। আগরতলা পৌরসভার বর্ত্তমান ১৩ (তেরটি) ওয়ার্ডকে ১৯ (উনিশটি) ওয়ার্ডে ভাগ করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু ভারত সরকারের আদম সুমারী দপ্তরের (Director of Census Operation) নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৯১ ইং সনের আদম সুমারী অর্থাৎ লোক গণনা (Census) সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আগরতলা পৌরসভা এলাকার কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্ধন করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে বলিয়া আগরতলা পৌরবসভার অধিগ্রহণের মেয়াদ বাড়ানো হইয়াছে।

ANNEXURE-"B"

ASSEMBLY UN STARRED QUESTION NO.99

Name of the Member :—Shri Makhan Lal Chakraborty, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১। রাজ্যে সাড়ে সাত কানির উর্দ্ধে জমির মালিকের সংখ্যা কত. (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ মালিকের কাছ থেকে ১৯৯০-৯১ অর্থ বর্ষে কত রাজস্ব আদায় হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। ইহা কি সত্য যে, যে সমস্ত উপজাতি কৃষক (জোতদার) তাহার সমস্ত সম্পত্তি অন্যের হাতে হস্তান্তর হয়ে গেছে, তাহাদেরও খাজনা আদায়ের নামে জোর, জুলুম করা হচ্ছে,

৪। সত্য হইলে সরকার এই ব্যাপারে কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

(উত্তর)

Minister in-charge of the Rev. Department :—Revenue Minister.

১। রাজ্যে পুনর্জরিপের কাজ চলছে। উক্ত জরিপের কাজ শেষ হলে পর সঠিক তথ্য পাওয়া যাইবে।

২। সরকার চার আদর্শ একর পর্যন্ত (নাল ও লুঙ্গার ক্ষেত্রে ১০ কানি এবং টিলা জাতীয় জমির ক্ষেত্রে ৩০ কানি) জমির খাজনা মকুব করেছেন। কাজেই চার আদর্শ একর পর্যন্ত জমির রাজস্ব আদায়ের কোন প্রশ্ন উঠে না।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 100

Name of the Member :—Shri Makhan Lal Chakraborty, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১। রাজ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা কত, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের খাস জমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত অনেক ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবার. পুনর্বাসন প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ পাইতেছে না।

৩। সত্য হইলে যে সব আবেদনকারী মহকুমা শাসকের নিকট নতুন ভাবে আবেদন করেছেন সত্বর তাহাদের অর্থ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা হবে কিনা, এবং গৃহহীনদের মঞ্জুরী অর্থ (১০০০) এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০০. টাকা করা হবে কি না ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Rev. Depart :-Revenue Minister.

১। ১৯৭৮ সনের সার্ভে অনুযায়ী মহকুমা ভিত্তিক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	ভূমিহীন	গৃহহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
সদর	৭১৪৪	৩১২৫	১০,৭৩৮
খোয়াই	৪৮২২	১৭৫৭	৯,১৫৮
সোনামুড়া	২৭৪৩	১১৭৯	৩,২০৯
কৈলাসহর	৪৪৬৪	১১১৭	৪,৩১৩
কমলপুর	১৮৫৩	৯০৭	৫,০৪১
ধর্মনগর	৩৬৬৫	১৪৪১	৪,৬৮১
উদয়পুর	২০৭০	৩৪৪৮	৪,৭৮৭

অমরপুর	১১২২	১৫৯৬	৮,৫৮২
বিলোনীয়া	১১০২	১০৮১	৪,১১৬
সারুম	৯৪০	৫২২	৩,৩৬৪
	৩০,২২৫	১৬,৩১৩	৫৭,৯৮৯

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 130

Name of the Member :—Shri Makha Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Panchayat Department be pleased to state .—

প্রশ্ন

****

১। রাজ্যে লেবার কার্ড প্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

উত্তর

******

১। পঞ্চায়েত দপ্তর কর্তৃক রাজ্যের সবকটি ব্লকে ও সাব-ব্লকে বিলিকৃত লেবার কার্ডের সংখ্যা ২,০৮৬৫৮।

প্রশ্ন

****

২। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে এন. আর. ই. পি ও এস. আর. ই, পি, স্কীমে রাজ্যে কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে এবং ঐ শ্রমিকরা বৎসরে কত দিনের কাজ পেয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

প্রশ্ন

****

২। ক) ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে এন. আর. ই. পি. বলতে কোন প্রকল্প চালু নেই।

খ) ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে পঞ্চায়েত দপ্তর কর্তৃক এস. আর. ই. পি স্কীমে বিভিন্ন ব্লক এলাকাধীন গাঁও পঞ্চায়েত গুলির মাধ্যমে সর্বমোট ৫,৬৫,৮০৬ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

১। পানিসাগর —৩১৪৩১

২।	কাঞ্চনপুর	—৩২২৫৯
৩।	কুমারঘাট	—৩৪০৪৭
৪।	ছাওমনু	—২৩৪৫৪
৫।	কমলপুর	—৩৩২৮৮
৬।	খোয়াই	—২৬২৫৯
৭।	তেলিয়ামুড়া	—৩৩৬১২
৮।	মোহনপুর	—৩৫২৩২
৯।	জিরানীয়া	—৩৮৫৯২
১০।	জম্পুইজলা-টাকারজলা সাব-ব্লক।	—১৪২৪১
১১।	বিশালগড়	—৪৯৩৭১
১২।	সোনামুড়া	—৩১৪৭৯
১৩।	উদয়পুর	—৩৯০০৩
১৪।	অমরপুর	—৩৯০০৩
১৫।	ডম্বুরনগর	—১৫৯৭৮
১৬।	বগাফা	—২৯৭৬৬
১৭।	রাজনগর	—২৭২৫৮
১৮।	সাব্রুম	—৩১৫৩৩
		৫,৬৫,৮০৬

প্রশ্ন

******

৩। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকে গত পূজার ধূতি, শাড়ী স্কীমে কাজ হওয়ার পর থেকে আর কোন গাঁও পঞ্চায়েতে এন. আর. ই. পি, ও এস. আর. ই. পি স্কীমের কাজ হয় নাই ?

উত্তর

****

৩। না মহাশয়

প্রশ্ন

******

৪। সত্য হইলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

****

৪। প্রশ্ন আসে না।

Admitted unstarred Question No .110

Name of the Member :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the planning & Coordination Department be pleased to state.

১। প্রশ্ন ঃ—ডিস্‌ট্রিক্ট প্ল্যানিং বোর্ড বা কমিটি সমূহের কি কি কাজ নির্দিষ্ট হয়েছে,

উত্তর ঃ—ডিসট্রিক্ট প্ল্যানিং বোর্ড বা কমিটির জন্য নিম্নলিখিত কাজ নির্দিষ্ট হইয়াছে :—

১) জেলা ভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় সমীক্ষার দ্বারা তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

২) রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ পরিকল্পনা করার জন্য কিছু নির্দেশ দিয়া থাকে। তাছাড়া জেলা ভিত্তিক ও কতগুলো পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। এই নির্দেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি জেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈয়ারী এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। এই কমিটিকে দীর্ঘ মেয়াদী এবং স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা যাহা বিভিন্ন ব্লক স্তরে প্রয়োজনীয় তাহা রচনা করার ক্ষমতা দেওয়া আছে।

৩। জেলা ভিত্তিক সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ন এবং পর্য্যবেক্ষণ করা।

৪। জেলা ভিত্তিক সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়নের মূল্যায়ন করা।

৫। দক্ষতার অভাবে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় সেই সব সমস্যাগুলি বিবেচনার জন্য রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের কাছে পেশ করার ক্ষমতা দেওয়া আছে।

৬। তাছাড়া সরকারের নির্দেশানুসারে নানাবিধ কাজ এই কমিটিকে করিতে হয়।

২। প্রশ্ন :—এই সকল সংস্থা ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ বৎসরে কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী পেয়েছিল।

উত্তর :—জেলা ভিত্তিক কোন্ কোন্ খাতে ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ সালে কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

(কোটি টাকার হিসাব)

Sector	অনুমোদিত টাকা					
	১৯৮৯ ৯০			১৯৯০-৯১		
	West Dist	North Dist	South Dist	West Dist	North Dist	South Dist.
Agri. & Allied Services	৯ ০৬	৬.৪০	৬.০৭	১১.৮৫	৯.১৬	৮.৭০
Rural Development	২ ৯১	২.১৩	১.৯৭	৪.২৭	৩.১৩	৩.২৯
Special Area programme	—	০.৬৭	১.৮২	—	১.৬০	১.৬৬
Irrigaion & Flood Control	৩.৬৯	২.৭২	৩.৬৩	৩.০১	২.২০	২.১৪
Energy	২.২১	১.৬৬	১.৬৬	৪.১৪	২.৪৮	২.৩৮
Industry & Minerals	৩.০০	০.৬৭	০.৭১	১.৩৫	০.৬৭	০ ৭৭
Transport & Communication	৫.৭১	২.৩৭	৩৯.২	২ ০০	১.২৫	১.২৫
Communication	—	—	—	—	—	—
S & T & Environment	০.০৫	০.০৪	০.০৪	—	—	—
General Economic Services	—	—	—	০.০৮	০.১৪	০.০৯
Social Services	৯.৭৪	৮.৮৪	৯.৭৬	৯.৪৪	৭.৫৮	৭.৭০
General Services	—	—	—	—	—	—
Grand Total :—	৩৬.৩৭	২৫.৫০	২৯.৫৮	৩৬.১৪	২৪.২১	২৭.১৮

Admitted unstarred Question No. 111
Name of the Member :—Shri Samar Choudhury
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Planning
& Coordination Department be pleased to state .

১ নং প্রশ্ন ঃ—ষ্টেট্ প্ল্যানিং বোর্ডের ১৯৯০-৯১ বার্ষিক পরিকল্পনা কোন্ কোন্ উন্নয়ন খাতে কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে এই সকল বরাদ্দের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না ;

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—ষ্টেট্ প্ল্যানিং বোর্ড ১৯৯০-৯১ সালে বিভিন্ন খাতে নিম্নরূপ ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছে ঃ—

(কোটি টাকার হিসাব)

Sector	অনুমোদিত টাকা ১৯৯০-৯১
Agri & Allied Services	৪১.১৩
Rural Development	১৫.৫৮
Special Area Programme	১৭.২৬
Irrigation & Flood Control	১৬.২০
Energy	১৯.৭৭
Industry & Minerals	১৪.২৫
Transport	১৫.৩৬
Communication	০.২৫
S & T & Environment	০.৮৭
General Econmic Services	১ ৫৩
Social Services	৫৬.৩৫
General Services	১.২৫
GRAND TOTAL :—	২০০০.০০

এই অনুমোদিত বরাদ্দের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

২ নং প্রশ্ন ঃ—১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ফিজিক্যাল এবং ফিন্যানসিয়েল ইভ্যালয়েন করা হয়েছে কি (উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কর্মসূচী সম্পর্কে)

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ফিজিক্যাল এবং ফিন্যান্সিয়েল অগ্রগতির তথ্যাদি কোন দপ্তর হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে পাওয়া সম্ভব না। কাজেই মূল্যায়নের প্রশ্ন উঠে না।

৩ নং প্রশ্ন ঃ—যদি করা হয়ে থাকে তবে তার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম।

৩ নং প্রশ্নে উত্তর ঃ—প্রশ্ন—উঠে—না।

Admitted Unstarred Question No. 112

Name of the Member :—Shri Dinesh Deb Beb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state .

QUESTION

১) ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বর্ষে মোট কত টাকার ব্যবসা করেছে এবং কি কি ব্যবসা করেছে।

২) তাতে বর্তমান লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত ?

৩) ঐ সংস্থার কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা কত (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister in-charge of the Co-operative Department

১) ক) ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি কোন প্রকার ব্যবসা করে নাই।

খ) ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে সমিতি মোট ৪,৭১,৬৮৬·৩০ টাকার ব্যবসা করিয়াছে।

গ) ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বৎসরে সমিতি মোট ৮,৯৮,০৬১·৬৭ টাকার ব্যবসা করিয়াছে।

২। বর্তমান বৎসর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত লাভ, ক্ষতির হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

৩। ঐ সংস্থার কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর মোট সংখ্যা ৩৩ জন।

a) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী—৩ জন (এর মধ্যে ১ জন ডেপুটেশনে আছে)

b) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী—৪ জন

c) ডি, আর, ডব্লিও—২৩ জন

D) ফিক্সড বেতনে—৩ জন

মোট—৩৩ জন

Admitted Unstarred Question No. 123

Name of Member :—Shri Samr Choudhury

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Rural Development Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন ব্লকে কৃষিমজুর এর সংখ্যা কত এবং তাদের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

২। ১৯৯০-৯১ বৎসরে কত শ্রম দিবসের কাজ বেকার মজুরদের জন্য সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পে কার্যকরী করা হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

Name of the Minister :— Sri Birajit Sinha

উত্তর :

১ নং প্রশ্নের উত্তর Annexure "A" তে দেওয়া গেল—

ANNEXURE—A

১ নং প্রশ্নের উত্তর :—

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	মোট কৃষি মজুরের সংখ্যা	নারী শ্রমিকের সংখ্যা
১	বিশালগড়	১৯,১২৫	৫,৭৩৭
২	জিরানিয়া	৯৫'৬৬৫	৪,৬৯৯
৩	তেলিয়ামুড়া	১৮,১২৭	৫,৪৩৮
৪	টাকারজলা	৬.০৯৭	১.৮২০
৫	মোহনপুর	১৭,৮৮৪	৫,৩৬৫
৬	খোয়াই	১২,১২৪	৩,৬৩৭
৭	মেলাঘর	১৫.১৬৬	৪,৫৪৯
৮	উদয়পুর	২০,৪৩৬	৬,১৩০
৯	অমরপুর	১৫,৬৬৭	৪,৭০০
১০	বগাফা	১৪,০৩১	৪,২০৯
১১	সাতচাঁদ	১৪,৩৫৫	৪.৩০৬

১২	রাজনগর	১৪,৩৯০	৪,৩১৭
১৩	ডম্বুর নগর	৫,০৫২	১,৫১০
১৪	পানিসাগর	১৬,২৫৬	৪,৮৭৬
১৫	কাঞ্চনপুর	১৭,৩৫৩	৫,২০৫
১৬	ছামনু	১১,৩৮৪	৩,৪১৫
১৭	কুমারঘাট	১৭,৮৩০	৫,৩৪৯
১৮	কমলপুর	১৪,৮১৭	৪,৪৪৫
		মোট—২,৬৫,৭২৮	৭৯,৭১২

২ নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	শ্রম দিবসের হিসাব ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত JRY	SREP
১।	কাঞ্চনপুর	১৮,৮০০	৬৭,০০০
২।	পানিসাগর	৮,৪০০	৮৬,৭০০
৩।	কুমারঘাট	১৭,৩০০	৮৩,৫০০
৪।	ছাঁওমনু	২১,০০০	৪৭,৪০০
৫।	সালেমা	১০,১০০	৭৯,০০০
৬।	ডম্বুরনগর	১৮,৭০০	২২,২০০
৭।	অমরপুর	৬৪,৮০০	৮১,৫০০
৮।	মাতার বাড়ী	২১,৪০০	৯০,০০০
৯।	বগাফা	৪০,৭০০	৬৫,৪০০
১০।	সাঁত চান্দ	১২,০০০	৬০,৯০০
১১।	রাজ নগর	১,৯০০	৫০,৯০০
১২।	বিশালগড়	৬৪,৪০০	৯০,৯০০
১৩।	মোহনপুর	১৯,২০০	৬৫,৫০০
১৪।	মেলাঘর	৪৮,১০০	৮৩,০০০
১৫।	জিরানিয়া	৪১,৫০০	৬৬,৬০০

১৬ ।	তেলিয়ামুড়া	৪১,০০০	৭৪,২০০
১৭ ।	খোয়াই	২৭,০০০	৩৯,১০০
১৮ ।	জম্পুইজলা	১৪,৫০০	২৯,২০০
		৪,৯০,৮০০	৪,৪৮,৫০০

ADMITTED UN-STARRED QUESTION N0. 124.

Name of the Member :—Shri Samar Choudhury,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the
Revenue Department be plased to State :

১। রাজ্যের কোন রেভিনিউ মহকুমার কতজন বর্গাদার ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়েছেন,

২। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ ইং ১লা জানুয়ারী এই রেজিষ্ট্রিকরণের সংখ্যা কত ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Rev. Depart.

১। মহকুমা ভিত্তিক উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল- -

মহকুমার নাম	লোকের সংখ্যা
সদর	১,২৭৮
খোয়াই	২৮২
সোনামুড়া	৪১৬
কৈলাসহর	৩৪৫
কমলপুর	৭৫৭
ধর্মনগর	৪৩৫
উদয়পুর	৬৬৩
অমরপুর	৩৫
বিলোনীয়া	৩৪১
সারুম	৭২
	৪,৬২৪

২) ১৫ জন।

Admitted Unstarred Question No. 127

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ রেভিনিউ মহকুমায় রিভিশন এর সার্ভে কাজের ফাইন্যাল পাবলিকেশন সম্পূর্ণ হয়েছে,

২। কৃষি জমিতে কোন্ মহকুমায় কত সংখ্যক ফেমিলি হোল্ডিং আছে,

৩। এই সকল ফেমিলি হোল্ডিংয়ের উপজাতি এবং তপশীলি জাতির সংখ্যা ১৯৯০ সালের শেষে কত,

৪। ১৯৯০ সালের শেষ নাগাদ কোন্ মহকুমায় কত সংখ্যক ল্যান্ড পাশ বুক দেয়া হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in charge of the Revenue Department.

১। উদয়পুর ও কমলপুর মহকুমা ।

২। উদয়পুর মহকুমায় ৪৮৭টি ভূমির পরিমাণ ৫০০৩'২১ একর ।
কমলপুর মহকুমায় ৭৬৯টি ভূমির পরিমাণ ৫৫৪৪'১১ একর ।

৩। উদয়পুর মহকুমায় ২৮৪ জন উপজাতি ও ভূমির পরিমাণ = ২৬৯১'৯৫ একর
কমলপুর মহকুমায় ২২৬ জন উপজাতি ও ভূমির পরিমাণ = ১৬৯৮'৫৬ একর
তপশীলি জাতি সম্প্রদায়ের তথ্য পৃথকভাবে রাখা হয় নাই ।

৪। এখন পর্যন্ত কোথাও পাশ বই দেওয়া হয় নাই।

Admidded Unstarred Question No . 131

Name of the Member :—Shri Badal Chowdhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state .

QUESTION

১) রাজ্য সমবায় দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন LAMPS, PACS এবং জে, সি, আই (Jute-Corporation of India) মাধ্যমে ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং বর্তমান আর্থিক বছরে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

পাটচাষীদের কাছ থেকে কতটি ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কত পরিমাণ পাট খরিদ করেছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

২) ইহা কি সত্যি কিছু সংখ্যক ফড়িয়া ও মহাজনদের চাপে সমবায় দপ্তর বর্তমানে পাট কেনা বাদ রেখেছে ?

ANSWER

Minister in charge of the Co-operative Department .

১) ১৯৮৮-৮৯ ইং বৎসর ৭ (সাতটি) ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৫৩.৯৯৫ কুইন্টল পাট খরিদ করেছে, ১৯৮৯-৯০ ইং বৎসরে ৬ (ছয়টি) ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৪৫.৬৮ কুইন্টাল পাঠ খরিদ করেছে এবং বর্তমান আর্থিক বছরে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৮০০ (দুই-হাজার আটশত) কুইন্টল পাট খরিদ করেছে এবং এর সবটাই বাণিজ্যিক ক্রয় (Commercial Purchase)

২) এ রকম তথ্য জানা নাই।

Addmitted Unstarred Question No. 136

Name of the Member :— Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in charge of Rural Development Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে গ্রামীণ বেকারদের কাজের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন এবং

২। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে এই সকল প্রকল্পে ব্লক ভিত্তিক কত টাকা মঞ্জুর করেছেন, (৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত)

৩। একই অর্থের মধ্যে মজুরী বাবদ শতকরা কত ভাগ অর্থ ধরা হয়েছে,

৪। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে বাজেট অনুসারে গ্রামীণ কাজের খাতে মোট কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল ?

Name of the Minister :—Shri Birajit Sinha .

উত্তর ঃ

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে গ্রামীণ বেকারদের কাজের জন্য রাজ্য সরকার দুইটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন যথা (১) JRY এবং (২) SREP .

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে এই সকল প্রকল্পে ব্লক ভিত্তিক কত টাকা মঞ্জুর করেছেন (৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত) তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(লক্ষ টাকা হিসাবে)

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	অর্থ মঞ্জুরের পরিমাণ	
		JRY	SREP
১।	কাঞ্চনপুর	৭,২৫০	১৬,২৫
২।	প্যানিসাগর	১১,৫০০	১৬,২৫
৩।	কুমারঘাট	১৪.২০০	১৭,৮১
৪।	ছাওমনু	৯,৫০০	১২,০০
৫।	সালেমা	৯,৬৫৫	১৫,৫০
৬।	ডম্বুরনগর	১৩,১৭৩	১০,০০০
৭।	অমরপুর	২৮.২৫২	২২,৪৫০
৮।	বগাফা	২৪,৪৫৩	১৮,৫৫০
৯।	সাঁতচান্দ	২১,২৪৭	১৬,৭৫০
১০।	রাজনগর	১৮,৬৮৫	১৩,৮০০
১১।	মাতারবাড়ী	৩৮,২৪৬	২৫,৪৫০
১২।	বিশালগড়	৫৭,২১	৩২,৩৩০
১৩।	মোহনপুর	৪২,৩২	২৩,৮৯০
১৪।	মেলাঘর	৩৭,২৪	২১,০৯০
১৫।	জিরানীয়া	৩৮,২৫	২১,০৯০
১৬।	তেলিয়ামুড়া	৩৪,৮৮	১৯,৬৯০
১৭।	খোয়াই	২৪,৫৯	১৪,০৫০
১৮।	জম্পুইজলা টাক্কারজলা	১৪,৮০	৮,৪৪০
	মোট	৪৪৫,৪৫১	৩২৫,২৯০

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

এই অর্থের মধ্যে মজুরী বাবদ ৬০ শতাংশ অর্থ ধরা হয়েছে JRY প্রকল্পে এবং ৮৫ শতাংশ অর্থ ধার হয়েছে SREP প্রকল্পে ।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে বাজেট অনুসারে গ্রামীণ কাজের খাতে SREP তে ADC সহ মোট ৫ কোটি টাকা এবং JRY তে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অংশ সহ মোট ৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল।

Admitted Unstarred Question No. 146

Name of the Member :—Shri Mati Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯০–৯১ আর্থিক বছরে গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে বাজেটে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল,

২। এর মধ্যে ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত কি পরিমাণ অর্থ ব্যায় করা হয়েছে,

৩। ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত কোন ব্লকে কত শ্রমদিবস করা দেয়া হয়েছে ?

Name of the Minister :—Sri Birajit Sinha.

উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে বাজেটে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা।

২ নং প্রশ্নর উত্তর ঃ—

১৯৯০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে মোট ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৪ শত ৪৩ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	শ্রমদিবসের হিসাব ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত	
		JRY	SREP
১।	কাঞ্চনপুর	১৮,৮০০	৬৭,০০০
২।	পানিসাগর	৮,৪০০	৮৬,৭০০
৩।	কুমারঘাট	১৭,৩০০	৮৩,৫০০
৪।	চাওমনু	২১,০০০	৪৭,৪০০

৫।	সালেমা	৯০,৯০০	৭৯,০০০
৬।	জবুরনগর	১৮,৭০০	২২.২০০
৭।	অমরপুর	৬৪,৮০০	৮৯,৫০০
৮।	মাতারবাড়ী	২৯ ৪০০	৯০,০০০
৯।	বগাফা	৪০,৭০০	৬৫,৪০০
১০।	সাতচাঁদ	১২,০০০	৬০,৯০০
১১।	রাজনগর	১,৯০০	৫০,৯০০
১২।	বিশালগড়	৬১.৪০০	৯০,৯০০
১৩।	মোহনপুর	১৯.২০০	৬৫,৫০০
১৪।	মেলাঘর	৪৮,১০০	৮৩,০০০
১৫।	জিরানিয়া	৪২,৫০০	৬৬,৬০০
১৬।	তেলিয়ামুড়া	৪৯ ০০০	৭৪,৩০০
১৭।	খোয়াই	২৭,০০০	৩৯,১০৯
১৮।	টাকারজলা জম্পুইজলা	১৪,৫০০	২৯,২০০
		মোট :—৪,৯০ ৮০০	৪,০৮,৫০০

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 194

Name of the Member :—Shri Diba Ch. Hranngkhawl,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১) ইহা কি সত্য যে Land restoration খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্বেও restoration এর কাজ বন্ধ আছে।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি এবং

৩) যদি সত্য না হয়ে থাকে তাহা ১৯৮৯-৯০, ৯০-৯১ পর্যন্ত কোন্ মহকুমায় কতটি restoration case নিষ্পত্তি হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

(উত্তর)

১) না, মহাশয়।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা—৪৯৭

উত্তর ত্রিপুরা— ৫

দক্ষিণ ত্রিপুরা—১৭১

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House, Agartala at 11 A. M. on Wednesday the 13th February, 1991 at 11 A M.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath Speaker, in the Chair. The Chief Minister, the Deputy Speaker, Seven Ministers, nine Ministers of State and 35 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১৮,

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, Admitted Question No-218.

—: Question :—

1 Is it fact that, as per Memo No. F. 29(1)-GA/77(1) dated 19th Feb. 1977 reservation for S. T. & S. C. in service of all categories are not being followed by the State Govt.

2. Is it also a fact that in the case promotion of T C.S Gr 1 & 11 the reservation quota for S. T & S C are not followed by the State Govt.

3. If these are true, the reasons of not being followed the same ?

Answer

1) No, Sir

2) No Sir, Appointment of TCS Gr-II Officers in TCS Gr. 1 is allowed on completion of specified years of service in TCS Gr. II subject to availability of vacancies in TCS Gr. 1 and in order of merit with due

regard to seniority.

3) Does not arise,

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নো স্যার বলেছেন, কিন্তু এইটা আমি জানি যে অর্ডারে পরিস্কার লেখা আছে, আমার কাছে তার কপি আছে, তাতে লেখা আছে— Percentage of reservations against promotion quota for Sch. Tribe and Sch Caste candidates should be equivalent to the percentage of reservation in the matter of direct recruitment with immediate effect inrespect of all categories of posts under this Government. এট পরিস্কার লেখা আছে, এইটা যদি হয় তাহলে এখন আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা ঠিক নয়। যদি পারসেনটেজ অল কেটাগরিস সিনিয়রিটি বাই প্রমোশন এইটা এক জিনিষ নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এইটা বলবেন কি না যে, সিনিয়রিটি এবং প্রমোশন ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এইটা এক নয়। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান কমিশনে ৮০ জন যদি হয়ে থাকে, তাতে এস টি ২৪ জন আর এস সি ১২ জন আর এতে আছে মাত্র ৬ জন আর ৯ কি ১০ জন এই রকম সামথিং। যদি তাই হয় তাহলে এখানে ফলো করার প্রমাণটা কোথায়, এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না অথবা খতিয়ে দেখবেন কি না ?

Sri Sudhir Rn. Majumder (Chief Minister): Sir, while Tripura was a Union Teritory, the percentage of reservation in services for scheduled Tribes was 7½ and hat of scheduled caste was 15%. Tripura attained Statehood on 21st January, 1972

After the attainment of Statehood the State Government prescribed 29% reservation for Scheduled Tribe and 13% reservation for Scheduled Castes (Subsequently increased to 15% w. e. f. 21.9.83 in case of Sch. Castes) against direct recruitment w e f 13th September, 1974, Similar reservation for Scheduled Tribes and Sch. Castes was prescribed against promotion quota w e f 9th February 1977.

In the cadre schedule of T C S Rules, there is no post mentioned for TCS Grade I, TCS grade I is selection Grade which is allowed to a member of TCS Grade-II on completion of specified years of service in TCS Grade II subject to availability of vacancies and in order of merit

cum seniority. In allowing Selection Grade, reservation is not applicable. For instance, in the last order allowing TCS Grade-I from TCS Grade II Officers out of 5 officers, 3 were ST 1 SC and 1 General. The last order was issued on 2nd February, 1990, In the earlier order allowing TCS Grade I out of 75 officers 13 were ST 7 SC and 55 General.

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে আমি যতটুকু জানি য়ে, এস, টির ক্ষেত্রে ৮০ জন এর মধ্যে ২৪ জন এর কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কিন্তু সেটা মাত্র ১২ জন আছে। আর এস, সি, এর ক্ষেত্রে মাত্র ৫ থেকে ৬ জনের মত আছে। কাজেই এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে সিনিয়রিটির ক্ষেত্রে এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে এই হান্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার ফলো করার জন্য এইটা বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট মানছে না, এবং মানছে না বলেই আজকে এস, টি, এবং এস, সি, কর্মচারীদের কেইস করতে হয়। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন তা ঠিক নয় কারণ সব ডিপার্টমেণ্ট এইটা ফলো করছে না, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো বলেছি শুধু টি, সি, এস, যারা তাদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র টি, সি, এস, রুলস অনুসারে হয়। সেখানে তাদের রিক্রুটমেণ্ট হান্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার অনুসারেই হয়। আর প্রমোশনেরক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে টাইম স্কেল-অর্থাৎ সেটা হচ্ছে সিলেকশন গ্রেড যেটা টিচারস্‌দের ক্ষেত্রে ও চালু করা হয়েছে। এবং সেই সিলেকশন গ্রেডে প্রমোশনের জন্য একটা স্পেসিফাইড ইয়ারস্‌ অব্‌ সার্ভিস থাকতে হয়। এবং সেই স্পেসিফাইড ইয়ারস্‌ অব্‌ সার্ভিস থাকলে পরে সেখানে মেরিট কাম্‌ সিনিয়রিটি হিসেবেই প্রমোশন দেওয়া হয়।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, টিসি, এসদের ক্ষেত্রে, এস, সি ও এস, টিদের কোটা ঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। স্যার, গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার মিনিস্ট্রি অব হোম এফেয়ার্স থেকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, এস, সি ও এস, টিদের মধ্য থেকে অফিসার ডি, পি, সিতে রাখতে হবে। এই ইনস্ট্রাকশান এখানে ঠিকভাবে ফলো করা হচ্ছে না, এটা সত্য কিনা ? আগামীদিন থেকে তাদেরকে রাখা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। ডি, পি, সিতে এস, সি এবং এস, টিদের প্রতিনিধি রাখা হয়। আগে ডি, পি, সিতে এস, সিদের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। এবার সেটা নেওয়া হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান নিজে এবং জন এস, টি। এবার কোটা বাড়িয়ে একজন এস, সি, কে নেওয়া হয়েছে।

শ্রী নকুল দাসঃ- সাপলিমেন্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার :- নো, অনেক হয়েছে। আর নয়।

শ্রী নকুল দাস :- স্যার একটি সাপলিমেন্টারী।

মিঃ স্পীকার :- নো, মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রী নকুল দাসঃ- স্যার, আমার সাপলিমেন্টারীটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী, আপনি আপনার প্রশ্নের নাম্বার বলুন। মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাসকে অনুরোধ করছি বসে পড়ার জন্য।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :- স্যার, উনাকে একটা সাপলিমেন্টারী করতে দিন।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে তাদের প্রতিনিধি রাখার ব্যাপারে যে কোন জায়গা থেকে, ডিপার্টমেন্ট থেকে আসতে পারে। সেটা কোন প্রশ্ন নয়।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৩।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব).

২। বর্তমান আর্থিক বছরে নূতন কোন হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি এবং থাকিলে কোথায় কোথায় করা হবে,

৩। খোয়াই বিভাগের কল্যানপুর গ্রামীন হাসপাতালের শয্যা বাড়ানো ও বাউণ্ডারী ওয়াল সহ কোয়ার্টার নির্মানের প্রস্তাব কবে পর্য্যন্ত কার্যকরী হবে ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে গ্রামীণ হাসপাতাল. পি, এইচ, সির সংখ্যা ৮ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব :-

গ্রামীণ হাসপাতালের নাম	বিভাগ
কাঞ্চনপুর	ধর্মনগর
কুমারঘাট	কৈলাসশহর
তেলিয়ামুড়া	খোয়াই
কল্যানপুর	খোয়াই
জিরানীয়া	সদর

বিশালগড়	সদর
টাকারজলা	সদর
নতুনবাজার	অমরপুর

২। কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। কল্যানপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে। বাউণ্ডারী ওয়াল এবং অতিরিক্ত কোয়ার্টার নির্মানের প্রস্তাব বর্তমানে নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন যে, কল্যানপুর হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কবে পর্যন্ত কার্য্যকরী হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা স্যার, দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে, বাউণ্ডারী ওয়াল এবং কোয়াটার নির্মানের পরিকল্পনা নেই এটা খুবই দুঃখের কথা কারণ, সেখানে প্রসূতি মা বোনদের বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকার দরুন খুবই অসুবিধা হচ্ছে, এবং দীর্ঘদিন যাবৎ বলা সত্ত্বেও এটা হচ্ছে না। তাই এইসব সমস্যার দিকে চিন্তা করে এটা অতিশীঘ্র হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এটার উত্তর গতবারও দিয়েছি। যে আর্থিক সংকুলান হলে পরেই কোয়াটার এবং শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত বছরও বলেছেন হবে, এই বার বলেছেন হবে, কিন্তু আমরা এর থেকে কি আশা করতে পারি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা পি,ডাব্লিউ, ডিপার্টামেণ্টের কাছে ইস্টিমেট পাঠিয়েছি। সেটা হলে পরেই আমরা সেটা করব।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এ,ডি,সি এলাকায় কাঞ্চনপুরে একটি মাত্র হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের বিছানাপত্র এবং বেডকাভার এইগুলি সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সেখানে কোন বেডপেন নেই। একস্‌রে মেশিনটি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, এই সব দিকে সরকার নজর দিচ্ছেনা।

সেখানকার একস্‌-রে মিশিনটি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে বারবার বলা সত্ত্বেও এটা ঠিক করা হচ্ছে না। হাসপাতালে জলের ভীষন কষ্ট কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেই। এই সমস্ত সমস্যাগুলির কি ব্যবস্থা করেছেন ? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যে অভিযোগ করেছেন তা ঠিক নয়। সেখানে জলের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, জিরানীয়া রোরাল হাসপাতালে

একস্-রে মেশিন এখন পর্যন্ত বসানো হচ্ছে না কেন এবং ডাক্তারদের কোয়ার্টার তৈরী হয় নি দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। যার ফলে সেখানে চিকিৎসার অসুবিধা হচ্ছে। কতদিনের মধ্যে একস্-রে মেশিন বসানো হবে এবং ঋষ্যমুখ হাসপাতালটি চালু করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, উনি যে জিরানীয়া হাসপাতালের কথা বলেছেন সেটি আমরা পি, ডব্লিউ, ডি কে আমরা বলব। আর উনি যে এক্স-রে মেশিনের কথা বলেছেন, সেই রকম খবর আমাদের কাছে নেই। তবে কখনো কখনো কোন এক্স-রে মেসিন অকেজো হয়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পোর্ট্যাবল্ এক্স-রে মেসিন পৌছাইয়া দেই। আর ঋষ্যমুখের কথা যে বলেছেন হাসপাতাল এই ফাইন্যান্সিয়েল ইয়ারে আমাদের কাছে কোন পরিকল্পনা নেই। তবে আগামী ফিন্যানশ্যল ইয়ারে সেই পরিকল্পনা করা যায় কিনা আমরা দেখব।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারী হল জোলাইবাড়ী হাসপাতাল বাউণ্ডারী। মাখন বাবু ঠিকই বলেছেন আমাদের ফাইনেন্সিয়াল দরকার। আমি বিগত দিনে অনেক বার সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু কোন সোরাহা হয়নি। জোলাইবাড়ী হাসপাতালের বাউণ্ডারী ওয়াল নেই। সেই বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকাতে, বিগত দিনের এম, পি শ্রী নারায়ন করের আত্মীয় দখল করে রেখেছেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবশ্যই জানেন। এবং জানা আছে। আমি অনেক বার গিয়েছিলাম কিন্তু কোন সোরাহা করতে পারিনি। আমি এটাই জানতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী দখলকারী কে উচ্ছেদ করে হাসপাতালটিকে সুস্থ ভাবে চলতে দিবেন কিনা।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, জোলাইবাড়ীর বাউণ্ডারীর ব্যাপারে আমরা বিলোনীয়ার এস, ডি, ও কে লিখিত ভাবে জানিয়েছি, যাহাতে বাউণ্ডারীটি দিমার্কেট করে দেওয়া হয়। এবং কমপক্ষে বাঁশের বাউণ্ডারী দিয়ে যাহাতে দিমার্কেট করা যেতে পারে। তবে এখন দখল করে রেখেছেন সেই রকম খবর এখন আমার কাছে নেই।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :- স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই তথ্য জানিয়েছেন যে, বর্তমান আর্থিক বছরে কোন হাসপাতাল ঘরস্থাপনের পরিকল্পনা নেই। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই তিনটি বছর কেন কোন হাসপাতাল নির্মান করার পরিকল্পনা নেই ? উপরে সিটে যত রোগী থাকে তার বেশী ফ্লোরে থাকতে হয়। তাই সেখানে কোন শয্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? এবং কোয়াটার বানানো, নতুন এম্বুলেন্স এর কোন ব্যবস্থা করেছেন কিনা। এবং কখন করা হবে সেই তথ্যটি জানতে চাই ! ১। কি কারণে গ্রামীণ হাসপাতাল বৃদ্ধি করা হচ্ছেনা, ২। মধুপুরে সীট কখন বাড়ানো সম্ভব হবে।

কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন, তাতে আমি বলছি যে, আমাদের ১০টি গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রায় কমপ্লিশানের পথে এবং আরও ২০টি আণ্ডার কনস্ট্রাকশন অবস্থায় আছে। এছাড়া আরও ৩১টি সাইট সিলেকশানের অপেক্ষায় আছে এবং এসবগুলিই আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন রুর‍্যাল এরিয়াতেই হচ্ছে। আর কাতলামারা সম্পর্কে যেটা বলেছেন, সেটার প্রশাসনিক এ্যাপ্রুভ্যাল দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আশা করা যায় যে আগামী আর্থিক বছরে এটার কাজ শুরু করা যাবে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, শ্রীজিতেন্দ্র সরকার।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :- স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০১।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :- স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০১,

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ও সাব সেনটারে কতজন ডাক্তারের অভাব আছে?

২। রাজ্যে বর্তমানে এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক পাশ করা কতজন ডাক্তার বেকার আছেন?

৩। উক্ত বেকার ডাক্তারগণকে চাকুরীতে নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। রাজ্যের কোন হাসপাতালেই ডাক্তারের অভাব নেই। উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার দেওয়ার কথা নেই, তবু ১১০টি পুরাতন ডিসপেনসারিতে ডাক্তার আছে।

২। পাশ করাসরকারী নমিনি ডাক্তারের সংখ্যা এ্যালোপ্যাথিক ৪১জন, হোমিওপ্যাথিক ১৭জন এবং আয়ুর্বেদিক ১০জন।

৩। নতুন পদ সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :- মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এ্যালোপ্যাথিকে ৪১জন, হোমিওপ্যাথিকে ১৭জন এবং আয়ুর্বেদিকে ১০জন পাশ করা ডাক্তার আছেন। কাজেই আমার প্রশ্ন হল, তাদের নিয়োগ করার বাধাটা কোথায় এবং যে ১৭জন হোমিওপ্যাথ পাশ করা বেকার ডাক্তার আছেন, তাদের মধ্যে কতজন ডিপ্লোমা হোলডার আছেন এবং তাদের কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে, অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :- স্যার গভর্ণমেণ্ট নমিনিরা সাধারণত: ডিপ্লোমা হোলডারই হয়ে থাকেন. তাদের আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে নিয়োগ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ৩০৪।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ৩০৪,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মোহনপুর ব্লকের অধীন একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতাল হিসাবে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে সেটি কোথায়, কবে নাগাদ এই সিদ্ধান্তটি কার্য্যকর করা হবে ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে সরকার মোহনপুর ব্লকাধীন কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন।

২। পূর্ত দপ্তর হইতে নির্মাণ কার্য্যের জন্য এখনও এসটিমেট পাওয়া যায় নাই। এসটিমেট পাওয়ার পর নির্মাণ কার্য্য শুরু করার প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়ার পরই নির্মাণ কার্য্য শুরু হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে এই চিকিৎসা কেন্দ্রটি বোধজং নগর গাঁও পনচায়েতে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাম ফ্রনটের কিছু সংখ্যক নেতা ঐ এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি করতে চাইছেন না, কারণ, তারা চায় না যে ঐ এলাকার উপজাতিরা এই চিকিতস্যা কেন্দ্রের সুযোগ পাক, তারা চেয়েছিল এটি কামালঘাটে স্থানান্তরিত করা হউক ?

শ্রী কাশী রাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন। এই তথ্য আমার নেই কাছে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, পূর্ত দপ্তর থেকে এসটিমেটস পাওয়া গেলে এটা করা হবে। আমি জানতে চাই হাসপাতালগুলি এবং সাবসেনটারগুলি কনষ্ট্রাকশন করতে হলে পূর্ত দপ্তরের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়ে থাকে। পরে মেনটেনেন্স এবং রিকনষ্ট্রাকশনের প্রশ্ন আসলে এটা লেঙথি প্রোসেসে করা হয়। এটা যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী কাশী রাম রিয়াং (মন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, কনষ্ট্রাকশনের দরকার হলে আমরা সেটা পি, ডবলিউ ডির হাতে হ্যাণ্ড ওভার করি। তারা তখন এসটিমেটস ইত্যাদি তৈরী করে টেণ্ডার কল করেন এবং ওয়ার্ক অর্ডার দেন। তবু ও আমরা এটা তাড়াতাড়ি করার জন্য চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মতিলাল সরকার

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর:) — মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩০৭।
ইনডাসট্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩০৭।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি যে, বর্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরার উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক বছরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত ত্রিপুরার উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ চার কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ পচিশ হাজার তিন শত সাতানব্বই কিউবিক মিটার।

প্রশ্ন

২) এই গ্যাস ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কয়টি স্কীম পেশ করেছেন এবং সেগুলো কি কি ?

উত্তর

২) প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করার উপযোগী কতকগুলি প্রজেক্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। সে সব কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর প্রজেক্ট নিজস্ব পুঁজি নিয়োগ করবে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পাবলিক সেক্টার অরগনাইজেশন মিথানল ও সার কারখানা তৈরীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রজেক্ট দাখিল করেছে।

প্রশ্ন

৩) ত্রিপুরা সরকার প্রতি ঘন মিটার গ্যাসের জন্য কি মূল্য দিচ্ছেন ?

উত্তর

৩) বিদ্যুত ব্যবহারের উপযোগী এক হাজার কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য অয়েল এণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন পাঁচ শত টাকা ধার্য্য করেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অয়েল এণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন প্রতি এক হাজার কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য এক হাজার টাকা ধার্য্য করার প্রস্তাব দিয়েছে।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাজ্যে গ্যাস উৎপাদনের ক্ষমতা কত এবং সেই উৎপাদিত গ্যাস রাজ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা এবং তারা আরও কত বেশী গ্যাস উৎপাদন করতে পারে?

রাজ্যে উৎপাদিত গ্যাস সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি না এবং যদি নিয়ে থাকেন তা হলে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বলেছি আমাদের রাজ্যে কি পরিমাণ গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে, এবং সেই গ্যাসকে ব্যবহার করে কি কি প্রজেক্ট করা যায় সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য সরকার যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। আমাদের এই রাজ্যে একটি মিথানল কারখানা করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ করেছিলেন। এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল। কিন্তু ভি, পি, সিং আসার পর দেখা গেল রাষ্ট্রিয় ক্যামিকেলস—যার সাথে যৌথ উদ্যোগে মিথানল কারখানাটি করার কথা সে আর করছে না। রাষ্ট্রীয় ক্যামিকেলসের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, ১৯৮৯ইং এর ডিসেম্বর মাসে। পরবর্ত্তী সময়ে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন পূর্বেও ত্রিপুরার গ্যাসকে ব্যবহার করে কি কি শিল্প নতুন করে স্থাপন করা যায় সে জন্য যোগাযোগ করছেন।

শ্রী রতন লাল ঘোষ :— আমাদের রাজ্যের গ্যাস এই রাজ্যের অর্থনীতিতে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে। রাজ্য সরকার রাজ্যের উৎপাদিত গ্যাসকে ভর্তুকিতে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কোন আলাপ আলোচনা করছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? দ্বিতীয়তঃ, গ্যাস ভিত্তিক একটি বনস্পতি কারখানা করার কথা শুনা গিয়েছিল এ ব্যাপারে এই কারখানা খোলার কাজে কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন রাজ্য সরকার তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের গ্যাসকে শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ রেখে চলছেন। রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানান হয়েছিল যে, আসামের রেটে ত্রিপুরাতেও গ্যাস দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন পজেটিভ আশ্বাস রাজ্য সরকার পান নি। পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের মাননীয় মুখমন্ত্রী সাবসিডি দিয়ে ত্রিপুরার শিল্পে গ্যাস ব্যবহার করা যায় সে জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মাননীয় সদস্যের দ্বিতীয় প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই যে, বনস্পতি কারখানা খোলার জন্য রাজ্য সরকার অনেকটা এগিয়ে গিয়েও বর্তমানে তা স্তব্ধ হয়ে আছে। যে কোম্পানীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বনস্পতি কারখানা খোলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুররী (ধনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, রুশিয়ার যে গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে, সেই গ্যাস সেখানকার কয়েকটি গ্রীক ফিল্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গ্রীক ফিল্ড-গুলির একটির

মালিক হচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ভাই। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ? যদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে এই গ্যাস ব্যবহার করার নিয়ম, পদ্ধতি কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার ভাই এর কোন ব্রীক ফিল্ড নেই। তবে রুখিয়ার ২/৩টি ব্রীক ফিল্ড আছে। ঐ ব্রীক ফিল্ডগুলিতে গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। ওনারা ও, এন জি, সি, এর সাথে যোগাযোগ করে তাদের গ্যাস ব্যবহার করার যে নিয়ম সে নিয়ম অনুসারে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমি বলেছি, মাননীয় মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয়ের ভাই-এর কথা। আমি এখানে জানাতে চাইছি, কি নিয়মে ওনারা গ্যাস পাচ্ছে ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- স্যার, আমি শুনেছিলাম, মাননীয় সদস্য আমার ভাই-এর কথা বলেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আপনার কথা নয়। মাননীয় মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয়ের ভাই।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার, স্যার, তাহলে শুনতে হয়ত আমি ভুল করেছি। মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, আমার কাছে এই তথ্য নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় শিল্প মন্ত্রী ঘটা করে বাড়ী বাড়ী গ্যাস সরবরাহ করা একটা স্কীম উদ্বোধন করেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে এই স্কীম বর্ত্তমানে চালু আছে কিনা এবং চালু থাকলে এতে কতজন বেনিফিসিয়ারীজ সুযোগ পাচ্ছেন ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, বাড়ী বাড়ী রান্নার গ্যাস সরবরাহ করার জন্য একটা প্রকল্প সরকার হাতে নিয়েছেন এবং ১২০ জন বেনিফিসিয়ারীজের বাড়ীতে গ্যাস দেওয়া হয়েছে এবং সেটা আসামের এক কোম্পানীর সঙ্গে টি, এস, আই, সি এবং ও, এন, জি, সির যৌথ উদ্যোগে সেটা করা হয়েছে। আমি আশা করছি খুব শীঘ্রই এই গ্যাস আমরা শহরে নিয়ে আসতে পারব এবং তার কাজ চলছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, এই রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক কি কি শিল্প গড়ে তোলা যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের রাজ্যে কি কি গ্যাস ভিত্তিক কি কি শিল্প কারখানা গড়ে তোলা যায় এটা রাজ্যকে ঠিক করতে হবে। এখানে এ্যাকসপার্টরা রয়েছেন। তাদের মতামত নিয়ে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করে প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন নিতে পারেন। শিল্প দপ্তরের অনুমোদন নিতে পারেন। রাজ্যে একটা সার কারখানা করার প্রস্তাব ছিল, এই প্রজেক্টটি করার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন

কিনা। এখানে বেকার সমস্যা রয়েছে এবং অন্যান্য সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধান কল্পে গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীল করা যায় কিনা? এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। সেই গ্যাসকে সম্পূর্ণভাবে আমরা এখনও কাজে লাগাতে পারে নি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এর কোন উদ্যোগ আমরা দেখতে পাই নি। আমরা দেখেছি শুধু শ্লোগান, বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করা। শিল্পের জন্য সত্যি করে তখন কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এগুলি খতিয়ে দেখেছি। বিশেষ করে গ্যাসকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায়। ১নং হচ্ছে এই রাজ্যে গ্যাস থেকে আমরা থার্মাল পাওয়ার সৃষ্টি করতে পারি এবং এর জন্য বেশ কয়েকটিউদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এরআগে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী হাউসে রিপোর্ট দিয়েছেনকত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা উৎপাদন করেছিএবং কত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে আমরা ৭৫মেগাওয়াট এবং৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া এ রাজ্যের গ্যাসের মধ্যে ১৬ পার্সেণ্ট মিথানল রয়েছে। সেই মিথানলকে এ্যাকসট্রাকট করে মিথানল প্ল্যান করার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এর কাজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। সরকারী উদ্যোগে সারের কারখানা করা যায় কিনা সেটাও আমরা খতিয়ে দেখেছি। মিথানল প্রজেকটি হওয়ার কথা ছিল ১৯৮৯ইং সালে। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আসতে পারেনি। তখন ছিল আপানাদের সরকার ভি, পি, সিংহের সরকার, যার সঙ্গে আপনাদের খুব মিল ছিল। কিন্তু সেখানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হলো এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা রাষ্ট্রীয় কেমিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট। এই কেমিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের পার্টনারদের সঙ্গে আমরা চুক্তি করেছি। তাঁরা এখানে আসবেন ও বলেছিলেন সমস্ত কিছু ঠিক হয়েছিল। কিন্তু কি অদৃশ্য কারণে আসতে পারলেন না তার কোন জবাব নেই। তদানিন্তন পেট্রোলিয়াম মিনিষ্টার গুরুপদ স্বামীকে আমি বার বার বলেছি, উনি আসবেন এবং এ্যাসুরেন্সও দিয়েছিলেন কিন্তু আসেননি। তারপর হঠাৎ করে শুনতে পেলাম এই ত্রিপুরার গ্যাস হলদিয়ায় চলে যাবে নিশ্চয়ই সে ইতিহাস আপনারা জানেন। কি কারণে ত্রিপুরার গ্যাস হলদিয়ায় চলে যাবে তার জন্য আমরা বাধা দিয়েছি এবং তার জন্য আমরা খুব বড় মিটিং করেছি সেই মিটিং-এ আমাদের নেতা কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও ভাষণ দিয়েছিলেন। আমাদের এই রাজ্যকে বঞ্চিত করে এই রাজ্য থেকে অন্যত্র গ্যাস নিতে আমরা দেব না। এই চক্রান্ত করেছিলেন কিন্তু আমি জানি না। মনে হয় এই চক্রান্তের সঙ্গে উনারাই জড়িত ছিলেন। স্যার, এই একমাত্র কারণের জন্য মিথানল প্রজেকট্ করতে পারছি না। আর একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে গ্যাস

প্রাইস ফর ইণ্ডাষ্ট্রি ইস্যু। আমরা বলেছি বিদ্যুৎ যেমন আমরা ৫০০ পাচ্ছি। কেন এখানে আমরা গ্যাস পাই না তোমরা আসামে দিচ্ছ, আমাদেরও দিতে হবে কিন্তু তদানিন্তত সরকার বলেছেন এটা করা যাবে না। বর্ত্তমান সরকার এটা বিবেচনা করছেন। কেবিনেট সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে, প্রাইস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে। আমরা অপেক্ষা করছি স্যার, এই গ্যাসকে ফুয়েল হিসাবে যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য বিভিন্ন যে প্রাইভেট এজেণ্টগুলি আছে তাদের সঙ্গে সেমিনার করেছি তারাও উৎসুক কিন্তু এক মাত্র কারণ হচ্ছে গ্যাস কনসেসন্যাল প্রাইস হিসাবে দিতে হবে! তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছি। কনসেস্যান রেটে সেটা যদি হয় তাহলে পর আমরা আশা করছি সমস্ত ব্যবস্থা এটা আমাদের সঙ্কল্প আছে এই রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের জন্য, এই রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা গ্যাস ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলব, এইটাও আমাদের দৃঢ়সংকল্প।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইটা বলবেন কিনা, হোয়াট আর দি প্রজেক্ট, কি কি প্রজেকট প্ল্যানিং কমিশনের কাছে সাবমিট করেছেন?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** প্রজেক্ট কোন্‌টা কোন্‌টা রয়েছে আপাতত আমি বলেছি আমি আবারও বলছি সেটা হল ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মিথানল প্রজেক্ট এবং সারের কারখানা এই দুটোকে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। তাছাড়া অন্য শিল্পগুলি যাতে গ্যাসকে ফুয়েল হিসাবে ইউজ করে প্রাইভেট এণ্টারপ্রিনার আছেন...... না, না রেট ঠিক না হলে ইণ্ডাষ্ট্রি হবে না। (বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তরে)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (নলছড়) **:—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৪২।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) **:—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৪২।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে কতটি এম্বুলেন্স আছে।

২। ঐ সকল এম্বুলেন্সগুলি নিয়মিত মেরামতির কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

উত্তর

১। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য এম্বুলেন্স গাড়ীর কোন বরাদ্দ নেই।

২। প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীসুকুমার বর্মন :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তিনি এইখানে বলেছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য কোন এম্বুলেন্স নেই, আমি জানতে চাইছি সোনামুড়া মহকুমার এবং মেলাঘর মহকুমার হাসপাতালে সেখানে এম্বুলেন্স আছে কিনা, তাছাড়া, কাঠালিয়া, বক্সনগর, এবং সোনামুড়ায় বাকী ৩টা হাসপাতাল

আছে ভি, এম এবং জিবিতে আনার জন্য কোন এম্বুলেন্স আছে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মেলাঘরে অ্যাম্বুলেন্স আছে এবং সেটা অলরেডী সচল অবস্থায় আছে।

শ্রীসুকুমার বর্মন :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে মেলাঘর হাসপাতালের এম্বুলেন্স আছে, আমি জানি মাননীয় মন্ত্রী এইটা অসত্য তথ্য দিচ্ছেন, মেলাঘর হাসপাতালের জন্য কোন অ্যাম্বুলেন্স নেই। সারা মহকুমায় একটা এম্বুলেন্স সেটা কাঠালিয়াতে থেকে প্রয়োজন হলে সেখানে ফোন করলে, তাও ফোনের লাইন যদি চালু থাকে তাহলে পরে আসতে পারে। কিন্তু মেলাঘর হাসপাতালের জন্য কোন এম্বুলেন্স নেই। মেলাঘর হাসপাতালের একটা এম্বুলেন্স আজকে ১বছর যাবত গ্যারেজে আছে এখন পর্যান্ত মেরামত্তি হয়নি, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— এইটা ঠিক নয়। কারণ প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টারে কোন এম্বুলেন্স থাকেনা। যদি কোন কারণে এম্বুলেন্স অচল হয় তাহলে রিপেয়ারিংএর সাপেক্ষে একটা গাড়ী দিতে পারি

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যের কিছু কিছু হাসপাতালে এম্বুলেন্সের অভাব রয়েছে।যেমন জিরানীয়া হাসপাতালে এম্বুলেন্স নেই। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা এই আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন রুর‍্যাল হাসপাতালের জন্য নতুন এম্বুলেন্স ক্রয় করা হবে কিনা ? দ্বিতীয়তঃ আগরতলা শহরের ভি, এম এবং জি, বি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ইমারজেন্সী যেসমস্ত রোগী আনে সেগুলি কি আগরতলা মিউন্যাসিপ্যালিটি এরিয়ার থেকে আনে না শহরতলী থেকেও রোগী আনে, সেটা জানাবেন কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এম্বুলেন্সের অভাবে যে কথাটা মাননীয় সদস্য বলেছেন যেটা আমরা এই আর্থিক বছরে সেটা ক্রয় করার প্রচেষ্টা আছে। তবু এই আর্থিক বছরে সেটা আসবে না আগামী আর্থিক বছরে এইগুলি আসতে পারে এবং ভি. এম, ও জি, বি, এর, যে এম্বুলেন্স গুলি আছে সেগুলি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা ও শহরতলী এলাকাগুলিতে সার্ভিস দেবে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৩

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার ৩৪৩

প্রশ্ন

১) রাজ্যের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য সরকারের কোন উদ্যোগ আছে কি না,

২) যদি থাকে তবে উদ্যোগগুলি কিকি ?

উত্তর

১) আছে। ২) উদ্যোগগুলির মধ্যে নিয়মিতভাবে ঔষধ, পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি ক্রয় করে সেণ্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোরে মজুত করা এবং সেখান থেকে হাসপাতাল, গ্রামীন হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ইনভেন্ট অনুযায়ী সরবরাহ করা।

শ্রীনকুল দাস :- স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, হাসপাতালে যারা খাদ্য সরবরাহ করে, যারা পথ্য সরবরাহ করে, ঔষধ সরবরাহ করে তারা মানে ঐ সব কোম্পানী বা বিভিন্ন সংস্থার কাছে রাজ্য সরকার কয়েক কোটি টাকা দেনা হয়ে বসে আছেন এবং এখন আর কোন কোম্পানী তাদেরকে বাকী দিতে চাইছে না। যার জন্য এই সমস্ত হাসপাতাল গুলিতে বিপর্য্যয় সৃষ্টি হয়েছে, হাসপাতালে ঔষধ নেই, পথ্য নেই, এই যে অবস্থাটা এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এইটা সম্পূর্ণ অসত্য। কোন কোম্পানীর কাছে আমাদের কোন বাকী নাই। বরং তারা যে-সব বাকীগুলি করে গেছেন সেগুলিও আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি এবং প্রত্যেক বছর পরিষ্কার করে দিয়ে থাকি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়ার সম্ভব হয়নি সে গুলিতে লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURE —"A" "B")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের নিকট হইতে। নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উনার নোটিশটির উথ্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো: "গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ইং আগরতলা শহরের নিকটবর্তী গুর্খাবস্তিতে খোকন পোদ্দার নামে জৈনিক যুব কংগ্রেস (ই) কর্মী নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেম এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ১৫, ২, ৯১ ইং তারিখ জবার দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটীর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরত্ব অনুসারে আমি নোটিশটির

উথ্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির হলো : "গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং ''ত্রিপুরা দর্পন'' পত্রিকায়''স্কুল শিক্ষায় চরম বিশর্যয়ের আশাংকা রাজ্যের দশ হাজার সাম্মানিক ও স্নাতোকোত্তর শিক্ষকদের বেতন ক্রম অবনমনের সিদ্ধান্ত।" ''শিরোনামে শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ১৫, ২ ৯১ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে ১টি (একটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি দেওয়ার কথা অন্তর্ভূক্ত আছে

উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১, ২. ৯১ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো " গত ২২শে নভেম্বর, ৯০ইং ধর্ম্মনগর মহকুমার পূর্ত্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার শ্রী বিশ্বনাথ বসু রায় নিজের অফিস কক্ষে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক লাঞ্চিত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো "গত ২২শে নভেম্বর ৯০ইং ধর্মনগর মহকুমার পূর্ত্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার শ্রীবিশ্বনাথ বসুরায়কে নিজের অফিসকক্ষে একদল দুঃস্কৃতকারী কর্ত্তৃক লাঞ্চিত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

স্যার, গত ২২, ১১, ৯০ইং তারিখে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে গত ২০, ১১ ৯০ইং দ্বিপ্রহর আনুমানিক ১২ ঘটিকার সময় ধর্মনগর মহকুমার পূর্ত্তদপ্তরে নির্বাহী বাস্তুকার শ্রী বি, এন" বসুরায় যখন নিজ অফিসকক্ষে কাজ করছিলেন। এমনসময় শ্রীঅখিল দে, শ্রীসঞ্জীব ভট্টাচার্য্য এবং শ্রী প্রনব চক্রবর্তী অবৈধভাবে তাহার অফিসকক্ষে প্রবেশ করেন এবং তাহাদের সমস্ত বকেয়া কাজের বিল প্রদান করার জন্য দাবী জানাইতে থাকেন। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে এবং শ্রী বসুরায়কে নিগৃহীত করে ও অফিসের জিনিসপত্র ইত্যাদি নস্ট করে। উপরোক্ত ঘটনাটি ভারতীয়

দণ্ডবিধির ৪৪৮, ৩৩২, ৪২৭, ৩০৭ এবং ৩৪ ধারায় ধর্মনগর থানায় ১৩(১১) নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ উপরোক্ত তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন এবং অভিযোগ মাননীয় আদালতে দাখিল করেন।

শ্রীমকুল দাস (রাজনগর) :—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই সরকার ক্ষমতায়আসার পর এই যে এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদের নিজেদের অফিসে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মন্ত্রীদের থেকে স্লিপ নিয়ে এই এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। স্যার, এদের চাপের ফলে যে টেণ্ডার কল করা হয় তারজন্য টেণ্ডার কল ড্রপ করতে তারা পারেন না। ফলে সেটা একটা আপোস করে নেন্। স্যার, অন্য কেউ এই টেণ্ডার কল দিতে পারেন না। কাজেই, এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কি না এবং এই গুণ্ডাইজম বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা উনাদের সময়ে হতে পারে। টেণ্ডার ছাড়া কাজ দেওয়া হয়না। সেখানে গণ্ডগোল হত। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিত না। এই সরকারের আমলে সেটা হয় না। আর টেণ্ডার সংক্রান্ত কোন ঘটনা সেখানে ঘটে নাই।

CALLING ATTENTION.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :- "১৩,২,৯১ইংএ "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক মানিক দেব সম্পর্কে বিধানসভায় অসত্য তথ্য পেশের প্রতিবাদ সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃস্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি পড়ার জন্য।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) : — মি ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তুটি হলো "১৩ ২,৯১ ইং-এ 'দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক মানিক দেব সম্পর্কে বিধানসভায় অসত্য তথ্য পেশের প্রতিবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মি ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ১৪, ২, ৯১ইং তারিখে আমার বিবৃতিটি দেব।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মি: স্পীকার স্যার, কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা রেফারেন্স উঠেছিল উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সেটা এড়িয়ে গেলেন এটা স্যার ঠিক হয়নি।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর):— স্যার উনার গণ্ডগোল করার ফলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনার উত্তর দিতে পারেন নাই। উনারা গণ্ডগোল করছেন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিতে পারছেন না। আর এখন এসব বলছেন। এটা কি ? তদের লক্ষ্য হচ্ছে অফিসে গিয়ে গণ্ডগোল করা।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, যেভাবে এখানে এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে বলা যায় যে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরাও এই সমস্ত হামলাগুলি সমর্থন করেন।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরাও অফিস কাচারীর হামলাগুলি সমর্থন করেন। বেশ বলছেন উনি। এটা স্যার, সম্পূর্ণ অসত্য কথা। এগুলি বলে তিনি কি বুঝাতে চান ? প্রশাসনের মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গার একটা চক্রান্ত হচ্ছে। এটা উনার বক্তব্যে পরিস্কার হয়ে গেল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আপনার সামনে যে ঘটনা হয়েছে, সেটা হচ্ছে, এখানেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আক্রান্ত। বাইরে অফিসারদের আক্রমণ করছে। আর এখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন, একটা জবাব পর্য্যন্ত দিতে দিচ্ছে না। অফিসারদের উপর আক্রমণ হচ্ছে তার প্রতিবাদ উনি করছেন। উনি স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, এটাও করতে দিচ্ছে না, আবার আক্রমণ করছেন।এটা থেকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— অপূর্ব উত্তর, মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেবেন, আমরা জানতে চাই মুখ্যমন্ত্রী এইসব প্রোটেকশান দেবেন কিনা ?

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— স্যার, মুখ্যমন্ত্রী তো জবাব দিতে ছিলেন কিন্তু, আপনারা জবাব শুনতে চান না। তারজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বসে পড়তে হয়েছে। আপনারা তো শুনার অপেক্ষা রাখেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারী অফিসার এবং সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তার গ্যারেন্টি এবং প্রোটেকশান দেওয়ার দায়িত্ব হলো সরকারের এটা সরকার দেবেন। আপনারা উপদেশ দেওয়ার কে ? তাদের এই সমস্ত বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করা হউক।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— আলোচনা সমালোচনা দুই তরফের হবে। মুখ্যমন্ত্রী যদি নিরাপত্তা খাতে আরো ব্যয় করেন, তাদের রক্ষা করার জন্য, আপনারা আবার সমালোচনা করবেন। আলোচনা সমালোচনা

থাকবেই। সুতরাং, আপনারা যেটা আজকে বলেছেন কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য আবার যদি মুখ্যমন্ত্রী তাদের জন্য নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করেন। আবার আপনারা বলেন যে, নিরাপত্তার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে। সুতরাং আলোচনা সমালোচনা থাকবেই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি একটি কনডিশন দিচ্ছি। প্রথম কথা হলো স্টেটমেণ্ট দিতে কোন হৈহোল্লা করতে পারবেন না। আমি যে স্টেটমেণ্ট দিচ্ছি, সেটা শুনেন না শুধু হৈ হোল্লার জন্য। আমি এখানে বলছি যে, যারা বসুরায়ের উপর আক্রমণ করেছেন, সেটার সঙ্গে টেণ্ডারের প্রশ্ন নয়। বকেয়া যারা বিল পাবেন, বিলের জন্য গেছেন, সেটা নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছে। তা সত্ত্বে ও পুলিশ তাদের এরেষ্ট করেছে, এরেষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে চার্জসীট দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :- আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো, "গত ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ইং উদয়পুর কে, বি, আই, ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ বোর্ডিং স্টাইপেণ্ডের জন্য ডিপুটি ডাইরেক্টর অব্‌ এডুকেশন অফিসে গেলে পর, তাদের উপর পুলিশের লাঠি চর্জ ও গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রস্তাব উংথাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তহালে তিনি একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগামী ১৫ তারিখ এই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী মোটিশ পেয়েছি, শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :- ধর্মনগর শহরের বন্যা নিয়ন্ত্রন কল্পে প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণ করা সম্পর্কে।'

আমি মামমীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব উংথাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন মাননীয় ক্ষুদ্র সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী

তারিখে এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী মাননীয় ক্ষুদ্র সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়ের আনীত নিম্ন উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। বিষয় বস্তু হল, "গত ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ইং আগরতলা শহর সংলগ্ন ইন্দ্রনগর গ্রামে সুব্রত দেবনাথ ওরফে পলু দেবনাথ নামক জনৈক ব্যক্তির দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ইং আগরতলা শহর সংলগ্ন ইন্দ্রনগর গ্রামে সুব্রত দেবনাথ ওরফে পলু দেবনাথ নামক জনৈক ব্যক্তির দুর্ঘটনা সম্পর্কে। "গত ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ইং বিকাল অনুমানিক ২ ১৫ মিনিট পূর্ব আগরতলা থানাধীন ইন্দ্রনগর গ্রামে শ্রীপ্রভাস করের বাড়িতে বিকট শব্দে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। তাহায় ঘরে আগুন লাগিয়ে যায়। শব্দ শুনিয়া শ্রীপ্রভাস করের আশে পাশে লোকজন তার উঠানে আসিয়া দেখিতে পান যে, ইন্দ্রনগর নিবাসী শ্রীরূপক দাস, শ্রীবিকাশ দেবনাথ, শ্রীপরিমল সিংহ শ্রীনির্মল সাহা, শ্রীশুভ ষ দেবনাথ এবং শ্রমতি বাসন্তী কর এই বিস্ফোরণে রক্তাক্ত আহত অবস্থায় পরিয়া থাকিতে দেখিতে পায়। তখন তাহারা আহতদিগকে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করেন। পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক বাহিনী উক্ত বিস্ফোরণের ঘটনা শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এবং আগুন নিবাইয়া ফেলেন। ঘরের মধ্যে টাউন ইন্দ্রনগর নিবাসী শ্রীসুব্রত দেবনাথ ওরফে পলু দেবনাথের মৃত অবস্থায় পরিয়া থাকিতে দেখতে পান। ঐ ঘরেই কয়েকটি হাতে তৈরী তাজা বোমা পাওয়া যায়। উপস্থিত পুলিশকর্মীগণ বোমাটিকে আংশিক নিষ্ক্রিয় করিয়া নিজ হেপাজতে নেন। ইন্দ্রনগরের শ্রীমাণিকলাল চক্রবর্ত্তীর অভিযোগমূলে পুলিশ বিস্ফোরক আইনের ৩(৫) ধারায় পুলিশ পূর্ব আগরতলা থানায় ৩০, ১২, ৯০ ইং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করেন। এবং তদন্তের কাজের আরম্ভ করেন। আহতদের মধ্যে শ্রীমতি বাসন্তী কর ঐ দিনই ৩১, ১২,৯০ইং প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া পান। আহত শ্রীনির্মল সাহা, শ্রীবিকাশ দেবনাথ যথাক্রমে ১২, ১, ৯১ইং ১৯,১,৯১ ইং চিকিৎসান্তে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান।

বাকী আহতগণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তদন্তমূলে পুলিশ নিম্ন বর্নিত ব্যক্তি বর্গকে উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে গ্রেপ্তার করেন। এবং মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। ব্যাক্তির নাম শ্রীআনুয়ারী হুসেন আদালতে প্রেরণের তারিখ ৭,১,৯১ ইং, শ্রীনির্মল সাহা আদালতে প্রেরণের তারিখ ১২,১,৯১ ইং, শ্রীবিকাশ দেবনাথ আদালতে প্রেরণের তারিখ ১৫,১,৯১ ইং। বর্তমানে মোকদ্দমা

তদন্তাধীন আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাবেন কি, এই যে সুব্রত দেবনাথ ওরফে পলু দেবনাথ পূর্ব থানায় যিনি এস., আই ছিলেন শ্রীচানমোহন দাস তার স্ত্রী পুতুলরাণী দাসের খুনের প্রধান আসামী। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?
কোর্টে এটা জানাবেন কিনা ? এই পলু দেবনাথ পুলিশের কাছে সে নিজে স্বীকার করেছে যে ১১জন সে খুন করেছে। এবং পুতুলরাণী দাস তার শেষ। এই ১১ জন যাদের খুন করেছেন, তাদের নাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। উনি যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে আমি তথ্য নিয়ে আলাদা ভাবে জবাব দেব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অদ্ভুত ব্যাপার। এই নিয়ে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য তুলপার হয়ে গেল অথচ তিনি খুনের প্রধান আসামীকে চিনেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা সুব্রত দেবনাথ ওরফে পলু দেবনাথযুব কংগ্রেস (আই) এর একনিষ্ঠ কর্মী ? এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তথ্যে আছে কিনা ? আমরা দেখেছি স্যার, উনার লাস নিয়ে যুব কংগ্রেস (আই) এর একজন সম্পাদক.বিমল রুদ্রপাল মিছিল বার করেছেন শ্মশান ঘাটে যাওয়ার সময় এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সুব্রত দেবনাথের রাজনৈতিক পরিচয় আমার কাছে নেই। অমি আগেও বলেছি উনি যদি আলাদা ভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে তথ্যাদি নিয়ে জবাব দেব।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অবগত আছেন কি যে, বামফ্রন্টের নেতা এবং কর্মীরা যেখানে যেখানে মিটিং করবেন, ঠিক সেখানে বা তার আশপাশ এলাকায় ঐ দিন বা পরের কোন দিন কোন না কোন একটা খুন হবেই ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই হাউসে ইতিমধ্যে অনেক তথ্য দিয়েছি যে এসব খুনের সংগে কে বা কারা জড়িত আছে। কাজেই, নতুন করে আর কি বলব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি এই কারণে যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রায় প্রতিটি খুনের ঘটনার সংগে আমাকে জড়িত করবার একটা চেষ্টা করে আসছেন। যদিও সেই সব ঘটনার সংগে আমি আদৌ জড়িত নয়। তাই আমি মনে করি, এসবই তাঁর মনগড়া একটা প্রচেষ্টা যাতে বিভিন্ন ঘটনার সংগে আমাকে যুক্ত করতে চাইছেন। কাজেই, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি দাবী করছি।

মিঃ স্পীকার :- আই এ্যাম গিভিং ইউ দি এ্যাসুরেন্স দ্যাট ইউ আর ফুললী প্রটেকটেড হিয়ার।

LAYING OF REPLIES TO POSTPOD QUESTION ON THE TABLE.

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল,— লেয়িং অব দি রিপ্লাইজ টু দি পোস্টপোণ্ড কোয়েশ্চান। গত বিধানসভার অধিবেশনে পোস্টপোণ্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১ এবং পোস্টপোণ্ড আন স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই, আমি এখন খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে পোস্ট পোণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১ এবং পোস্টপোণ্ড আন-স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১ এর উত্তর পত্রগুলি এই সভার টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Matilal Saha (Minister of State) :— Mr Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House the replies of the postpond Starred Question No. 51 and Postpond Unstarred Question No. 51./(ANNEXURE "C")

GOVERNMENT BILL.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— Consideration of 'The Tripura Appropriation (No.2) Bill, 1991 (Tripura Bill No.6 of 1991) by this House. Now, I would request the Minister-in- Charge of the Finance Department to move his motion for leave to introduce the Bill for consideration of the House.

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :—Mr Speaker Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 1991 (Tripura Bill No 6 of 1991)" be taken into consideration.

Mr. Speaker :— Now, I am putting the motion moved by the Hon'ble Chief Minister to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that "The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 1991 (Tripura Bill No.6 of 1991)" be considered.,

(The Motion was put to voice vote and Passed).

Next, I am putting the Clauses of the Bill to vote.

"The question before the House is that the Clauses 1, 2 and 3 be taken into consideration as part of this Bill,'

(The Bill was put to voice vote and Passed).

Next I am putting the Schedule of this Bill to vote.

The question before the House is that the Schedule of the Bill be taken into consideration as part of this Bill;

(The Bill was put to voice/vote and Passed).

Next, I am putting the Title of the Bill, to vote.

The question before the House is that "the Title" of the Bill be taken into consideration as part of this Bill."

(The Bill was put to voicevote and Passed).

Mr. Speaker :— Next business before the House is the passing of 'The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 1991 (Tripura Bill No.6 of 1991)" Now, I would request the Hon'ble Minister in Charge of the Finance Department to move his motion for passing of the Bill.

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Appropriation (No.2) Bill. 1991 (Tripura Bill No.6 of 1991) be passed."

Mr Speaker :— Now, I am putting the motion moved by the Hon'ble Chief Minister to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 6 of 1991) be passed."

(The Motion was put to voice vote and Passed).

VOTING ON THE SUPPLE MENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1991—92

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ১৯৯১—৯২ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভায় উত্থাপন আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ২৪টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন, ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচনা শুরু হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীগণের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে

সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে, সেগুলি একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন, ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর, আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার আগে আমি প্রত্যেক দলের চিফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্যগণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা যেন আমাকে দেন। আমি, এখন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাঁকড়াবন) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে সব ডিমাণ্ড এর উপর ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এই ব্যয় বরাদ্দগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না এবং মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা যে সব কাট মোশনস এনেছেন সেইসব ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, গত দুদিন ধরে বাজেটের উপর যে সাধারণ আলোচনা হয়েছে সেখানে দেখেছি, গতকালকেও লক্ষ্য করেছি এক মন্ত্রীর বক্তব্য। স্যার, গতকালকে মন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে শুনতে মনে হলো আমরা যেন ত্রিপুরাতে নেই ঐ সুদূর আমেরিকাতে হোয়াইট হাউসে বসে আছি এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট জর্জবুশ বক্তব্য রাখছেন। যেখানে বসে সারা পৃথিবী গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পদদলিত করতে চাইছেন। যুদ্ধের হুংকার দিচ্ছেন। সেই রকম একই কায়দায় এইখানে মাননীয় মন্ত্রী সমীর বর্মন বক্তৃতা দিয়ে চলছেন। স্যার, এটা বোধহয় জর্জ বুশ ভুলে গেছেন যে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ জুড়ে সমাজতান্ত্রিক এক দেশের মানুষ বসবাস করছে। উনার পূর্ব সুরিরাও চেষ্টা করেছিলেন এই সমাজ ব্যবস্থাটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার জন্য। বছরের পর বছর তারা ভিয়েতনাম, কামপুচিয়া এবং আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কান কাটা গেছে। চীন ওদের নাকটা ঘষিয়ে দিয়েছে মাটিতে। এটা আমরা দেখেছি মাননীয় মন্ত্রী সমীর বর্মণ একই কায়দায় এই সব কুৎসা তিনি এখানে চালিয়ে যাচ্ছেন। স্যার, এই ব্যবস্থা যদি এখানে চলতে থাকে, আমি এটা পলিসির উপর নির্ভর করছে। এই গভার্ণমেন্ট ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে নীতি নিয়েছে সেটা অ্যাবোলিশন অব কম্যুনিস্ট। এটা করা হয়েছে তাদের উপর নির্ভর করে যারা পাঁচশো সাড়েসাতশো ওজনের মন্ত্রী। তারাই বাহিরে ও ভিতরে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

এটাকে পাগলের প্রলেপন ঠিক হবে যে, সি.পি.আই, (এম)কে দূরবীন দিয়ে দেখতে হবে।

এটাই স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ। এরপরে নতুন সমাজ সৃষ্টি হবে। স্যার, সে জন্য বার বার মনে হচ্ছে, এই হাউসের মধ্যেও বুশের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। গোটা বিশ্বকে পদানত করবেন। স্যার, এরা মৃত্যু দিবসও পালন করতে পারছেন না। অত্যাচারীদের এই পরিণতি হয়। স্যার, গোটা বিশ্বের শান্তির পক্ষে যে সব শক্তি সেই শক্তি এক কাট্টা হচ্ছেন। স্যার, হোয়াইট হাউসকে, সি, আই-এর দপ্তরকে আরো প্রটেকটেড করতে হচ্ছে। ঠিক এইখানে মন্ত্রীদের বাড়ী প্রটেকটেড করতে হচ্ছে, সরকারী পয়সায়। এই হাউসে আজকে বসা যাচ্ছেনা যন্ত্রপাতির ঠেলায়। প্রটেকটেড করতে হচ্ছে। স্যার, মন্ত্রীদের বাড়ীতে যেতে গেলে, অফিসে যেতে গেলে একই অবস্থা যন্ত্রপাতির চিৎকারে থাকা যাচ্ছে না। কোন পার্থক্য নেই। স্যার, এটা ঠিক মাননীয় মন্ত্রী পূর্ব ইউরোপের কথা তুলেছেন। হ্যাঁ, সেখান থেকে কমিউনিষ্ট সরে গেছে। একটা নতুন ব্যবস্থা ইমপ্লিমেণ্ট করতে গেলে ভুল ত্রুটি থাকবে। তারজন্য এটাকে পার্মানেণ্ট ধরা উচিত নয়। কোন কিছুই পার্মানেণ্ট নয়। এটা মনে রাখতে হবে, পরিবর্তনের যে নিয়ম এটা জোর করে ঠেকিয়ে রাখতে চান, তাহলে সেটা সম্ভব নয়। স্যার, সেজন্য আমি একথা বলতে চাই, এখানেও তাই করা হচ্ছে। মন্ত্রীরা এখানে বসে হুমকি দিচ্ছেন, দরমুজ করে ফেলবেন। মেরে ফেলবেন, দূরবীন দিয়ে দেখতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সরকারের এটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন এইজন্য আজকে দিতে হবে টাকা? আমি এরজন্য কোন টাকা দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করি না। ত্রিপুরাবাসীর টাকা লুট করার জন্য, বিরোধী কণ্ঠস্বর চাপিয়ে রাখার জন্য থানাগুলিকে টরচার চেম্বার তৈরী করার জন্য, পুলিশকে দিয়ে ক্রিমিন্যাল করার জন্য, হাজার হাজার মিথ্যা মামলা দায়ের করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের জেল খানায় পাঠানোর জন্য এই টাকা চাওয়া হয়েছে। কাজেই, এই টাকা কি আমরা দিতে পারি? স্যার, এখানে বহু তথ্য দেওয়া হয়েছে কত ফলস কেস করা হয়েছে, কিভাবে বিচার বিভাগকে পদানত করছেন। আমি আর বেশী দিতে চাই না। স্যার, এ যেমন একটা দিক স্যার, মাননীয় সদস্যদের একটা অংশ যাঁরা কমিউনিষ্টদের প্রতি বিষোদ্গার করেছেন যে, কমিউনিষ্টদের মা বাবা মারা গেলে মাথার চুল কামায় না। কমিউনিষ্টরা কামায় না আমি বুঝলাম, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী যখন মারা গেলেন তখন রাজীব গান্ধী মাথার চুল কামালেন না কেন? উটাকে কমপেনসেট করার জন্য ওনাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিতে পারবেন আমি জানি! ইন্দিরা গান্ধী মারা যাওয়ার পর রাজীব গান্ধী মাথার চুল কামালেন না, কিন্তু ত্রিপুরা কংগ্রেসীরা মাথা মুড়িয়ে একশেষ। এর ধর্মীয় ব্যাখ্যা কি তা ধর্মই জানে। স্যার, কেউ যদি কালী বাড়ীতে মানস করে যে মোষ বলি দেব এবং মোষ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ১০টা পাঠা বলি দাও। একটা মাথা না মুড়ালে ১০টা মাথা মুড়াও। এই সব উনাদের ব্যাখ্যায় আছে। এগুলি ধর্মীয় ব্যাখ্যা। ধর্ম যারা মানেন তারা বলতে পারবেন। উনাদের

ধর্মের কথা ত্রিপুরার মানুষ সব জানেন। স্যার, বই-পত্রে লেখা আছে সদা সত্য কথা বলিবে। আর উনাদের অভিধানে লেখা আছে-সদা সত্য কথা বলিবে না। এই সব কাণ্ড কারখানা যে উনারা করছেন, তার জন্যতো এই অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া যায় না। স্যার, লেবার এ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট একটা দপ্তর আছে এবং এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও এখানে আছেন। ঐ দপ্তরের কোন নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না। আজকে বিভিন্ন দপ্তরে এপয়েণ্ট হচ্ছে। এই সব চাকুরী সম্পর্কে লেবার এ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট দপ্তর কোন খোঁজ রাখেন কিনা আমার জানা নেই। স্যার, পঞ্চায়েত এ্যাকসটেনশান অফিসার পদে তিন জন লোকের নিয়োগ হল। একজন হলেন দেবাশীষ দত্ত চৌধুরী, তিনি কৈলাশহরের বাসিন্দা এবং মাননীয় মন্ত্রী বীরজিৎ সিন্‌হার খুব কাছের লোক বলে কৈলাশহরের লোকেরা বলেন। দ্বিতীয়জন হলেন বসন্ত সেন, তিনি অমরপুরে চেয়ারম্যান বাদল সেনের ভাই, এবং তৃতীয় জন হলেন আশীষ দত্ত, তিনি পরেশ দত্তের ছেলে। বেকাররা চাকুরী পাবে, তাতে মন্ত্রীর কাছের লোকই হোন বা আত্মীয় হোন এতে আমার কোন আপত্তি নেই। বেকার মাত্রই চাকুরী পাবার অধিকারী। কাজেই, ওখানে আমার কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্নটা হলো, চাকুরীর বেলায়তো কিছু নিয়ম কানুন ইত্যাদি আছে। এখানে কোন নিয়ম মানা হয়নি। কোন অফিসার পদে কাউকে নিয়োগ করতে হলে টি, পি, এস, সি ফেস করতে হয়। টি, পি, এস, সি থেকে ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়। কিন্তু এদের বেলায় সেই সমস্ত কিছু নিয়ম কানুন মানা হয়নি। শুধু সাদা কাগজে দরখাস্ত নিয়ে এদেরকে এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হলো। এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়ার পর উদেরকে রেগুলার করার জন্য যখন টি. পি. এস. সিতে পাঠানো হল যে এগুলি দিয়ে দাও, তখন টি, পি, এস, সি সেগুলি রিজেকট করে দিয়েছে। তারপর কি করে এদের চাকুরী থাকে। এরপরও ওনারা চাকুরীতে বহাল আছে। স্যার, বীনা সিন্‌হা, এল, ডি, ক্লার্ক পদে চাকুরী পেলেন। তিনি মাননীয় মন্ত্রী বীরজিৎ সিন্‌হার আত্মীয়া। আরও একজন চাকুরী পেয়েছেন ডাই ইন-হারনেস। এটা পেতে পারে। এটা সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু অন্যদের বেলায়তো ইণ্টারভিউ নেওয়ার প্রশ্ন আছে। একটা ইণ্টারভিউ নেওয়া হলো না। স্যার, ক্লীনারের পদে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, এটেনডেণ্ট এর পদে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী পদে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ১১৭ জনকে। এই ১১৭ জনের মধ্যে একজনেরও কোন ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়নি।

এই ১১৭ জনের মধ্যে একজন লোকেরও কোন ইণ্টারভিউ নেই। স্যার, এই অবস্থা চলছে। স্যার, আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে ২১৮৫ জনকে ডি. আর, ডবলিউ, কণ্টিজেণ্ট করে ওদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। স্যার, পঞ্চায়েত ডিরেক্টার উনাকে দিয়ে ষ্টেন্সিল কাটিয়ে কতগুলি সাদা কাগজে সই করিয়ে গ্রামে গঞ্জে সেই কাগজগুলি মন্ত্রীদের পি, এ, অমুকের কাছে, তমুকের কাছে করে ছেড়ে দিলেন। তারপর দেখা গেল স্যার, শেয়ার মার্কেটের মত অবস্থা যখন খুশী টাকা নিয়ে শেয়ার নিতে পারেন।

তেমনি হচ্ছে উনাদের অবস্থা, দেখা গেল স্যার, ঐ যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী ব্যানার্জী সাহেব উনার অবস্থা হচ্ছে ঐ যে হাঁসে ডিম পাড়ে বাগদাসে খায় এবং সর্বশেষে বাগদাসকে বনটুলায় খায় এই রকম। স্যার, এখানে ব্যানার্জী সাহেবকে দিয়ে ডিম পাড়া হলো কিন্তু সেই ডিম অন্যরা ব্যবহার করছেন। স্যার, ব্যানার্জী সাহেবের স্টেনসিল পেপারে সই করা ঐ কাগজগুলি নিয়ে নিজের দলের লোক এবং নিজেদের পছন্দ করা ব্যক্তিদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে আবার এমনও হয়েছে টাকা দিয়ে এই চাকুরীগুলি দেওয়া হয়েছে। এই রকম স্যার, অনেক ঘটনা আছে যেমন ফেডারেশনের নেতা শিবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য উনার কাছে এই রকম কিছু ছিল তাই উনি উনার পরিবারের লোকজনকে ডি, আর, ডবলিউ হিসাবে চাকুরী দিলেন। এই গুলি হচ্ছে স্যার, বাণিজ্যিক ভিত্তিক এবং গ্রামে গঞ্জে এই রকম ভাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তারও অভিযোগ আছে। ব্যানার্জী সাহেব ষ্টেনসিল পেপারে যে সই করেছিলেন সেই পেপারে নাম বসিয়ে অফার ছাড়া হয়েছে। এপ্রিল এবং মে মাসে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ৪০০ জন। অকটোবর থেকে এই কয়েক মাসে দেওয়া হয়েছে ১৭ জনকে সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয়েছে। মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরীর বিধান সভায় প্রশ্ন ছিল যে কত জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা দ্বৈবথ হয়েছে সেখানে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৫৯ জনকে ডি, আর, ডবলিউ হিসাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তখন সেখানে ডাইরেকটর সই করেন নি, এবং তিনি বললেন তাহলে ২৪৫ জনের কি হবে এটা আমি দিতে পারব না। পরে সেক্রেটারিয়েট থেকে সাবজেকট রেডি করে ফাইল পাঠিয়েছিলেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম, এই প্রশ্নটা ডিলিটেড হয়ে গেল। এইরকম কাণ্ডকারখানা চলছে স্যার, এই রাজ্যে। মানুষের পয়সা নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি করার জন্য পারমিশান দেওয়া, তারজন্য ডিমাণ্ড গুলি সমর্থন করা? এই ডিমাণ্ড গুলিকে এই জন্য সমর্থন করা যায়না, আমরা সমর্থন করতে পারিনা। স্যার, আপনারা জানেন, আপনার ও সেইসব অভিজ্ঞতা আছে। মাননীয় মন্ত্রী কাশীরাম রিয়াং এইখানে আছেন ওখানেও কিছু বাণিজ্যিক ভিত্তি রয়ে গেছে। উনার একজন সি, এ আছেন উদয়পুরে, আমিও উদয়পুরের, উনার নাম হচ্ছে অনিল সরকার। উনিও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এইসব করে বেড়াচ্ছেন। আমার ভয় হয়, আমি নাম বলতে পারতাম, তাদের সংগে কনট্রাক্ট হয়েছে নাম বলে দিলে চাকরী ত হবেইনা, জান যাওয়ার উপক্রম হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রসঙ্গেও এসেছে, আমি যদিও বিশ্বাস করিনি, হেডমাষ্টার মশাই আমার বেয়াই। তাদের নাম ও বলতে চাইনা আমার কনসটিটিয়েন্সিতে কয়েকজন আছে, তারা এসে বলছে স্যার, টাকা ত দিতে বলেছেন টাকা দেব কিনা, দিলে চাকরী পাব কিনা। ১২ হাজার

টাকার কন্ট্রাক্ট, ৫ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে। ৩ মাসের মধ্যে অফার, অফার পেলে পরে বাকী ৭ হাজার টাকা। আমি বিশ্বাস করিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশে পাশের দপ্তরের থেকে এই রকম কন্ট্রাক্ট করতে পারেন। তবে স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরে হামেশাই হচ্ছে। তবে ওখানে একটু রেট কম। ৫-৭ হাজারের মত এই রেট। এই অবস্থা চলছে। স্যার, আপনার সেটা কনসটিটিয়েন্সি বাগমা, আপনি একটু খোঁজ নেবেন, খোঁজ নিলেই পাবেন। আমি নাম বলতে চাইনা। কাশীরাম বাবুর কনসটিটিয়েন্সিতে রয়েছে, উদয়পুর শহরে রয়েছে, চিত্তবাবুর কনসটিটিয়েন্সিতে রয়েছে, চিত্তবাবু ভালভাবে জানেন। চাকুরী দেওয়ার জন্য এইসব চলছে। উনার যে সি, এ 'মশাই' উনার কাজটা কি, কোথায় থাকে জানিনা। পি, ডব্লিউ, ডি অফিসে বসে থাকেন, সেই দপ্তরের যে কন্ট্রাকট আছে তার উপর হস্তক্ষেপ করা, এই গুলি হস্তক্ষেপ করে তার যে ব্যক্তিগত কিছু লোকজন আছে তাদেরকে কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দেওয়া। তার আর অন্য কোন কাজকর্ম নেই। হাসপাতালের কি অবস্থা চলছে, আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলব আপনি রোগী গুলিকে একেবারে মেরে ফেলুন, আর না হলে হাসপাতালকে হাসপাতালের মত চলতে দিন। উদয়পুর হাসপাতালে যদি যান দেখবেন সেখানে এক ছটাক ঔষধও নেই। মাননীয় মন্ত্রী আমার সংগে যাবেন কিনা, সেটাও আমি বলতে পারি। ঔষধ এক ছটাকও পাওয়া যায়না। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় যা বললেন, আশ্চর্য্য লাগল, কোন সভ্য দেশে এইরকম বক্তব্য শোনা যায়না। রোগীরা মাংস খেতে আসেনি। এই মাংস কি মুখ্যমন্ত্রী খাওয়ান? না অন্য কেউ খাওয়ায়। এটা চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশান। শুধু ঔষধ খেলে চলবেনা, তার জন্য পথ্যের দরকার আছে, এটা ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশান, এটা মেডিক্যাল সায়েন্স ঠিক করেছে রোগীদের কি কি ফুড দিতে হবে। নিরামিষ খাওয়াতে হবে এইসব মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন এইটা ভাবা যায়না। স্যার, মাথা ফাটিয়ে যদি উদয়পুর হাসপাতালে যাওয়া যায় সেখানে ব্যাণ্ডেজ করার মত কিছু নেই, একটা সেলাইন নেই, সবকিছু বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। এই অবস্থায় কোন ডাক্তার রিস্ক নিতে রাজী নয়। যদি একটু দেরী করে পাঠান, ডাক্তারদের উপর চড়াও হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মানুষতো জানে না যে, এইটা মন্ত্রীরা দিতে পারছে না, যা মন্ত্রীসভায় যারা আছেন তারা তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ মিলে সব লুটে পুটে খেয়ে লাটে তুলে দিয়েছেন। কেন চিকিৎসা হবে না বলে ডাক্তারকে ধরে মারধর পর্য্যন্ত করে জনসাধারণ, ডাক্তারের কোয়ার্টারে গিয়েও হাজির হয় জনসাধারণ, আর এইটা জানেন না মন্ত্রী মহাশয়। উদয়পুরে প্রতি সাত দিনের মধ্যে এই রকম একটা করে ঘটনা ঘটছে। রোগীদের খারাপ অবস্থা হলে তাদেরকে ঔষধ দিতে পারে না, চিকিৎসা করতে

পারে না, এইভাবে স্যার, এই সরকার প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার নাম, হসপিটালের নামে, রোগীদের চিকিৎসার নামে, পথ্যের নামে এই বিধানসভায় অর্থ চাইছে। কোন সেনসেটিভ মেম্বার তার জন্য টাকা এলট করতে পারে না। কাজেই এই সব ডিমাণ্ড ইত্যাদিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং আমি তা সমর্থন করিনা। এই ডিমাণ্ড গুলির উপর বিরোধী বেঞ্চ থেকে যে সব কাটমোশান এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে জোট মন্ত্রীবাবুরা অনেক ডিমাণ্ড এনেছেন এবং এই ডিমাণ্ডের উপর আমাদের বিরোধী বেঞ্চ থেকে যে সব কাট মোশানগুলি এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি, গত ১ ২, ৯১ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং তিনি এইটাও স্বীকার করেছেন যে, এই পর্য্যন্ত ১ হাজার ৪৯১ জন অনুপ্রবেশকারীকে বি, এস, এফ, এবং পুলিশ মিলে পুষব্যাক করেছেন। আমার প্রশ্নটা এখানেই স্যার, এই যে পুষব্যাক করা হয়েছে এইটা কি বি, এস, এফ, এর তরফ থেকে করা হয়েছে, না কি বাংলা দেশের তরফ থেকে করা হয়েছে ? কারণ আমরা পত্র পত্রিকায় লক্ষ্য দেখেছি আমাদের এই পশ্চিম ত্রিপুরায় সোনামুড়া মহকুমায় কখিয়া, তার কাছেই কুঠিয়া বি এস এফ ক্যাম্প আছে। এই বি এস এফ ক্যাম্পের কাছাকাছি ২০০ গজ দূরে দুইটা ইটের ভাট্টা আছে এই এলাকার মধ্যে ৫টা ইটের ভাট্টা আছে এবং সেগুলিতে গ্যাসের মাধ্যমে ইট পোড়ানো হয়, তার প্রত্যেকটা শ্রমিক বাংলাদেশী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইভাবে অনুপ্রবেশকারীকে দিয়ে এখানে কাজ করানো হচ্ছে এবং এখানকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বর্গের জন্য বি এস এফ ও পুলিশ তাদের কিছু করতে পারছে না বা করছে না। স্যার, আমি এখানে একটা হিসাব দিচ্ছি তাদের, গত নভেম্বর মাসে ৮৬ জন, ডিসেম্বর মাসে ২১ জন, জানুয়ারী মাসে ২১ জন, এইভাবে মোট ১২৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠান এবং এখানকার কিছু প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতারা তাদেরকে পুনরায় জামিনে মুক্ত করে নিয়ে ইটের ভাট্টায় কাজ দেন। তারপরেও আমরা দেখি মাননীয় ব্যক্তিরা ৩১ জন বাংলা দেশীকে ঢাকা থেকে নাকি ভিসা করে এনেছেন তিন মাসের জন্য এবং এনে তাদেরকে ইটের ভাট্টায় কাজ দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হল এইটা ইন্টার ন্যাশনেল প্রশ্ন, একটা ভিসা পেতে গেলে ছয় থেকে বার মাস সময় লাগে যেখানে সেখানে এইভাবে ৩১ জন শ্রমিককে বাংলাদেশ থেকে এনে এখানে কাজ দিয়েছেন আবার এ, টি, টি, এফ এর চাপাই গাইছেন, এই যে গেয়ে যাচ্ছেন এর উদ্দেশ্যটা কি ? আমরা ভাবতেও পারছি না স্যার, লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের নাগরিকে অনুপ্রবেশর ঘটছে এবং অনবরত ঘটছে। আমরা কি দেখি স্যার, ত্রিপুরার

মধ্যে এই যে এ, ডি, সি, রয়েছে আজকে কোথাও জায়গা নেই, তবু লক্ষ লক্ষ লোক বাংলাদেশীর অনুপ্রবেশ ঘটছে এই এ, ডি, সি, র এলাকায়। অথচ সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা ফলে স্যার, আজকে এই এ, ডি, সি, কে এই জোট সরকার পঙ্গু করে দিচ্ছে। উনারা আবার ট্রাইবেল দরদ দেখান কিন্তু ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছুই করেন না। স্যার, ৬ষ্ঠ তফসিলী মোতাবেক এ, ডি, সি, র প্রথম নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছি যে, এ, ডি, সি, এলাকায় ভোটারের ৯৬ পারসেন্ট ছিল ট্রাইবেল আর ৪ পারসেন্ট ছিলনন ট্রাইবেল। আর গত এ ডি সি র নির্বাচনে দেখা গেল সেখানে ট্রাইবেল ভোটারের সংখ্যা হলো শতকরা ৬০ জন আর শতকরা ৪০ জনই হচ্ছে বাঙ্গালী। আরো দুই তিন বছর পরে এইভাবে যে হারে অনুপ্রবেশ ঘটছে তাতে ৫০/৫০ হয়ে যাবে এবং এইটা হয়ে গেলে এই এ, ডি, সি, র আর কোন মূল্য থাকবে না। শুধু তাই নয় স্যার, এইরাজ্যে আইন শৃংখলা রক্ষার নামে আজকে মুখ্যমন্ত্রী এই ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এবং সেই লক্ষ্যে রাজ্যের গণ্ডাছড়া, মনু, ছামনু, সিধাই, খোয়াই, আমবাসা প্রভৃতি আটটি থানাতে আসাম রাইফেলস বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই জোট সকরার ক্ষমতায় আসার পরে তাদের একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র শুরু হয়ে গেছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য রিসেসের পরে বলবেন।

এই সভা বেলা ২ ০০টা পর্যন্ত মূলতবী রইলো।

AFTER RECESS AT 2 00 P.M.

মিঃ স্পীকার : — খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। ১০ মিনিট বলার সময় আছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া : — মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন। ৩১ জন বাংলাদেশী ঢাকা থেকে এসেছে। অথচ তাদের ভিসা আছে। কারা তাদের ভিসা দিল ? বি, এস, এফ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এই ভিসা তারা কিভাবে পেল। স্যার, এই জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে ট্রাইবেলদের লাগিয়ে দিচ্ছেন। সেটা আমরা এখানে বলেছি। ট্রাইবেলদের মধ্যে বিরোধীতা লাগানোর পরিকল্পনা উনার ছিল। যুব সমিতিকে দিয়ে সেটা করাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ট্রাইবেলদের ঐক্য আছে। কাজেই তিনি সেটা পারেন নাই।

স্যার, আমার রাজ্যের আটটি থানার ভার আসাম রাইফেলকে দেওয়া হল। কেন দেওয়া হল ? সেই উজান ময়দানের মত ঘটনা ঘটার পরও তাদেরকে সেখানে নিযুক্ত করা হল। এখন সেখানে ট্রাইবেলদের দমন করার জন্য আসাম রাইফেল ব্যবহার করাচ্ছেন উনি।

স্যার, এই ট্রেজারী বেঞ্চের অনেক সদস্য সেদিন দাবী করেছিলেন যে, ১০ দফা দাবীর পূর্ণ এক

সপ্তাহের মধ্যে করতে হবে। চরমপত্র দেওয়া হয়েছিল। কোথায় গেল সেই ১০ দফা। কোথায় গেল বলুননা আপনারা। পারবেন না, কিন্তু সেদিন শ্লোগান দিয়েছিলেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী ৭ মন্ত্রীকে নিয়ে দিল্লীতে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে ১০ দফার মধ্যে ১ দফা দাবীও আজ পর্য্যন্ত আদায় করতে পারেন নাই। এই একটির পর একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে যুব সমিতির বন্ধুরা ট্রাইবেলদের বিভ্রান্ত করছেন। মুখ্যমন্ত্রী এখন ট্রাইবেলদের উস্কানী দিচ্ছেন।

স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা, উনি জলপাই রংগের পোশাক, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী তখন আমাদের সাপ্লাই করতেন। জংগলে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের দিতেন।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমাদের এলাকাতে উনারা যখন আসতেন তখন পরিচয় দেওয়া হত কক্-বরক মাস্টার হিসাবে। তারপর আসল চেহারা যখন দেখতাম তখন তারা বনমানুষের মত।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— এইভাবে আমরা উনাকেও সাহায্য করেছি। উনি সেটা নিশ্চয়ই ভুলেন নাই। আমরাই উনাকে প্রধান করেছি। আমার জ্যেঠামশাই, অঞ্জু মগ কোথায়? উনি আমাদের আমন্ত্রণ করতেন উনার এখানে যেতে। তাহলে কি স্যার, আমরা সন্দেহ করতে পারি না এই এ, টি, টি, এফের সংগে উনাদের যোগাযোগ রয়েছে? তার পরেও কি আমরা সন্দেহ করতে পরি না যে, এই এ, টি, টি, এফ-এর পেছনে তারা আছে? এ, টি, টি, এফ-এর পেছনে তারা আছে এবং প্রত্যেকটি ঘটনা তারাই উস্কানী দিয়ে করাচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাস করব, উনার সেই সাংবাদিক সম্মেলন, উনি যে বড় বড় কথা বলতেন এ, টি, টি, এফ এর ব্যাপারে উনি একটি শ্বেতপত্র বের করবেন কথা দিয়েছিলেন। কোথায় আপনার শ্বেতপত্র? আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করছি আপনার শ্বেতপত্র দেখান। এ, টি, টি, এফ কার সংস্থা, কে বানিয়েছে? এইভাবে ট্রাইবেলদের ধ্বংস করার, আসাম রাইফেলসদের নিয়ে এলাকায় এলাকায় ট্রাইবেলদের বিনা বিচারে এ, টি, টি, এফ-এর নাম করে, যেমন আমাদের হদরাইতে দেখেছি নবহরি জমাতিয়া ৭০ বছরের বৃদ্ধা, আরো পাঁচজন তার নাতি জামাই তাদের সবাইকে ধরে এনেছে এ, টি, টি, এফের নাম করে। বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করেছে তাদের উপর। আঠার মুড়ায় বলুন, গন্ডানগরে বলুন সারা ত্রিপুরায় এই এ, টি, টি, এফের নাম করে এই জোট সরকারের সুধীর মজুমদার ট্রাইবেলদের কিভাবে অত্যাচার করা যায়, ধ্বংস করা যায় এবং কমুউনিষ্ট পার্টির যে গণমুক্তি পরিষদের সংগঠনকে আরো ভাংগচুড় করে এখানে কংগ্রেসের ভিট আরো শক্ত করা যায় কিনা, এইসব পরিকল্পনা নিয়ে উনি এইসব করাচ্ছেন। এ, ডি, সির বিরুদ্ধে জোট সরকারের যে ভূমিকা, এই ভূমিকা অত্যন্ত খারাপ। আমি আর বিশেষ বক্তব্য রাখতে চাই না,

এখানে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, আমাদের মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথ মজুমদার এ, টি, টি, এফের যোগাযোগকারী। আমি বলতে চাই স্যার, এতগুলি লোক যে আত্মসমর্পণ করেছে, তারা কি সি, পি, এমের লোক এই লোকগুলিতো সব কংগ্রেস এবং যুব সমিতির। তাদের বয়ান অনুযায়ী, তাদের বাধ্য করে চিঠি লিখিয়েছেন বৈদ্যনাথ মজুমদারের নামে। এটা কি সম্ভব? এইভাবে তারা বিভিন্ন কায়দায় আমাদের মেম্বারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। আমি শেষ একটি কথা বলতে চাই স্যার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী খুব বড়াই করে বলতেন যে আমাদের ট্রাইবেল বেল্টের মধ্যে আমাদের কৃষিকে আরো উন্নতি করার জন্য, ট্রাইবেলদের আরো কিছু অগ্রসর করার জন্য উনি অনেক কিছু করতে চান। আমি একটা নমুনা দেব স্যার, এই বার মাঘ মাসে একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলাম আমাদের আত্মীয় নামটা বলি না। এগ্রিকালচারের যে আলুর বীজ, মটরের বীজ এইগুলি দিয়ে একটা বিয়ে হয়ে গেল। সেখানে আলুর তরকারী মটরের বীজ দিয়ে খারবানি বানিয়েছে। আমি সেই বিয়েতে নিমন্ত্রিত ছিলাম। অথচ স্যার, উনি এলাকার একজন চেয়ারম্যান। উনি পুনর্বাসন কলোনীর ব্যাপারে কিছু টাকা পেয়েছিল। এই বিয়ের জন্য এই অবস্থা। সরকারী বীজ কোথায় যায় দেখুন গিয়ে। তাই বলছি স্যার, এখানে যে ডিমাণ্ড এনেছেন আমাদের মন্ত্রীবাবুরা আমি তাকে সমর্থন করতে পারি না এবং আমাদের বিরোধীদের যে ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (পানিসাগর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে ১৯৯১-৯২ সালের বাজেটের প্রস্তাবগুলি মেনে নিতে পারছি না, এবং তার সাথে সাথে আমি বিরোধী বেঞ্চের পক্ষে ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করছি। স্যার, কি করে প্রস্তাবটি সমর্থন করব এখানে বিভিন্ন দপ্তরের নাম করে কোটি কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আমরা দেখেছি তফসিলী জাতি দপ্তরের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। একটি ঘটনা যদি আমি বলি তাহলে দেখা যাবে তিন বছর আগে ফটিকরায়ের একটি তফসিলী ছাত্রাবাস হয়ে গেছে পাকাঘর। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার দার উদ্ঘাটন হল না। সেটি কি কারণে হল না? অনেক জাগাতে এমন দেখা গেছে। যদি তফসিলী জাতির নামে বাজেট করে অন্য খাতে লাগানো হয় তাহলে কি করে তাহা সমর্থন করা যায়? কিন্তু এখানে অনেক মন্ত্রীরাই ট্রাইবেলদের জন্য অনেক কথা বলেছেন আমরাও বলছি বিভিন্ন খাতে ট্রাইবেলদের জন্য যেখানে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় আর, ডি, পি, র জন্য পরিকল্পনাও করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ট্রাইবেলদের অবস্থা কি? আমি বিশেষ করে কয়েকটি এলাকার নাম বলছি। সেখানে মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউবাবুও সম্মেলন করে এসেছেন। কিন্তু প্রথমে এলাকার জনসাধারণ সম্মেলনে

উপস্থিত থাকতে পারে নাই। কারণ, তাহাদের বাড়ীতে খাবার চাল ছিল না। যাই হউক পরবর্তী সময়ে লোক এসেছেন। জায়গাটির নাম দামছড়া এলাকার খুমছড়া এলাকায়। যদি আমি সেই এলাকার উপজাতিদের কথা বলি মন্ত্রী মহোদয় অস্বীকার করতে পারেন। বাহাদুর পাড়া, ওয়ামবুকছড়া, লাইসাক পাড়া, শান্তি পাড়া বা ছাড়িছড়া, উত্তম পাড়া, উড়িয়াছড়া, নীলভূষণপাড়া, বিষ্ণুচরণ পাড়া, দাসরাম পাড়া, ওয়াইজা, উলজ পাড়া, রতনচন্দ্র পাড়া, তুংসারাই পাড়া, ডাক্তার দোয়াল, ইয়ারাই পাড়া, খগেন্দ্র চন্দ্র পাড়া, শিবনগর, পদ্মলোচন পাড়া, রঞ্জনী পাড়া, ডার্লং পাড়া, নিতাই নগর, নরেন্দ্র নগর, হালাম বংসত পূর্ব রাঙ্গুকছড়া, পশ্চিম রাঙ্গুকছড়া, বল্লুক ছড়া, বন্দিদসা, রামকৃষ্ণ কলোনী, মুকুন্দপুর দোয়াল, কুকি নালা, ধর্মটিলা, ইন্দুরাই, টলগরিয়া, পানিসাগর, তুলুবাড়ী, উত্তরলালজুরী, দক্ষিণ বালছড়াও খেদাছড়া এইসব ৫৩টি গ্রাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব জাগাতে ৫৩টি পরিবারেরও খাবার নেই। তাদের চাল কিনবার মত পয়সাও নেই। তাহলে কি করে এই বাজেটকে সমর্থন করা যায়। আরও অনেক বাড়ী আছে। সেখানকার রেশনের দোকানগুলিতে যে চাউল যায় সেই চাউল কেনার মত পয়সা সেখানকার উপজাতিদের নেই, ফলে সেই চাউল বিক্রি করার জন্য বাজারে চলে যায়। এই অবস্থা যখন চলছে, তখন আমরা দেখেছি আর, ডি, ডিপার্টমেনটের জন্য অনেক টাকা ধরা হয়েছে এবং এই টাকা কোথায় যাবে, তা এখন থেকেই অনুমান করা যায়। এই টাকা তো গরীব মানুষের কাছে যাবে না। স্যার, আমরা আশা করেছিলাম যে, এই সরকার এই রাজ্যের ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য কিছু করবেন। কিন্তু এই হাউসে এই বিষয়ে যখনই কোন প্রশ্ন উঠেছে, তখন মন্ত্রীরা এই বিষয়ে নির্বাক রয়েছেন, অর্থাৎ ও, বি, সি সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য এই সরকার কিছু করবেন, সেই রকম কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না, যদি তাদের সেই রকম কোন ইচ্ছা থাকত, তাহলে এখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছুর উল্লেখ থাকতো। আমরা আগে লক্ষ্য করেছি যে, এই হাউসে ধীরেন্দ্রবাবু ও, বি, সির সম্পর্কে অনেক লম্ফ জম্ফ করতেন, এখন তিনি আর এই বিষয়ে একটি কথাও বলেন না। কিন্তু আমি এই সরকারকে জিজ্ঞাস করি এই ও, বি, সি সম্প্রদায়ের জন্য কিছু করতে অসুবিধাটা কোথায়? সেই অসুবিধা যেটা আগে ছিল, সেটাতো কেন্দ্রে ভি, পি, সিং সরকার এসে দূর করে দিয়েছেন। অথচ, রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে কোন কিছুই করছেন না, তাদের জন্য চাকুরীর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, তাদের উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা বা অন্য কিছু কোনটাই তো দেখতে পাচ্ছি না। এই সম্প্রদায়ের কত লোক এই ত্রিপুরা রাজ্যে আছে, তারও কোন হিসাব করা হচ্ছে না। তাদের জন্য এসব করতে কতটাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তার তো কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারছি না। তারপর, স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য অনেক টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু আমাদের মাননীয় স্পীকারের যে এলাকা কদমতলা এবং কুর্তি এই দুটো হচ্ছে

ধর্মনগরের মধ্যে সবচাইতে জনবহুল এলাকা। সেই এলাকাতে যাতে একটা গ্রামীন হাসপাতাল হয়, তার দাবী করা হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রীও বলেছিলেন যে সেটা হবে, কিন্তু এখন দেখছি ঐ এলাকা সম্পর্কে কোন কিছুই নেই। তারপরে সেই মহকুমাতে খেদাছড়া একটা দুর্গম এলাকা, অথচ সেখানে রোগীদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নেই। এই রকম যে একটা এলাকা, সেখানেও যদি একটা চিকিৎসার কেন্দ্র খোলা না হয়, তাহলে, সেই এলাকার রোগীরা চিকিৎসার জন্য কোথায় যাবে ? স্যার, এছাড়া আছে শনিচড়া, মাছমারা এলাকা, সেই সব এলাকায়ও একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। তারপর আছে, মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউবাবুর এলাকা দশদা, সেখানেও নেই। অথচ আমরা দেখেছি যে, কোথাও কোথাও দেড় দুই মাসের মধ্যেই হাসপাতাল হচ্ছে। অন্য দিকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে এই হাসপাতাল খোলা হবে না। দ্রাউবাবুরও অবশ্যই এই দাবী আছে, কিন্তু এখন মন্ত্রী হওয়াতে প্রত্যক্ষ ভাবে সেই দাবী করতে পারছেন না, একটু অসুবিধা আছে। কিন্তু আমি বলব যে আগামীতে যদি দ্রাউবাবুর এলাকায় কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র না করা হয়, তাহলে তার এলাকার লোকেরাই, তাঁকে রেহাই দেবে না। স্যার, তারপর আছে শিক্ষা দপ্তর, এই দপ্তরের জন্য দেখেছি অনেক টাকাই ধরা হয়েছে, আরও বেশী ধরলে আমরা আরও খুশী হতাম। কিন্তু তা হলেও কি হবে ? কাঞ্চনপুর একটা বিরাট এলাকা, সেখানে একটা কলেজ স্থাপন করার কোন ব্যবস্থা দেখছি না। যদিও ফটিকরায়তে একটা কলেজ খোলা হয়েছে, এটা ভাল কথা যত বেশী কলেজ খোলা হয়, ততই ভাল (ট্রেজারী বেঞ্চ — ছাত্র হবে তো ?)। কেন লালছড়া, দশদা, কাঞ্চনপুর, সাতনালার আনন্দবাজার দামছড়া এসব এলাকায় অনেক-গুলি স্কুল আছে, কাজেই ছাত্রের অভাব কোথায় ?

এই সব হাই স্কুল আছে। ছাত্রের অভাব কোথায় ? যারা মাধ্যমিক পাশ করেন, টুয়েলভ পাশ করেন তারা কলেজে পড়ার সুযোগ পান না, এই এলাকার দূরত্বের জন্য ধর্মনগর থেকে কৈলাসহর এবং আগরতলাতে আসতে হয় কলেজে পড়াশুনা করার জন্য। কয়টা গরীব ছেলেমেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব ? আমরা শিক্ষা দপ্তরের কাছে অনেক অনুরোধ করেছি ধর্মনগর কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত খোলা হল না। ধর্মনগর থেকে এখানে যারা মন্ত্রী হয়েছেন তাদেরকেও, অনুরোধ করেছি। কিছুই হল না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তা ঘাটের জন্য ব্রীজের জন্য কোটি কোটি টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু সেই রাস্তা ঘাটের অবস্থাটা কি ? এই ধর্মনগরের বাস কদমতলা ঘুরে চুড়াই বাড়ী হয়ে আগরতলা আসতে হয়। ধর্মনগর থেকে কৈলাসহর গামী রাস্তার ব্রীজ ভেঙ্গে পড়েছে। যার ফলে গাড়ীগুলি রাধাপুরে ঘুরে আসতে হয়। ধর্মনগর একটা বর্ধিষ্ণু সহর এটা সকলেরই জানা। সেখানে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। গত বছর দেখেছি বাজেটে টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু কিছুই হয় নি। যারা কোন কাজ করছে না তারা বিল নিয়ে যাচ্ছে। বসু রায়কে মারা হয়েছে

কিসের জন্য ? এই ধরনের কাজে প্রতিবাদ করার জন্য তাকে অফিসে আক্রমণ করা হয়েছিল। সেই দিন এখানে দেখলাম মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে বাত রোগে গরু মরে না। যে কোন রোগেই মরতে পারে। কদমতলা এলাকায় প্রচুর গরু মারা গিয়েছে। কৃষকদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। কাজেই আমি এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না। বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এখানে এসেছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯১-৯২ সালের যে ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশনস এখানে আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করছি। এখানে মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস, ইনডাস্টির উপর বিভিন্ন কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে কাট মোশনস এনেছেন। আমি বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প নিগম যেখানে দেখা যায় বিগত দশ বছরে বামফ্রণ্ট সরকার কিছুই করেনি। কেবল সি. পি. আই. (এম) ক্যাডারকে রক্ষা করার জন্য, তাদের ভরণ পোষণের জন্য এটাকে রাখা হয়েছিল। যার প্রচেস্টায় ক্ষুদ্র শিল্প নিগম গত ১০ বছরে সি, পি, আই, (এম) ক্যাডারদের রক্ষা করার জন্য, ভরণ পোষণ করার জন্য রাখা হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য কেশব বাবু বলেছেন, ক্ষুদ্র শিল্প নিগম জোট সরকারের আমলে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে ইট ভাটার ক্ষেত্রে। স্যার, আমি এখানে ২/১টি পরিসংখ্যান দিচ্ছি। ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের আণ্ডারে ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র, সিমেণ্ট তৈরীর কারখানা, ঔষধ তৈরীর কারখানা, দেশী ও বিদেশী মদের ওয়ার হাউস, বিভিন্ন আসবাবপত্র (কাঠ ও স্টীলের) এই সমস্ত প্রকল্প আছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিনষ্টের পরিমাণ হচ্ছে, ২.৪১ লক্ষ টাকা। এটা অডিট রিপোর্টেও উল্লেখ আছে। স্যার, বিপননের ব্যর্থতার ফলে এই সমস্ত জিনিস ইচ্ছাকৃত ভাবে দীর্ঘকাল ফেলে রাখার ফলে (অবিক্রীত অবস্থায়) এই লোকসান হয়। স্যার, ১৯৮৫-৮৬ সালেই বামফ্রণ্টের দুর্বল পরিচালনার জন্য বিশেষ করে আমদের প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত পরিচালনার জন্য ক্ষতি হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা। এর পরের বছর নষ্ট হয়েছে, ৬৭ হাজার টাকা। স্যার, ফল সংরক্ষণ জাত দ্রব্য যা বাইরে পাঠান হয় সেগুলি বাইরে পাঠানোর জন্য যে টিনের কৌটার দরকার হয় তা অতিরিক্ত পারসেণ্টেজের মাধ্যমে অতিরিক্ত কেনার ফলে ১৯৮৬-৮৭ সালে লস হয়েছিল, ১ লক্ষ টাকা। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ফল সংরক্ষণের এই কেন্দ্রে উৎপাদনের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ক্ষতির পরিমাণ কমে এসে দাঁড়ায় ৩০ হাজার টাকা। পাঁজ্রানোলা সিমেণ্ট কারখানা বামফ্রণ্টের আমলে যৌথ উদ্যোগে হয়েছিল।

উৎপাদনের নামে যা হয়েছিল তা আজ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নি। স্যার, আমাদের সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই সিমেন্ট লেবরেটরীতে পাঠান হয়েছিল ত্রুটি বের করে সেগুলি দূর করে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য। এ ব্যাপারে পূর্ত্ত দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, উন্নত প্রথায় সিমেন্ট তৈরী করে আগামী বছরে পূর্ত্ত দপ্তরের মাধ্যমে বিক্রী করতে পারব। স্যার, ঔষধ কারখানার কথা বলে লাভ নেই। এই ঔষধ কারখানা সৃষ্টি হয়েছিল, পশ্চিমবাংলা থেকে ক্যাডার এনে। স্যার, এটার বারটা বাজান হয়েছে। জোট সরকারের উদ্যোগে হেলথ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে উৎপাদন দ্বিগুণ করা হয়েছে। স্যার, এদের যে সমস্ত লোক আছে (বামফ্রণ্ট নিয়োগ করেছিলেন) তাদের সরানোর প্রশ্ন নয় বা সুবিধা নেই, তাদের কারণে আজকে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তারা বাধা দিচ্ছে। স্যার; তা সত্বেও আমরা সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি করে চলেছি। স্যার, কয়েক দিন এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য অনিলবাবু এবং কেশব বাবু জোর গলায় বলেছেন যে ইট নাকি এখনও তৈরী হয়নি। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি যে, বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ১৯৮০-৮১ ইং সনে ইট বিক্রি হয়েছে ৯৭ লক্ষ টাকা, ৮৪-৮৫ ইং সালে ৫৮ লক্ষ টাকা। আর আমরা সরকারে আসার পর ইট বিক্রি করেছি ১৯৮৮-৮৯ সালে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার। ১৯৮৯ ৯০ ইং সালে ১কোটি ৬০ লক্ষ টাকার। উনারা এই স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রির দিকে কোন নজর দেন নি। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যাদেরকে দিয়ে উনারা খুন করাতেন, তাদেরকে ঐ সমস্ত ইট ভাট্টাতে নিয়োগ করে পুনর্বাসন দিতেন। স্যার, আমি জিরানীয়া এলাকায় একটা সরকারী ইট ভাট্টার কথা বলছি। জিরানীয়া টি. এস. আই, সি পরিচালিত সরকারী ইট ভাট্টাতে প্রচুর টাকা খরচ করে, এন, ই, সি থেকে টাকা এনে মেশিনের মাধ্যমে, জেনারেটারের মাধ্যমে ইট কাটা হবে এবং সেই ইট বাইরে ছাড়া হবে। সেই লক্ষ্যে উনারা এন, ই, সি, থেকে একটা স্কীম করে টাকা এনেছিলেন। যেদিন মেশিনটি এনেছিলেন তারপর দিন থেকেই সেটি বন্ধ। যে মেশিনটি সরকারী ইট ভাট্টায় আনা হয়েছিল সেটি দুই নম্বরী মেশিন। সেটা দিয়ে ইট কাটা যায় না। এটা টেকনিক্যালী ডিফেকটিভ বলে ১৯৮০ ইং সাল থেকে পড়ে আছে। শুধু টু পাইস কামিয়ে নেবার জন্য তৎকালীন শিল্প মন্ত্রী এই মেশিনটি কিনেছিলেন। সেই ইট ভাট্টাতে ১৯৮৭ইং সন পর্য্যন্ত ডি, আর, ডাবলিউতে মৌখিক ভাবে নিয়োগ করেছেন ১৪ জনকে। আমরা পাবলিক ইট ভাট্টাতে দেখেছি যেখানে হারডলী দুই জন শ্রমিকের প্রয়োজন সেখানে একটা সরকারী ইট ভাট্টাতে আপনারা নিয়োগ করেছেন ডি, আর, ডাবলিউতে ১৭জন। সেই ইট ভাট্টাতে লাভ কি ভাবে হবে ? টি. এস, আই, সি পরিচালিত ত্রিপুরার প্রতিটি ব্রিকসক্লিনে উনারা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। যদিও তাদের কোন কাগজপত্র ছিল না। আমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে ছাঁটাই করে দিতে পারতাম। কিন্তু

মানবিক কারণে আমরা তাদেরকে চাকুরীচ্যুত করিনি। এই ভাবে উনারা সিমেন্ট কারখানা, ফল সংরক্ষণ কেন্দ্রেয় বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। অথচ উনারা এখানে এসে বলছেন যে, এই জোট সরকারের আমলে নাকি সেগুলি হচ্ছে। উনারা এখানে অভিযোগ করেছেন যে, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক ইট ভাট্টাতে নাকি আগুন দেওয়া হয়নি। আমি স্পষ্ট করে বলছি যে, ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিটি ইট ভাট্টাতে আগুন দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি, যদিও প্রাকৃতিক অবস্থা খারাপ তা সত্বেও এবার আমরা রেকর্ড পরিমাণ ইট উৎপাদন করতে পারব। বাইরে থেকে বিহার, ইউ, সি প্রভৃতি রাজ্যে এবার গণ্ডগোল ছিল, তারজন্য আমরা এবার শ্রমিক কম পেয়েছি। কিন্তু টি, এস, আই, পি লোক্যাল লেবারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিটি ইট ভাট্টাতে তাদেরকে বসিয়েছে। এবং লোক্যাল লেবাররা বেশ ভাল ভাবেই কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা আশা করছি, আগামী দিনে ইট ভাট্টাগুলির আরও উন্নতি হবে। বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে টি, এস, আই, সি, যে পরিমাণ টাকা ঋণ ছিল, আমরা সরকারে আসার পর তার অনেক টাকা আমরা রিকভারী করে যাচ্ছি। যদিও ব্যাংক থেকে কোন সহযোগিতা পাচ্ছি না। স্যার, আজকে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না এই কারণে যে, বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ব্যাংক থেকে যে লোন নিয়েছিলেন সেই লোনের জন্য এক পয়সাও ফেরৎ উনারা দেননি। যায়জন্য আজকে ব্যাংকগুলি ঋণ দিতে অনীহা প্রকাশ করছেন। তা সত্বেও আমরা যাতে প্যারাফিন, ষ্টীল এইগুলি সমস্ত সাপ্লাই করতে পারি, সেজন্য আমরা ইউ, বি, আই, এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং উনারাও স্বীকার করেছেন যে, লোন দিতে পারবেন। তাহলে স্যার, আপনিই বলুন কি করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি করতে পারব। আমরা চাই যে, উদ্দেশ্য নিয়ে স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি আমরা তৈরী করেছি, সেই লক্ষ্যে এই স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি কর্পোরেশন কাজ করে যাবে। স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিতে আমরা তো এই ধরনের কাজ করছি না যেগুলি উনাদের আমলে করা হয়েছিল। স্যার, তার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি, অনিলবাবু এমন অনেক লোককে সেক্রেটারিয়েটে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, আপনি গিয়ে বলুন আমি পাঠিয়েছি আপনাকে একটা চাকুরী দিতে হবে। স্যার, এই ভাবে যেখানে ১০জন লোকের প্রয়োজন সেখানে ৫০ জন লোক নেওয়া হয়েছে। এই ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা সর্বনাশ করেছেন। তাই আমরা চাই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের এই স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হোক। স্যার, এই হাউসে কিছু দিন আগে আমি উপজাতি দরদের কিছু দৃষ্টান্তের কথা বলেছিলাম কি ভাবে ট্রাইবেলদের ঠকিয়ে উনার মেয়ের নামে জমি করেছেন। এখন স্যার, আমি আর একটি উপজাতি দরদের উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা হলো মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী উনি জিরানীয়ার নোয়াবাদী বুদ্ধ দেববর্মা নামে একজন ট্রাইবেল লোক আছেন এবং উনার ২২ কানি জমি আছে। কিন্তু সেই জমি অনিলবাবু যখন ১৯৭৮ সালে মন্ত্রী হলেন তখন উনার বোন জামাইয়ের নামে সেই জমি রেজিষ্টার করে হাতিয়ে

নিয়েছেন এবং পরে সেই জমি তিনি অনেক বেশী দামে বিক্রি করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীদীপক নাগ:— স্যার, আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। স্যার, এবার বলছি এ, ডি, সি, এলাকার ট্রাইবেল দরদের কথা। জিরানীয়ার নারায়ণ রূপিনী প্রাক্তন চেয়ারম্যান, রসিরাম দেববর্মা, এম, এল, এ, খগেন্দ্র জমাতিয়া এম, এল, এ, উনারা বিশ্ব দেববর্মা, ওয়াখিরাই দেববর্মা, মনকুরাই দেববর্মা তাদের কাছ থেকে ৭ কানি জমি কম পয়সায় ক্রয় করে উনাদের আত্মীয় স্বজনের নামে রেখেছেন। এই ভাবে এই সমস্ত জমি ক্রয় করে উনারা মুনাফা-লুটার চেষ্টা করছেন এবং এই ভাবে উনারা ট্রাইবেলদের বারটা বাজিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, উনি যা বলছেন এটা অসত্য ভাষন। আমি এই লোকগুলিকে চিনিইনা।

শ্রীদীপক নাগ :— চোর কি কখনও বলে আমি চুরি করেছি। স্যার, তাই আমি বিরোধীদের আবেদন করব আপনারা যেসমস্ত কাটমোশানস এনেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের জনস্বার্থে, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সেই কাটমোশানগুলি প্রত্যাহার করে নিয়ে আমাদের সরকারের সহযোগিতা করুন এই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে ২৪টা ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে, তারা জনসাধারণের স্বার্থে চিন্তা করতে গিয়ে ৭৫ পারসেন্ট ডিমাণ্ড অগ্রাহ্য করেছেন। স্যার, উনারা পুলিশের উপর রাগ করেছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু যখন উনারা ক্ষমতায় ছিলেন তখন পুলিশ তাদের পেয়ারের ছিল। এখন উনাদের শত্রু হয়ে গেছেন, এই-ভাবে তারা বক্তব্য রাখেন। যদি পুলিশ ২০৫৫ মেজর হেড এইখানে কাট মোশান এনেছেন। আমি স্যার, জিজ্ঞাসা করতে চাই উনাদের সময়ে পুলিশকে যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তখন সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বিধায়ককে পর্যন্ত নিরাপত্তা দিতে পারতেন না। আপনাদের আমলে আমাদের বিধায়ক পর্যন্ত খুন হয়েছে। আপনারা নিরাপত্তা দিতে পারেন নাই। আজকে আমাদের সরকার এসেছে, উনারা বলুনতো আপনারা একজন বিধায়ক আক্রান্ত হয়েছেন কিনা এই ৩ বছরে? একটি প্রমাণও করতে পারবেন না। তখন আপনাদের আমলে সাধারণ মানুষ কিভাবে খুন হয়ে যেত, তখন আপনাদের পুলিশ কোথায় থাকত? পুলিশের জন্য বাজেট বরাদ্দ ত কম ছিলনা। আমাদের এই সরকার এসে পুলিশকে দিয়ে মানুষের নিরাপত্তা সৃষ্টি করেছে, মানুষ আজ নিরাপত্তাবোধ করছে। তাই আজকে উনারা গোঁসা করেছেন। এই সরকার এসে মানুষের নিরাপত্তা দিয়েছেন। তাই এ মানুষ আর

উনাদেরকে ভোট দেবেন না, তাই উনাদের রাগ হয়েছে। আপনারা এখনও খুনের চেষ্টা করছেন, আপনার দলের ক্যাডাররা খুন করে, আপনারা নিজেরাও খুনী বেন্‌চে বেন্‌চে বসে আছেন। আপনারা পুলিশকে কি কাজে লাগিয়েছিলেন। স্যার, গতকালকের খবর বলছি, এখনও উনারা খুনের চেষ্টা করছেন, দাঙ্গা সৃষ্টি করছেন। আমাদের ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্ট থেকে একটি গাঁওসভায় ইলেকট্রিক পোষ্ট লাগানো শুরু হয়েছে এই সরকারের আমলে, সেগুলি জোর করে নিয়ে গিয়ে কোন জঙ্গলের ভিতরে পোষ্ট লাগাতে হবে বলে জুলুম করে নিয়ে গেছে। পুলিশী অ্যাকশান যখন নিতে বলেছি, তখন একজনের হাত ভাঙ্গছে, একজনের ঠ্যাং ভাঙ্গছে, তখন উনারা এই নিয়ে আন্দোলন করে আমাদের দলের ছেলের ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছে, হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। যারা চুরি করবে, যারা ডাকাতি করবে, সে এম, এল, এই হোন, আর ক্যাডারই হোন তার বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবেই। এইটা বুঝতে হবে। এইটা কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, সরকার, বামফ্রণ্ট সরকার নয়, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি নয়, এইটা জনসাধারণের সরকার। কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, মানুষকে আরো নিরাপত্তা দেবে।

স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩, মেজর হেড ২৪২৫, কোপারেটিভ উনারা কোপারেটিভ সম্পর্কে বলেছেন। আমাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গতকালকে আপনাদের কোপারেটিভের গত দশ বছরের ইতিহাস শুনিয়েছেন, আপনারা সব মারিং করেছেন। এই ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে যেহেতু উনারা কাট মোশান এনেছেন আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। উনারা সব্জি কোপারেটিভ নাম দিয়ে একটা কোপারেটিভ করেছেন, এখনও আমরা সেটাকে ধরে রেখেছি। সেই সব্জি কোপারেটিভের নামে টাকা নিয়েছেন, হিসাব নেই টাকার। অডিট হিসাবে টাকা কোথায়, সব্জি কিনেছিল পরে সেটা পচে গেলে ফেলে দিয়েছে, হিসাব শেষ। এইতো আপনাদের কোপারেটিভ আমাদের এই সরকারের আমলে আবার আপনারা কোপারেটিভের সমালোচনা করছেন। আপনারা মানুষের প্রতি যে ঝুলুম করেছেন, তার কারণেই আজকে আপনাদেরকে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে সরে গিয়ে বিরোধী বেঞ্চ বসতে হয়েছে। জন সাধারণ ইচ্ছা করলেই আগামী দিনে হয়তো আপনাদেরকে আর দেখাই যাবে না। আমরা অবশ্য চাই না এই বিরোধী আসনে অন্য কোন রাজনৈতিক দল আসুক। কিন্তু মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতো ত্রিপুরা রাজ্যে আর থাকবেন সেটাই আপনারা দেখবেন। তারপর আবার আপনারা ইটের ভাট্টার কথা বলেন, আপনারাতো কোপারেটিভ করে ইটের ভাট্টা দিয়ে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে ক্যাড়ারদের ভাগ করে দিয়েছিলেন এখন পর্যন্ত তার কোন হিসাব নাই, টাকা কোথায়? টাকা নেই, স্থান নেই, ঘর নেই, এই হচ্ছে আপনাদের কোপারেটিভের অবস্থা। আমাদের কোপারেটিভ সম্পদ সৃষ্টি করছে, আপনারা যে সমস্ত ঋণ আপনারা ব্যাংকে রেখে গেছেন এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি শেষ হতে চলেছে তার

এগেইনস্টে কোন লোন পাওয়া যাচ্ছে না। তারজন্য আমাদের সরকার চেষ্টা করছে কিভাবে এইগুলিকে মেক-আপ করে জিনিসগুলিকে পুনর্জীবিত করা যায়। স্যার, উনারা কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭, মেজর হেড ২৪০২ ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে উনারা কাট মোশান এনেছেন। উনারা ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট চাননা, তাদের দশ বছরের রাজত্বের পূর্বে ১৯৭৮ সালের পূর্বের যে ফরেষ্ট, গার্ডেন ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল, হাজার হাজার কোটি টাকার যে সম্পদ ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সরকার সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ইনকাম সোর্স বাড়ানোর জন্য আর এই বামফ্রণ্ট সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছে সেই ১৯৭৮ সালে এরপর থেকেই সেসব সম্পত্তি শেষ করে ফেলেছে। কত টাকা রেভিনিউ কালেক্ট করে সেটা তাদের ক্যাডারদের পকেটে ঢেলে দিয়েছে এবং এইটা আমি বিরোধী আসনে থাকতে পরিস্কারভাবে প্রমাণ করেছি। আমাদের কোন লোক এই ফরেষ্টের মাল পাচার করে না। কিন্তু আপনাদের মন্ত্রীরা পর্যন্ত এই পাচারকার্যে জড়িত ছিল এবং আমি ধরে দিয়েছি। আমরা তখন বার বার এই হাউসে চিৎকার করে বলেছি যে, আপনারা এই ফরেষ্টকে ধ্বংস করবেননা, এইটাকে রক্ষা করুন। এইটা নষ্ট হলে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত রেভিনিউ এর সোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা সেদিন সে কথা শুনেননি। আপনারা মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন। আবার আপনারা এই মানুষের জন্য চিৎকার করছেন। আর মানুষের কল্যাণের জন্য যে বাজেট আনা হয়েছে তার আজকে আবার আপনরা কাট মোশান আনছেন।

স্যার, রুর‍্যাল ডিপার্টমেণ্টের উপর উনারা কাট মোশান এনেছেন। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। সেই গ্রামীণ কাজের মধ্যে এস, আর, ই, পি, র কাজ নাকি আপনাদের সময়ে বেশী করা হয়েছে বলে আপনারা দাবী করেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, এই এস, আর, ই, পি, র নামে ম্যানডেজের টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে উনাদের নেতা নৃপেনবাবুর এবং দশরথবাবুর মিটিং-এ লোক আনতে সেটা খরচ করা হয়েছে। বলুন আপনারা অস্বীকার করবেন না, আপনাদের বুকে হাত দিয়ে বলুন এইটা আপনারা করেননি। আপনাদের সময়ে গ্রামীণ কোন কনস্ট্রাকসন হয়নি, কয়টা কনস্ট্রাকসন হয়েছে, কয়টা রাস্তা হয়েছে আপনাদের সময়ে? কোন কাজ হয়নি। আজকে বলছেন গ্রামীন কাজের জন্য কম অর্থ ধরা হয়েছে। কম টাকা দিয়ে আমরা বেশী কাজ করতে পারি তাহলে সেটা কে না সমর্থন করবে? সকলে করবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা শুধু শুধু চিৎকার করেন বিরোধিতা করার জন্য। এইটা করবেন না। ত্রিপুরার মানুষকে সর্বনাশের পথে আপনারা ঠেলে দেবেন না। আজকে আমাদের সরকার ত্রিপুরার জনগণের কল্যাণে এই বাজেট পেশ করেছেন, তার প্রতিটি ডিমাণ্ডকে আপনারা সমর্থন

করবেন। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আপনারা কেন রাষ্ট্রপতির কাছে যান, কেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান। আমরা তো আপনাদের আমলে মন্ত্রীদের চেম্বারে গিয়েছি এবং বার বার বলেছি আপনারা জনসাধারণের জন্য কাজ করুন। কিন্তু কই আপনাদের তো কোন বিধায়ককে আমাদের কাছে কখনো আসতে দেখেনি আবার আপনারা এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন। স্যার, উনারা আবার ডিমা• নাম্বাম ৩৯, মেজর হেড ২২১৫ এর উপর কাট মোশান এনেছেন। এখানে গ্রামের ওয়াটার সাপ্লাই-এর জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে আর উনারা এই ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন। স্যার, উনাদের কাট মোশান এনেছেন। এই কাট, কাট করতে, করতে আপনারা নিজেরাই কখন যে কাটা পড়েন তার ঠিক নেই। জনসাধারণের জন্য কাজ হবে আপনারা নিশ্চিত থাকেন। স্যার, আমরা যখন বিরোধী আসনে ছিলাম তখন এই গ্রামে পানীয় জলের জন্য অনেক বলেছি কিন্তু উনারা কোন কাজ করেননি। স্যার, সীমান্ত এলাকায় কি হত তখন ভারতবর্ষের লোক কলসী নিয়ে বাংলাদেশে চলে যেত সেখান থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্য। আজকে সেখানে এই বর্ডার এলাকায় আপনারা গিয়ে দেখুনতো আমরা পানীয় জলের জন্য কি ব্যবস্থা করেছি। কাজেই, আপনাদের সময়ের যে প্রচুর সমস্যা আপনারা রেখে গেছেন সেই সমস্যার, ৬০ ভাগ আমরা সমাধান করেছি, আরো ৪০ ভাগ রয়ে গেছে। এই তিন বছর আমাদের বয়স।
৬০ পারসেণ্ট কাজ আমরা করতে পেরেছি। আরও ৪০ শতাংশ আগামী দুই বছরে হয়ে যাবে। আপনারা যে দুষ্টামী আরম্ভ করেছেন ঐ সময়ে জানিনা কোন দুর্ঘটনা আপনারা ঘটাবেন। এই দুর্ঘটনা না ঘটলে ত্রিপুরা রাজ্যে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না। এটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।
মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে উনাদের একটা পরামর্শ দিতে চাই যে, উনাদের দুস্টামী বন্ধ করার জন্য আরও কিছু দিন অন্তত আর দুটি বছর উনারা যেন বাসায় ঘুমান। আপনাদের বেতন ভাতা দেব। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন শক্তি নেই যে একটা রক্তের ফোটা পমে। সবাইকে নিরাপদ করে তাদের সেবা করে যাব। আমাকে সেই সুযোগটি দিন। আপনারা ঘুমিয়ে থাকবেন, কিছুই করতে হবে না। আপনাদের বেতন দেব। তাই আজকে সমস্ত ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করে বিরোধী পক্ষের তরফে যেসমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলিকে বিরোধিতা উনাদের কাছে অনুরোধ রাখব যে এই কাট মোশানগুলিকে প্রত্যাহার করে নিতে এবং আমাদের ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করার জন্য। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (নলছড়):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এখানে মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং সাথে সাথে যে সমস্ত কাট মোশান বিরোধী সদস্যদের তরফ থেকে আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১১, পুলিশের জন্য সেখানে ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে। স্যার, এই জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে অত্যাচার এবং অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে, সেটা সবাই জানেন। আজকে যারা গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদের থানায় নিয়ে এসে মিথ্যা মামলা রুজু করা হচ্ছে। থানার লক-আপে নিয়ে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে স্যার, রাজ্যের মধ্যে যারা খুন লুট রাহাজানি করছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। তাদেরকে আড়াল করছে। এগুলি অবাধে হচ্ছে। তাহলে কেন এই বরাদ্দ আনা হয়েছে? স্যার, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বিশালগড়ের গৌতম কলোনীতে রবীন্দ্র দেবনাথ, ক্ষেত মজুর তাকে সিপাহী-জলার ডি, এফ, ও এবং ফরেস্টার গিয়ে তাকে উৎখাৎ করে দেয়। তার বাড়ী ভেঙ্গে দেয়। অভি-যোগ এটা নাকি ফরেস্টের জায়গা।

শ্রীসুকুমার বর্মন :— সেখানে বিভিন্ন ফসল বৎপাদন করে, আজকে সেখানে হঠাৎ করে তাকে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। তার বাড়ীঘর সেখানে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। অপরাধ সে বামফ্রণ্টের সমর্থক, এই হচ্ছে তার অপরাধ। এইভাবে স্যার, আজকে অবৈধ কার্যকলাপ সেখানে করানো হচ্ছে। অথচ তার পাশাপাশি যারা ফরেস্টের জায়গা দখল করে আছে, খতিয়ান নাম্বার ১৯৫৭, দাগ নাম্বার ৩৯২৭ এবং ৩৯২৮ দাগে রামচন্দ্র নমঃ পিতা প্রসন্ন চন্দ্র নমঃ সে ফরেস্টের জায়গা দখল করে রাখছে। সে কংগ্রেস সমর্থক তাকে কিন্তু সেখানে উচ্ছেদ করা হয়নি। অথচ যে জোত জায়গা বসত করে আছে। আজকে তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। এই হচ্ছে স্যার, আজকে পুলিশের কাজ। এই সমস্ত অবৈধ কার্য্যকলাপ সেখানে পুলিশকে দিয়ে করানো হচ্ছে। এই জন্য কি স্যার, পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ আমরা সমর্থন করতে পারি? আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারি না। একটা ঘটনা শুধু আমি তুললাম। এইজন্য স্যার, এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। আর একটা বিষয় স্যার, আমরা দেখেছি এই যে পুলিশ বাহিনী, এই পুলিশ বাহিনীর নামে সেখানে বিরাট অংকের টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। আমরা দেখেছি এই পুলিশ বাহিনীর নামে সেখানে গাড়ী এলট করা হচ্ছে। সেখানে প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতাদের আত্মীয় স্বজনদের সেখানে বহন করার জন্য সেই সমস্ত গাড়ীগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে, এই পুলিশ দপ্তরের কাছে এই গাড়ীর মালিকরা, যারা ভাড়া দিয়েছেন, তারা প্রায় এক কোটি টাকার মত পাওয়ানা হয়েছেন। গাড়ীর মালিকরা সেখানে বার বার গিয়ে ধর্না দিচ্ছেন তাদের টাকা দেওয়ার জন্য। তাদেরকে সেখানে

হেনস্থা করা হচ্ছে। অথচ আমরা দেখলাম এই মন্ত্রিসভার একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর আত্মীয় গাড়ী ভাড়া দিয়েছেন, উনি কিন্তু ঠিক সেখান থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ অন্যান্য যারা আছেন তারা সেখান থেকে সেই টাকা পাচ্ছেন না! তাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। স্যার, আমি এখানে উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই—।

এখানে মিহিরলাল সাহা এবং শ্রীমতি ইতিশা সাহা নামে দুইজন পুলিশ দপ্তরে গাড়ী ভাড়া দিয়েছেন। গাড়ীর নাম্বার টি, আর, টি ২৭০৫। সময়টা হচ্ছে ১, ৩, ৯০ইং হইতে ৩০, ১১, ৯০ইং পর্য্যন্ত টাকা পাওয়ানা হয়েছেন ১, ০৬, ৭৩৮ টাকা। টি, আর, টি, ২৫০৫, সময় হচ্ছে ১, ৩, ৯০ইং হইতে ৩০, ১১, ৯০ইং পর্য্যন্ত পাওয়ানা হয়েছেন ৯৪, ৮৬৪টাকা। টি, আর, এল, ৩২৬২, সময় হচ্ছে ২৯, ১, ৯০ইং থেকে ২২, ৭, ৯০ইং এবং ৫, ৯, ৯০ইং হইতে ৩০, ১১, ৯০ইং পর্য্যন্ত পাওয়ানা হয়েছেন ১৫, ৩০৩ টাকা এবং ৬৬, ৭২১, টাকা। এখানে স্যার, উনারা বলেছেন, অর্থনৈতিক সংকটে পুলিশের যে নিয়ম কানুন, সেই বিল দেওয়া ক্ষেত্রে সেই সমস্ত নিয়ম কানুনের কোন বালাই নেই। সেই প্রভাবশালীরা সেখানে প্রভাব খাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি ৭, ৬৬, ৮৫০ টাকা তুলে নিয়ে গেছেন। সেখানে বিল নাম্বার ৯৮০-৮১। ডি (১) পুলিশ, ৮৬ এবং তারিখ হচ্ছে ১০, ১, ৯১ইং এবং ব্যাংকের যে চেক, সেই চেক নাম্বার হচ্ছে বি,এ। ২০৯৯০৪২৩ তারিখ হচ্ছে ৮, ১, ৯১ইং, এইমূলে বেনামে সেখানে এই টাকা নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আজকে এই সমস্ত গাড়ীগুলি মন্ত্রীদের লোকজনদের বহন করছে অথচ টাকাটা দিতে হচ্ছে পুলিশ দপ্তর থেকে। এই ভাবে আজকে সেখানে টাকা হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি স্যার, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে যেখানে তেলের সংকট, উনারা বলেছেন, তেলের সংকট মোচনের জন্য, ব্যয় সংকোচনের জন্য বলেছেন অথচ আমরা দেখেছি আর একটি গাড়ীর নাম্বার সেই প্রভাবশালী মিহিরলাল সাহার নামে যে গাড়ীটা টি, আর, এল, ৩২৬২ এই গাড়ীটি ১, ১১, ৯০ইং তারিখে পুলিশের কাছ থেকে ৫০০ লিটার তেল তুলে নিয়ে গেছে। এই গাড়ীটা সেখানে এই সময়ের মধ্যে ভাড়া খাটানো হয়নি। গাড়ীটা কোথায় ছিল, কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তার কিছুই নেই। কিন্তু এখান থেকে ৫০০ লিটার তেল তুলে নিয়ে গেছে। এই ভাবে স্যার, অবৈধ কার্য্যকলাপের জন্য পুলিশকে সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে, পুলিশ দপ্তরকে সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে, টাকাগুলি হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তারজন্য কি আমরা এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারি? এই জন্য আমি বিরোধিতা করছি। স্যার, আর একটা ডিমাণ্ড কো-অপারেটিভ, মাননীয় সদস্য রসিকবাবু (গভর্ণমেণ্ট চীফ্ হুইপ) এখানে বলেছেন, উনাদের সময় নাকি কো-অপারেটিভ একেবারে উন্নয়নে মুখর। স্যার, আমি এই সম্পর্কে দু একটি কথা বলতে চাই। কো-অপারেটিভ কি? কো অপারেটিভ হচ্ছে যে গ্রামের মানুষকে সুযোগ দেওয়া। আমরা কংগ্রেসের

আমলে সেই পুরানো শচীনবাবু, সুখময়বাবুর আমলে থেকে আমরা দেখেছি। যখন কো-অপারেটিভ হয়েছিল, সেই সমস্ত কো-অপারেটিভের মধ্যে কি হয়েছিল? গ্রামের যারা জোরদার, মহাজন, গ্রামের যারা শাসক তারা কো-অপারেটিভের সদস্য হয়েছেন। তারা সেখানে ঋণ নিয়েছেন। গ্রামের মধ্যে যারা প্রকৃত খেত মজুর, যারা জুমিয়া, যারা কৃষক, ছোট কৃষক তারা সেখানে কোনদিন কো-অপারেটিভের মধ্য দিয়ে সুযোগ পায়নি। আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার যখন বিগত দিনে ক্ষমতায় এসেছিল তখন এই গ্রামের মানুষকে সেখানে সুযোগ পাওয়ার জন্য গ্রামস্তর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি সেই গ্রামস্তরের মধ্যে সেখানে প্যাকস্ তৈরী করা হয়েছে, পাহাড়ী এলাকাগুলির মধ্যে ল্যামপস্ তৈরী করা হয়েছে। স্যার, প্যাকসের মধ্যে যারা খেত মজুর, যারা ভূমিহীন, যারা বর্গাদার, যারা জুমিয়া তারা এক টাকায় বিনিময়ে সেখানে শেয়ার কিনেছেন এবং সরকার সেখানে ভর্তুকী ৪০ টাকা দিয়ে মূল্য দিয়েছেন। যারা বর্গাদার তারা পর্য্যন্ত সেই কো-অপারেটিভ থেকে ঋণের সুযোগ পেত। আজকে সেই সমস্ত সুযোগ সেখানে বন্ধ করে দিয়েছে। আজকে সেই সমস্ত কো-অপারেটিভগুলিতে আর নির্বাচন হচ্ছে না। এখন এটা গ্রামের লোটকারী লোকদের কাছে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এবং গ্রামের যারা প্রকৃত মানুষ গরীব মানুষ সেই সমস্ত কো-অপারেটিভ থেকে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। আমরা দেখেছি স্যার, গ্রামে গঞ্জে যারা কৃষি মজুরি পাট উৎপাদক ধান উৎপাদক, তাহারা তাহাদের পাট ধান সেখানে বিক্রী করতে পারছে না। আমাদের বামফ্রণ্ট আমলে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্এর মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পাট ধান ন্যায্য মূল্য দিয়ে কেনা হত। আমাদের আমলে কো-অপারেটিভ এর সাহায্যে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্এর সাহায্যে দোকান খুলে ন্যায্যমূল্যে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস জনসাধারণের কাছে পৌচে দেওয়া হত। কিন্তু আজকে সেখানে জোট সরকার সমস্ত দোকানগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে আমরা কি করে সেই বাজেটটি সমর্থন করতে পারি? স্যার। আর একটি ঘটনা স্যার, আমাদের আগরতলার হ্যাণ্ডলোম হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি। সেখানে আমাদের আমলে একজন সেলসম্যান ছিল নাম জ্যোতিষ ভট্টাচার্য্য তাকে ৬০,০০০ টাকা গড়মিলের জন্য আমাদের আমলে সাস্পেন্সন করা হয়। কিন্তু এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে সেই জ্যোতিষবাবু বুদ্ধং শরনাং গচ্ছামি করতে করতে বুদ্ধদেবের মন জয় করে নিল এখানে আমি ভগবান বুদ্ধের কথা বলছি না হ্যাণ্ডলোম হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট এর চ্যায়ারম্যান বুদ্ধ দেববর্মার কথা বলছি। এবং শ্রীদেববর্মা সেই ভট্টাচার্য্যকে চাকুরীতে বাহাল করেন। শুধু তাই নয়, প্রমোশনও দিয়েছেন। এমন কি শ্রীভট্টাচার্য্যের স্ত্রীকেও সেখানে চাকুরী দিয়েছেন।

তাকে একেবার স্যালসম্যান থেকে নিজের একান্ত সহকারী করে নিয়েছেন। কাজেই, বুদ্ধ নাম্ যে

চাকুরীর বাণিজ্য করছেন, তা যদি ভবিষ্যতেও এভাবে করতে থাকেন, তাহলে কি কংগ্রেস(ই) বা উপজাতি যুব সমিতি, কেউ আপনাকে রেহাই করবে না, যেমন আপনার পূর্বাশার লোকজনই একদিন এই ক্ষিতীশ বাবুকে শীলের দোকান থেকে ক্ষুর নিয়ে জোর করে মাথা কামিয়ে দিয়েছিলেন। সে দিন পূর্বাশার কর্মচারীরাই তাকে ধরার জন্য এদিক সেদিক দৌড়াদোড়ি করেছিল, অন্য কেউ এই কাজ করতে সেখানে আসেনি। কাজেই বুদ্ধ বাবু আপনি তো ইতিমধ্যেই পূর্বাশার হ্যাণ্ডলুমকে হ্যাণ্ডিক্যাপড করে দিয়েছেন, আর হ্যানডি ক্যাপড করার মতো বাকী কিছু নেই, কাজেই আপনারা প্রশাসনকে উন্নয়নমুখী করবেন বলে যে কথা বলছেন, তার মধ্যে বিন্দু মাত্র সত্যতা নেই। তাই, আমি এই যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী, সেগুলিকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না, অন্য দিকে আমার বিরোধী দল থেকে এই সমস্ত ব্যয় বরাদদের উপর যে সমস্ত কাট মোশান্স এসেছে, সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীবীরজিত সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিরোধী দল থেকে এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাট মোশানস আনা হয়েছে, সেগুলির বিরোধিতা করে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। এই রাজ্যে কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশেষ করে ত্রিপুরার গ্রামীণ মানুষের অভাব দূর করার জন্য, যারা পিছিয়ে রয়েছে, যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে, তাদের উপরে তুলে আনার জন্য আমরা কাজ করে চলেছি। ১৯৮০ সাল থেকে আই, আর, ডি, পি স্কীম চালু হয়েছে, এটা হচ্ছে প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের গরীবদের জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছেন, সেই কর্মসূচীর একটি অংশ। স্যার, বামফ্রণ্টের আমলে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাস এই রাজ্যে মোট ৮৩,৪২৪ জনকে বেনিফিসিয়ারী হিসাবে আই. আর, ডি, পি দিয়েছেন। অন্য দিকে আমাদের জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে ৬১, ৩৬৭ জনকে বেনিফিসিয়ারী হিসাবে আই, আর, ডি, পি দিয়েছি এবং ১৯৯০-৯১ সালের এক বছরের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে ২৩,৯৮২ জনকে আই, আর, ডি পি দিয়েছি যার. পার্সেনটেজ হচ্ছে ৩০০ উপর। বিরোধী সদস্যরা জানেন যে ১৯৮১ সালে যে জন গণনা হয়, তাতে জানা যায় যে ত্রিপুরাতে গ্রামীণ, এলাকায় মোট ২লক্ষ ২৬ হাজার পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। অর্থাত, ত্রিপুরা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৯ জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। ভারত সরকারের নির্দেশিকা মত ৯০ শতাংশ পরিবারকে আই, আর, ডি, পিতে কাভার করার কথা বলা হয়েছে এবং এই ৯০শতাংশ হিসাবে আমাদের এই রাজ্যে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ২লক্ষ ৪হাজার পরিবারকে কাভার করতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা ১লক্ষ ২৪হাজার ৯৮৬ জনকে কাভার করতে পেরেছি

এবং ১৯৯৫ সালের মধ্যে আমাদের আরও ৮৯ হাজার জনকে কাভার করতে হবে। আমাদের যে-টার্গেট আছে, তাতে আমরা আশা করছি যে ১৯৯৫সালের আগেই আমরা সেই টার্গেটে পৌছাতে পারব আমাদের গভার্ণমেণ্ট ১৯৯৫ সালে সেই টার্গেট ফুলফিল করবে। আই, আর, ডি, পির যে টার্গেট সেটা আমরা ফুলফিল করে দিয়েছি। সুতরাং আজকে এই সরকার আই, আর, ডি, পি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোন দলবাজী করছে না। আমাদের টার্গেট ছিল দুই লক্ষ চার হাজার মানুষকে আই, আর, ডি, পির আওতায় আনবো। সেখানে কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, সি, পি, আই (এম) কিছু বুঝি না। সরকারের সমীক্ষায় যারা এসেছে তারা সবাই পাবে। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কাট মোশন এনে বলা হয়েছে যে, আমরা নাকি চুড়ান্ত দলবাজী করেছি। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, শুধু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এগুলি এনেছেন। সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট দেখে উনারা কাট মোশন এনেছিলেন যে, যারা প্রান্তিক চাষী তাদের জন্য নাকি আমরা হাউজিং স্কীম দেই নি। আমাদের জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে তিন হাজার প্রান্তিক চাষীকে হাউজিং স্কীমের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা করে লোন দিয়েছি। চলতি বছরে এক হাজারের মধ্যে টোট্যাল ৩ হাজারের জন্য দেওয়া হয়েছে চার কোটি ৫০ হাজার টাকা। এই বছর এক হাজার টাকার স্কীমে দেওয়া হবে। তার মধ্যে ৩৬ জন ঋণ নিতে অস্বীকার করেছে। এই ৩৬ জন বাদে সবাইকে দেওয়া হবে। ১৫ হাজার টাকার স্কীম এবং এক হাজার টাকা মোট এই ষোল হাজার টাকা। তারা ২২ বছরে পরিশোধ করবে। এখানে কাট মোশন আনা হয়েছে যে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নাকি এন, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি দিয়ে দলবাজী করছেন। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, এন, আর, ই, পি, বলে কোন স্কীম নেই। এন, আর, ই, পি, এর, পরিবর্তে জওহর রোজগার যোজনা একটা স্কীম আছে। যেটাতে বিশ ভাগ দেবে রাজ্য সরকার এবং ৮০ ভাগ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে চলতি বছরে দকুইটা স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে। তাতে খরচ হবে ৯ কোটি ৭৪ হাজার টাকা। জওহর রোজগার যোজনায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। আজকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার টেকনোলজি মিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের ঘরে ঘরে সেই পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। যেটা বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ভাবা যায় নি। এখানে কাট মোশনে উল্লেখ করা হয়েছে পি, জি, পি, বেনফিসারীসদের জন্য তৈরী করা বনায়ন থেকে বাংলাদেশে গাছ কেটে পাচার করা হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮৩ সাল থেকে এই স্কীম চালু হয়েছে। এখনও ব্যবহার করার মত উপযোগী হয় নি। কাজেই বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে বলে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করছেন,

আদিম জাতি বিশেষ করে রিয়াং কমিউনিটিকে উন্নত করার। স্যার, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ গিয়ে পৌঁছায়নি সেখানে সাইন্স অ্যাণ্ড ট্যাকনলজি ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় সোলার লাইটের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তারা যাতে বিশ্বের খবর জানতে পারে, সমগ্র দেশের খবর জানতে পারে, সেজন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে টেলিভিশন সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। স্যার, বামফ্রন্টের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি, গ্রামীণ উন্নয়নের সুযোগ দলবাজীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তখন ফুড ফর ওয়ার্ক চালু ছিল। স্যার, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মিছিলে না গেলে কাজ দিত না। আর মিছিলে যোগ দিলেই কাজ করতে হত না, এমনি মেনডেস্ পেয়ে যেত। এই ছিল তাঁদের নীতি। আমরা সরকারে এসে ঠিক করেছি, একদিকে শ্রমিকের কর্ম সংস্থান করব, অন্যদিকে সম্পদ সৃষ্টি করব। স্যার, জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে গ্রামে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। এটা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন ? (ভয়েস ফ্রম সুনীল চৌধুরী :- কোথায় হয়েছে ? কোন গ্রাম ? নাম বলুন।) কেন, আপনারা সাব্রুমের দিকে তাকান। যাত্রী নিবাস তৈরী করা হয়েছে। এমন কি শ্মশান তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বামফ্রন্টের আমলে এত টাকা এ সব কাজের জন্য বরাদ্দ করতেন না। পুরো টাকাটা নিয়ে আপনারা দলবাজী করেছেন। আমরা একদিকে সম্পদ সৃষ্টি করছি, অন্যদিকে কাজের সংস্থান করা হচ্ছে। ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার পর বলতে পারব, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করার লোক আমাদের রাজ্য আর নেই। এই মূল উদ্দেশ্য নিজেই আমরা এগিয়ে চলছি। স্যার, এইটা আমাদের চেষ্টা। এর জন্য আমরা ৯০ হাজার টার্গেট সামনে নিয়ে চলছি। স্যার, আই, আর, ডি, পি, এর মাধ্যমে দারিদ্র সীমার উপরে যাতে উঠাতে পারি সে চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এখন ৮০ হাজার পরিবার আছে। আরো কিছু বাড়তে পারে, সেজন্যই ৯০ হাজার টার্গেট ধরেছি। কাজেই এখানে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি এবং যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে আনা হয়েছে তা সমর্থন করছি এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি আলোচনার জন্য পেশ করেছিলেন সেগুলিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, হাসপাতালে অব্যবস্থা সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। ১৯৭৭ইং সালে কংগ্রেস রাজত্বের শেষ দিকে আমাদের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ছিল ১৪৬টি এবং তাতে চিকিৎসার সুযোগ পেতেন ২৩,৯৮৭ জন। আর বামফ্রন্ট সরকারের ১০ বৎসর-

কাল শাসনের মধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০৬টি এবং বছরে চিকিৎসার সুযোগ পেতেন ৭, ১৮, ৪৯৯ জন। আউট ডোরে সহ সেই সংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষর মতো। এই জোট সরকারের তিন বছরের রাজত্বের পর ৫০৬ থেকে একটি হাসপাতালও বাড়ে নি। অথচ টাকা বরাদ্দ করার জন্য উনারা এখানে সাংঘাতিক ভাবে হৈ চৈ করেন এবং বলেন বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে কিছু-ই হয়নি। স্যার, আজকে জোট সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। আজকে জি, বি. হাসপাতালের কথা কি বলব। হাসপাতালগুলিতে আজকে ঔষধ পাওয়া যায় না, ডেটল নেই, ফিনাইল নেই, বেড প্যান নেই। হাসপাতালে ঢুকতে হলে নাকে রুমাল দিয়ে ঢুকতে হয়। এই হচ্ছে হাসপাতালের চেহারা। স্যার, এটা আমার কথা না, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কথা, যারা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান তাদের কথা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রাতো আর হাসপাতালে যান না, সাধারণ গরীব লোকের মতো তাদের জেনারেল বেডেও শুতে হয় না। সুতরাং তাঁরা এটা বুঝবেন না। দুর্গন্ধে হাসপাতালগুলিতে দাঁড়ানো যায় না। রুগ্ন অসহায় মানুষ হাসপাতালগুলিতে যান চিকিৎসার জন্য, নীরোগের জন্য। সেখানে নীরোগের তো কোন প্রশ্নই উঠে না, বরং রোগী আরও রোগী হয়ে ফিরে আসেন। এই হচ্ছে জোট সরকারের আমলে হাসপাতাল গুলির চেহারা। স্যার, জি, বি হাসপাতাল শুধু নামেই রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল। সেখানে রোগীদের আর্তনাদে ডাক্তার, নার্স'রা দিশেহারা হয়ে যান যে, কি করবেন। কারণ, সেখানে কোন ঔষধ পত্র নেই। যেখানে রাজ্যের প্রধান হাসপাতালটির এই অবস্থা, সেখানে গ্রামে গঞ্জের হাসপাতালগুলির কি অবস্থা সেটা সহজে অনুমেয়। জি, বি হাসপাতালে এ্যাকস-রে ইউনিটটি বন্ধ, রক্তের টাকা দেওয়া বন্ধ, টি, বি রোগীদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া বন্ধ। রাত্রিতে নার্সদের নিরাপত্তা নেই। যক্ষা বিভাগে কর্মী নেই, ক্যানসার বিভাগেও কর্মী নেই, ঔষধপত্র বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়, জীবনদায়ী ঔষধের কথা বাদই দিলাম। এই হচ্ছে স্যার, জি, বি হাসপাতালের অবস্থা। এখন বলছি স্যার, ভি, এম হাসপাতাল সম্পর্কে- মাতৃ সদন, শিশুসদন, ইমারজেন্সী, এক্সরে, ব্লাড ব্যাংক ও প্যাথলজিগুলির কি হাল হাসপাতালে ঢুকলে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। মাতৃসদনে ঢুকলেই রোগীদের যন্ত্রণার চাইতেও রাজ্যের সুপ্রাচীন এই হাসপাতালের নিজেরেই মৃত্যু যন্ত্রণা চোখে পড়ে। শিশুসদনেরও করুন অবস্থা। দুর্গন্ধময় মেঝেতে ধূলামাখা সতরঞ্জিতে গড়াগড়ি খায় আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ শিশুরা। এই হচ্ছে ভি. এম, হাসপাতালের অবস্থা। কিন্তু এখানেও আমাদের মাননীয় মন্ত্রী টাকার জন্য ডিমাণ্ড এনেছেন কিন্তু এই ডিমাণ্ডকের আমরা কি করে সমর্থন করতে পারি? তাই এই ডিমাণ্ডকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না।

রাজ্যের হাসপাতালগুলির যদি এই অবস্থা হয় তাহলে রাজ্যের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গ্রামীণ হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল সেখানে কি অবস্থা চলছে তা সহজে

অনুমেয়। রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ এই সরকারের কাছে কি আশা করতে পারে? আগরতলা হচ্ছে মেন শহর অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। এই মেন শহরের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালগুলির কি অবস্থা হবে? তাই গ্রামাঞ্চলের হাসপাতালগুলির কি অবস্থা সেগুলি আর বিশেষ করে বলার অপেক্ষা রাখে না। স্যার, এখন হাসপাতালের পথ্য সম্বন্ধে কিছু বলছি। হাসপাতালে আমিষ বন্ধ করে দেওয়া হলো। স্বাস্থ্য অধিকর্তা কিছুই জানেন না। ডাক্তারকে কোন কিছু না বলেই সেখানে নিরামিষের ব্যবস্থা হলো। স্যার, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। কে ডিরেকশ্যান দিলেন মন্ত্রী না ডাক্তার তাহলে আমরা কি বুঝব? নিরামিষ যদি দিতে হয় তার জন্য নিয়ম মাফিক খাদ্য দিতে হয় অন্ততঃ আড়াই হাজার ক্যালরী দিতে হয়, এটা মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা জানি না কিন্তু অর্ডার তো দিয়ে দিয়েছেন। হাসপাতালে নিরামিষ খেতে দিতে হবে, খাদ্যের গুণগত মান বাড়াতে হবে। দুধের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বামফ্রন্টের সময় পথ্যের খরচ হত প্রায় ৭০ ভাগ টাকা। বামফ্রন্টের আমলে হাসপাতালে খাদ্য তালিকা হচ্ছে, চাল ২০০ গ্রাম, মুসুরী ২৫.১ গ্রাম, মাছ ১৮.৬ গ্রাম, ডিম ২টা (১০০ গ্রাম গড়ে) ১৩.৩ গ্রাম, মাংস ১০০ গ্রাম সপ্তাহে ১দিন) ২১.৪ গ্রাম, রুটি (৪টুকরো) ৭.৮ গ্রাম, মাখন ৫০ গ্রাম, আর ফল দেওয়া হত (ক) কলা ৪টি, (খ) কমলা ১টি, (গ) আপেল ১টি, দুধ ১লিটার দিনে। আর আজকে হাসপাতালে কি খাওয়াচ্ছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। অনেকে বলেন এখন মিষ্টি কুমড়া খাওয়ায়। এই হচ্ছে হাসপাতালের দুরাবস্থা। এই দুরাবস্থার একমাত্র কারণ কোম্পানীর টাকা দিতে পারছে না, কনট্রাক্টারদের কোটি কোটি টাকা বাকী পড়ে আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪লক্ষ লোক কি করে আশা করতে পারে ভাল জিনিস পাবে, এইটা আশা করতে পারে না। কয়েক কোটি টাকা দেনার দায়ে আজকে হাসপাতালগুলির এই রুগ্নদশা। অ্যাম্বুলেন্স নেই। যেখানে এম্বুলেন্স আছে সেখানে তেল নেই, এই হচ্ছে হাসপাতালের চেহারা। এম্বুলেন্সের চেহারা, এইখানে আমাদের সদস্য কেশববাবু বলেছেন উদয়পুর হাসপাতালের কথা! ডাক্তাররা যদি বলেন ঔষধ নেই, কিছুনেই তাহলে ডাক্তাররা মার খাবে। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি নিশ্চয়ই জানেন উনার এলাকা মহারানীতে ত একটা হাসপাতাল আছে। তিনি যেতে পারেন, কারণ তিনি ত সেখানে ডাকবাংলোতে ১-২ রাত্র নিশ্চয়ই কাটান। তিনি গিয়ে দেখে আসুন হাসপাতালের কি অবস্থা। এই হচ্ছে স্যার, হাসপাতালের চেহারা। কাজেই এইখানে হাসপাতালের উপরে যে বাজেট সেটাকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা, আর বিরোধী দল থেকে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী কাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা

অর্থমন্ত্রী যে বাজেট গত ৪ তারিখে পেশ করেছেন সেটাকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং আমার বিরোধী বন্ধুদের যেসমস্ত কাটমোশান তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সমর্থন করছি এই কারণে এই বাজেট ত্রিপুরার ২৪লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা রূপায়নের বাজেট। এই বাজেট জাতি, উপজাতি, পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, প্রতিটা দপ্তরে যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষ, সুযোগ পেতে পারে, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যের সুযোগ পেয়ে তারা এগিয়ে আসতে পারে সমাজের প্রথম সারিতে, সেইসব এইখানে রাখা হয়েছে। কারণ, আমরা জানি মাননীয় সদস্যরাও জানেন এইসমস্ত সমস্ত বিশ্বব্যাপী প্রচেস্টা চলছে আগামী ২হাজার সালের মধ্যে সবার কাছে স্বাস্থ্যের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কি বিশ্বে, কি দেশে, কি রাজ্যে সব জায়গায় চলছে এই প্রস্তুতি। সেই অনুসারে আমরাও কর্মসূচী নিয়েছি। সেই কর্মসূচীকে রূপায়নের জন্য আমাদের এই বাজেট। সেইভাবে আমাদের বাজেটের মধ্যে আর্থিক অ্যালটমেন্ট আমরা রেখেছি। সেইভাবে আমাদের বাজেটের ডিমাণ্ডের মধ্যে আর্থিক এলটমেণ্ট আমরা রেখেছি। বিশেষ স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী আমরা প্রিভেনটিং মেজারের উপর জোর দিয়েছি। কারণ এইটা ১৯৮২ সাল থেকে সমস্ত রাজ্যে সমস্ত রাষ্ট্রে ইনট্রোডিউস হয়েছে যাতে করে হসপিটালে ভীড় কমানো যায়, যাতে করে সত্যিকারের সবাইকে সুস্থ রাখা যায়। আর এই জন্যই এই প্রিভেনটিং মেজারের উপর আমাদের জোর দিতে হবে, যার জন্য আমরা ট্রেনিং সেণ্টারের মাধ্যমে আমরা ট্রেনিং দিয়ে গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে দিচ্ছি যাতে করে তারা প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে এবং সেই ভাবে স্বাস্থ্যের সুযোগ তারা পৌঁছে দিতে পারে, যার জন্য, আমরা এখন পর্য্যন্ত ৫২৯ টা সাব সেণ্টার খুলেছি। আগে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে মাত্র ৪৫ টা সাব সেণ্টার পেয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যে। এর বেশী উনারা করবেন কি করে প্ল্যানিং সেণ্টারতো উনারা করতে পারেন নি। আমরা এসে তড়িগড়ি করে এগুলি ওপেন করেছি এবং দুইটা বেস এখন সেখানে বেরোনোর পথে এবং এই প্রিভেনটিং মেজারকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে আমরা দশটা পি, এ, সির কনষ্ট্রাকশান এখন প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি সকালবেলা প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে বলেছি যে ২০ টা কনষ্ট্রাকশান আছে, ৩৯ টা আমাদের এপ্রোভ্যাল আছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় তার অনুমোদন দিয়েছি যাতে করে সমস্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ তার সুযোগ পেতে পারে এবং ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য এইটাকে আমরা সম্পূর্ণ করতে পারবো, তার প্রচেস্টা করছি এবং সেইভাবে আমাদের কাজ চলেছে। এখন একটা বাধা আমাদের এখন ৫২৯ টার জন্য আমাদের মেল ফীমেল মাল্টি পারপাস ওয়ার্কারের দরকার আমরা ট্রাইবেলদের মধ্যে সেটা পাচ্ছি না। কারণ, উনারা ১৯৮০ সালে যে কমিউনিষ্ট রেগুলেশানের একটা মোহরা দিয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে যার ফলে গত দশ বছর কোন ইন্টারিয়েল ডেভেলাপমেণ্ট ইনক্লুডিং দ্যা এডুকেশান ইনস্টিটিউশান, সব বন্ধ ছিল। ট্রাইবেলরা

পড়াশুনা থেকে বঞ্চিত ছিল, যার ফলে আজকে আমরা মেট্রিক পাশ এস টি পাচ্ছি না। আমরা চেষ্টা করছি কোয়ালিফিকেশান রিলাকস করে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার করে নেওয়া যায় কি না, যাতে করে ট্রাইবেল অঞ্চলে এই সমস্ত মেজারগুলি উনারা জাতি উপজাতির কাছে পৌঁছে দিতে পারে এবং আমাদের এই কর্মসূচীগুলি যাতে বাস্তবায়িত করতে পারি। তার লক্ষ্যে আমাদের কনট্রোল পোগ্রামগুলি আছে লিপ্রোসিভ কন্ট্রোল পোগ্রাম, টি, ভি, কনট্রোল পোগ্রাম, মেলেরিয়া ইরিগেশান আছে এইগুলি আছে, আমরা এবার দেখেছি লিপ্রোসিভ কনট্রোল পোগ্রাম করতে গিয়ে তারা যাতে সুস্থ হন, তাদের রি হেভিলিটেশানের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে সেটা যথেষ্ট নয়। তারজন্য এই বছর থেকে আমরা চিন্তাভাবনা করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের পেট্রোনে এন্টি লেপ্রোসি সোসাইটিকে আমরা ইনট্রডিউসড্ করেছি। আমাদের এন্টি লেপ্রোসি সোসাইটির পক্ষ থেকে সীল বিক্রি করেছি এবং সেই সিল বিক্রির টাকা দিয়ে এই লেপ্রোসি আক্রান্ত রোগীদের যাতে চিকিৎসা হয় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। এবং এই টি, বি, এর কথা আপনারা বলেছেন। এই টি, বি, রোগীদের ফাইন্যানশ্যাল এইড্ দেবার ব্যবস্থা করেছি। আগে আপনাদের সময়ে এই ফাইন্যানশ্যাল এইড পেতে হলে রোগীদের সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, ইনকাম সার্টিফিকেট ইত্যাদি দিতে হত ফলে রোগী মারা গেলেও সেই ফাইন্যানশ্যাল এইড্ আর পেত না। কিন্তু আমরা সেটাকে অনেক সহজ করে দিয়েছি। শুধু মাত্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট হলেই চলবে যে তিনি একজন টি, বি, রোগী। তারপর স্যার, এইডস্ রোগের প্রতিরোধের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। প্রায় ১০০০ এর উপরে বিভিন্ন ওয়াক্ অব্ লাইফ থেকে আমরা ব্লাড টেষ্ট করেছি। তারপর স্যার, ক্যানসার ডিটেকসনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছি। এবং বিভিন্ন অবস্থায় ক্যানসার রোগীদের যাতে আমরা চিকিৎসার জন্য জায়গা দিতে পারি তারজন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। তারপর ব্লাইণ্ডনেস প্রোগ্রাম-এইটাতে আমরা যাতে এখানে আই ট্রানসপ্লান্টেশন করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি এবং আই ব্যাংক এর প্রভিসনও এখানে রয়েছে। কাজেই এই সব উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তো উনারা বাধা দেবেই।

স্যার, কিউরেটিভ মেজার এর জন্য আমরা অনেকগুলি আপগ্রেড করেছি। আমরা ওয়েষ্ট ডিস্ট্রিক্ট্ হাসপাতালটির ফাউণ্ডেশন উনাদের আমলে দেওয়া হয়েছিল আমরা সেটাকে কমপ্লিট করেছি এবং এবপর দক্ষিণ জেলায় আগামী আর্থিক বছরে হাসপাতালটির কাজ ধরব। এবং যাতে আরো কিউরেটিভ মেজারস্ এর সুযোগ আমরা সম্প্রসারণ করতে পারি সেইজন্য বিলোনিয়া এবং কমলপুরেও বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছি। স্যার; একটা কথা উনাদের দলনেতা স্বীকার করেছেন—তিনি বলেছেন যে, এস, বি, দত্তকে আমরা অনেক চেষ্টা করেও আনতে পারিনি কিন্তু আপনারা তাকে এনেছেন তারজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকে এই কিউরেটিভ মেজার এর জন্য অনেক মডার্ণ ইকুইপমেণ্ট

কিনেছি এবং এখন কম্‌পিউটারাইজড মেসিনে অপারেশন হচ্ছে এবং ইন্‌টেনসিভ কেয়ারের জন্য কন্‌স্‌ট্রাকসন করেছি। আর ভি, এম, এর কথা উনারা বলছেন। এই ভি, এম হাসপাতালের লেবার রুমের আগে কি অবস্থা ছিল ? টাকা খরচ করে বর্তমান সরকার সেটা ঠিক করেছে। আগে সেখানে হাঁটু জল উঠে থাকত। আমরা ট্যাকস্‌ ফোর্স থেকে কিছু টাকা পেয়েছি জি, বি ও ভি, এম হাসপাতালের জন্য। তারা স্যার, হাসপাতাল চান না।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— পয়েন্ট অব্‌ অডার স্যার, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতালগুলির কি অবস্থা সেটা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি করা হোক্‌, এই বিধানসভা থেকে।

শ্রীকাশারাম রিয়াং (মন্ত্রী)—আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের হয়ে কাজ করছি কাজেই এটা উনাদের সহ্য হচ্ছে না। এই জন্য উনারা সেটা বিরোধিতা করছেন।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— উনাদের কোন কাজ নেই, শুধু কমিটি। উনাদের প্রত্যেককে এটা বলতে শুনি। সুতরাং উনাদের প্রত্যেক বিধায়ককে দিয়ে এক একটি কমিটি করানো হোক্‌। কথায় কথায় শুধু কমিটি।

শ্রীসমর চৌধুরী:— স্যার, আমি গত পরশুদিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম। কি একটা অবস্থা।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী:— ট্রাইবেলরা মিথ্যা কথা বলেনা স্বীকার করি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে এগুলি বলে যাচ্ছেন। উনার সংগে থেকে আপনারা সত্য কথা বলতে পারবেন না।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, কেশববাবু এপয়েন্টমেন্টের কথা বলেছেন যে আমার দপ্তরে নাকি এপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে না ! আর চিত্তবাবু বলেছেন উদয়পুর হাসপাতালের কথা। কি অবস্থা ছিল উদয়পুর হাসপাতালের ? সেখানে লেট্রিন বাথরুম ছিলনা বললেই চলে। আমাদের সরকার ২লক্ষ টাকা খরচ করে সেখানে লেট্রিন বাথরুম ঠিক করেছে। আজকে সেখানে বড় বড় সার্জেন দিয়ে মেজর অপারেশন হচ্ছে। চিত্তবাবু থাকলে ভালো হত। ২৫ তারিখ দুইজনের গলব্লাড়ার অপারেশন হয়েছে। তারমধ্যে চিত্তবাবুর আত্মীয়ও আছে। উনারা কয়টা হাসপাতালের খবর রাখেন, উনারা মনে করেছেন আগের যে চিত্র ছিল, তা এখনও বুঝি আছে। স্যার, উনারা যে ভাবে গত ১০ বছর করে গেছেন, কোন হাসপাতালে উনারা যান নি। এমনকি কোন কাজ পর্য্যন্ত উনারা করেন নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোন হাসপাতালে একটি বেডপেন পর্য্যন্ত নেই। বাইরে থেকে বেডপেন কিনে রোগীদের দিতে হয়, এই হচ্ছে অবস্থা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, নকুলবাবু যে মেডিসিন এবং ইক্যুইপ্‌মেন্টসের কথা বলেছেন, উনি অবশ্য বক্তব্য রাখেন নি। সেটা আমি বার বার বলেছি। এই বছর আমরা ১১টি এক্স-রে মেশিন কিনেছি। জি, বিতে ইক্যুইপমেন্টস্‌ আমরা ৬১লক্ষ টাকার কিনেছি। ভি, এমের কথা বলেছি। কাজেই আজকে যে এম্বুলেন্স এর কথা এনেছে, আমরা প্রত্যেক পি, এইচ, সিতে এম্বুলেন্স দিতে পারি নি। সেইগুলির ব্যবস্থা করতে গেলে প্রচুর টাকা লাগবে। তারপর প্রত্যেক পি, এইচ, সিতে এম্বুলেন্স চাইবেন আবার কাট মোশান আনবেন, দুইটা এক সঙ্গে হবে না। যে কোন একদিক ছাড়তে হবে। তারপর কেশববাবু আর একটি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের উপর কাট মোশান এনেছেন যে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের সুযোগ উনার গ্রামে পৌঁছে নি। আমি কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে, প্রত্যেকটি পি, এইচ সি সাব সেন্টারে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের সুযোগ আছে। আমরা উনার কনস্টিটিউয়েন্সির 'ভুলামুড়াতে' কয়েকটি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের ক্যাম্পও করেছি। কাজেই উনি কোথা থেকে এইসব অবতারণা করেন জানি না। বাদলবাবু এখানে কাট মোশান এনেছেন যে, আমপুরাতে একটি সাব সেণ্টারের জন্য। কিন্তু আমপুরাতে অনেক দিন আগে থেকে সাব সেণ্টার আছে। তারপরও তিনি আমপুরাতে আর একটি সাব সেণ্টারের জন্য দাবী করছেন। তারপর সুবোধবাবু বলেছেন খেদাছড়াতে চাই, আমরা খেদাছড়াতে দিয়েছি। এই রকম আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১০টা, ২০টা, ৩০টা, ৩৯টা কনস্ট্রাকশনের অ্যাপ্রুভ্যাল দিয়েছি। সেই খেদাছড়া, ওয়াইফাং বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, ট্রাইবেল এরিয়াতে ৬০ পারসেণ্টের উপরে আছে। কাজেই আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যের সুযোগ সম্প্রসারণ করতে আমরা চেষ্টা করেছি। সেখানে উনারা কাট মোশান এনে বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— তারপর হচ্ছে আপনাদের বক্তব্য আমাদের ডিমাণ্ড নম্বর ২৯ এর সঙ্গে কোন মিল নেই রুদ্রেশ্বর বাবু। রিলিফ ক্যাম্পের রিফিউজিদেরকে আপনারা বলেছেন প্রেরণ করার জন্য। ডিমাণ্ড নম্বর ২৯ এ যে খরচ হয়েছে সেগুলি রিফিউজিদের জন্য খরচ হয়। এবং এই টাকাগুলি সব সেন্ট্রালের অনুদান এবং সব ব্যয় সেন্ট্রাল বহন করেন। যে সমস্ত ব্যয় করে বা ব্যয় হয়ে থাকে সেটি সেন্ট্রাল বহন করে থাকে। এবং বাংলাদেশ রিফিউজি প্রেরণের ব্যাপারে আপনারাই বলেছিলেন। সেই রিফিউজি প্রেরণের ব্যাপারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১১ তারিখ উনার ভাষণে বলেছিলেন যে ২০ তারিখের মধ্যে তারা যেতে পারে এবং তারা তাদের ভোট

দিতে পারে। স্যার, আসল কথা হল তারা সবসময় গোলমাল করতে চায় ও বিরোধিতা করতে চায়। আপনারা ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। অন্য পঞ্চায়েত গঠন করেছিলেন সেটি কি আপনারা ভুলে গেছেন। সেই পঞ্চায়েত নামে মাত্র, পরিচালনা করতেন শান্তি সেনা। সেটিও নামে মাত্র শান্তি সেনা আসলে লাঠির সেনা। আপনারা ল এণ্ড অরডারের কথা বলছেন, আপনারা ক্ষমতায় থাকা কালীন আমাদের বিরোধী দলের নেতা তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবুর বক্তব্যটা একটু দৃষ্টি পাত অনুসারে আমি বলছি তিনি পক্ষপাত করেছিলেন ১৯৪৭-৭৭ সাল পর্যন্ত কতজনের খুন হয়েছে? আর উনিই উত্তর দিয়েছিলেন ১৬ জন। আর এখন ১৯৭৭-৮৭ সাল পর্যন্ত কত জনের খুন হয়েছে? সেটি আপনাকে বলতে হবে না বা আপনাদেরকে বলতে হবে না। সেটি সকল জনসাধারণই জানে। কাজেই আমি এই রকম রাজনীতি বন্ধ করতে অনেক বারই বলেছিলাম। কাজেই আজকে উনারা আমাদের শুভ সুচিন্তাকে সমর্থন করতে পারছে না। কাজেই আমি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছে তাকে পূর্ণ সমর্থন করার জন্য। আমি সেই বাজেটটিকে পূর্ণ সমর্থন করছি। বিরোধী পক্ষ সব সময় বিরোধীতা করবেন। তাহাদের ১০ বছর শাসন কালে উপজাতিদের জন্য কি করেছেন? শুধু মাথায় টুকরি দিয়ে এন, আর, ই, পি এস, আর, ই,পি, করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ ছিল না। সমাজ উন্নতির কথা ভুলেগিয়ে উপজাতিদের হেস্তন্যাস্ত করে তাহাদের দলে আনার চেষ্টা ছাড়া আর তারা কিছুই করতে পারে নাই। তারা শুধু শিখাইয়াছেন ইন্‌কলাব, জিন্দাবাদ। আর সব সময় পাহাড়ী, পাহাড়ী বলে চিৎকার করত। দশরথবাবুকে ভেবেছিল মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এই দশরথবাবু এখনো প্রথম সারির নেতা হতে পারে নাই। উপনেতা উপ মুখ্যমন্ত্রীই রয়ে গেছেন। তাদের জন্য আমরা কিছু বরাদ্দ করেছি, এই ডিমাণ্ড নং ২৬-এ যার মেজর হেড হচ্ছে ২২২৫। কিন্তু কেশববাবু সেটা চান না, আর চান না বলেই এর বিরুদ্ধে কাট মোশান এনেছেন। অন্য দিকে খগেন্দ্র জমাতিয়া চান যে, এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের জন্য কিছু বরাদ্দ থাকুক। কাজেই, আমি বলতে পারি যে, এই কমিউনিষ্টরা উপজাতিদের জন্য দুই মুখী নীতি নিয়েছেন। তাদের একদল বলছে উপজাতিদের যাতে কোন রকম উন্নতি না হয়, অন্য একদল চাইছেন উপজাতিদের সত্যিকারের উন্নতি হউক। তাদের এক দল চাইছেন এই রাজ্যের পাহাড়ীরা তাদের জাতি সত্তার কথা ভুলে কমিউনিষ্ট আন্দোলন করুক, অন্য দল বলছে যে না পাহাড়ীরা তাদের নিজেদের জাতি সত্তার আন্দোলন করুক।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার। স্যার, আমাদের যে, রুলস অব প্রসিডিউর আছে, তাতে কাট মোশান আনার প্রভিশন আছে এবং আমরা বিরোধীরা সেটা করতে পারি, এটা আমাদের অধিকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রুলস অব প্রসিডিউর অনুযায়ী তো আপনারা কাট মোশান এনেছেন, এর মধ্যে আবার ডিস্প্যুটটা কোথায় ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, কাজেই আমি বলেছিলাম যে, এই কমিউনিষ্টদের মধ্যে দুই দল আছে, এক দল হচ্ছে নন-ট্রাইবেল কমিউনিষ্ট আর এক দল হচ্ছে ট্রাইবেল কমিউনিষ্ট। ট্রাইবেল কমিউনিষ্টরা বলছে যে, ট্রাইবেলদের জাতি সত্তার বিষয় নিয়ে আন্দোলন করা হউক, অন্য দল বলছে না জাতি সত্তা নয়, কমিউনিষ্টদের রক্ষার জন্য আন্দোলন করা এটা, স্যার, আজ তাদের বক্তব্যের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, আর সেজন্যই তাদের দলের ট্রাইবেল সদস্য চাইছেন যে করে হউক এই রাজ্যের ট্রাইবেলদের উন্নতি হউক, আর নন- ট্রাইবেল সদস্য কাট মোশান এনে তাঁর বিরোধীতা করছেন। কাজেই, এই কমিউনিষ্ট দলের স্ববিরোধী কার্যকলাপের জন্যই আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ীদের আর্থিক বুনিয়াদকে নষ্ট করে ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। স্যার, আমি এখানে একটা চিঠির কথা বলছি, সেটা শাখাং টাং গাঁও প্রধান মনীন্দ্র রিয়াংকে এ, টি, টি, এফের পক্ষ থেকে ১৫ হাজার টাকা দাবী করে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেইদিন বলেছিলেন যে এই চিঠির সংগে মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথ বাবুর একটা যোগ যোগ আছে। অর্থাৎ তারাই এ, টি, টি, এফের নামে নিজেরাই এসব চিঠিগুলি লিখছে। এখন, তারা এ, টি, টি, এফের নামে নিজেদের দলকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন এবং অঘোরবাবু এটার সত্যতা স্বীকার করেছেন। এই অঘোরবাবুই একদিন সি, পি, আইতে ছিলেন, এখন তিনি সি, পি, এমে এসেছেন এবং এসে এত দিন পরে সেটা বুঝতে পেরেছেন। আবার মাননীয় সদস্য অনিলবাবু এখানে বলেছেন যে, অজ্ঞতার মধ্যেই শক্তি নিহিত রয়েছে। সুবোধবাবু তো দামছড়ার কথা বলে থাকেন, কৈ সেই দামছড়াকে আপনাদের আমলে ১০ বছরে কি দিয়েছেন, যুব সমিতি তো তখন সেখানে যায়নি। এখন সেখানকার উপজাতি লোকেরা দাবী করছে, আমরা আর কিছু চাই না। আমাদের যে জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে, সেটাকে আপনারা সিনিয়র বেসিক করে দিন, আমাদের আর অন্য কিছু দিতে হবেনা। কি ব্যাপার, সরকার পাল্টানোতে কি তাদের অভাব দূর হয়ে গেল ? কাজেই, বেশী দরদ দেখিয়েছেন, কিছু করেন নি। তাই আজকে আপনাদের এই অবস্থা। তা হলে তখন তারা কিছু করে নাই। এখন শুধু এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পির কথা বলছে। আর বলছে জুনিয়র বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে পরিণত কর। গত দশ বছর কি করেছেন ? কোদাল আর টুকরি। মিছিল কর আর ইনক্লাব জিন্দাবাদ কর। সুবোধবাবু আপনি দেখেছেন ঐ মরাছড়াতে কি হচ্ছে খেদাছড়াতে কি হচ্ছে ! বামফ্রণ্ট সরকার একটা টিনের ঘর, একটা বাগানও করে যেতে পারে নাই। এখন বাগান হয়েছে, টিনের ঘর হয়েছে। দশরথবাবুকে আমরা ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী হবেন কিন্তু তিনি এখনও উপনেতাই রয়ে গেলেন। উপজাতিদের সম্পর্কে

তাদের নীতি কি ? তাদের নীতি আর কিছু নয়। মিছিলে আও। ক্ষমতায় এলে পাহাড়ে যাও। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পাহাড়ে যখন জুমচাষ হবে তখন উনারা বলে আস আস। কিন্তু যখন একটা বড় শূওর কাটে তখন বলে যাও যাও। এই নীতি উপজাতি সমাজের লোক বুঝেছে। গত দশ বছরে তারা এটা ভাল করে বুঝেছে। এখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে ৪৫ বচরের একটা লোক না খেয়ে মরেছে। পাঁচ বছরের শিশু না খেয়ে মরেছে। এই সমস্ত অসত্য তথ্য এখানে তারা পরিবেশন করছে। পিতা থাকতে একটা লোক ও না খেয়ে মরবে না। আমরা মরতে দেব না। আপনারা এখানে অসত্য তথ্য পরিবেশন করবেন না। জোট সরকার যাবে না। আমরা আছি। আমরা পাহাড়ীদেরকে অর্থনীতির দিক থেকে শক্তি শালী করছি। টুকরি আর কোদাল, ইনক্লাব জিন্দাবাদ এই সমস্ত আর চলবে না। এই অঘোর দেববর্মা। গত ৪০ বছর যাবত পাহাড়ীদেরকে নিয়ে রাজনীতি করেছে। পাহাড়ীদের আর্থিক অবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন আমরা সচেতন। মাকর্সবাদী আর চলবে না। আজকে তাদের জায়গা নেই। এই বামফ্রণ্ট সরকার ছয় হাজার লোককে পুনর্বাসন দিতে পারে নাই। আমরা পাঁচ হাজার লোককে পুনর্বাসন দিচ্ছি। কাজেই বিরোধীরা এখানে যে কাট মোশান এনেছেন তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। এই মাটিতে আপনারা পাহাড়ী পাহাড়ী বলে থাকেন, আর টাকা পাবার কথা হলে বলেন, দেওয়া যাবে না। ডিমাণ্ডকে কাট ছাট করতে হবে। খগেনবাবু, তিনিওত এইখানে লাফিয়েছেন। টি, এন, ভি, করার জন্য নৃপেনবাবু কিছু টাকা দিয়েছেন। এখন বুঝেছেন, এই টাকা দিয়ে কিছু হবে না, তাই তিনি ফিরে এসেছেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, টাকা আমাদের নৃপেনবাবু দেননি, দিয়েছেন নগেন্দ্রবাবু।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— উনিই বলুন, হাজার হাজার টাকা মারা হয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলে অর্থনীতি ভেঙ্গে দেবার চক্রান্ত চলছে। স্যার, সেই ষড়যন্ত্র আমরা ধরে ফেলেছি। পাহাড়ীরা আজকে জেগেছে প্রয়োজন হলে, প্রতিরোধ করা হবে। একটি একটি করে এ, টি, টি, এফ, টি, এন, ভি, ধ্বংস করা হবে। স্যার, কি অদ্ভুত ব্যাপার ? পাহাড়ীদের জন্য মায়াকান্না কাঁদেন। আবার পাহাড়ীদের টাকার উপর কাট মোশান আনেন। জনগণের মঙ্গলের জন্য, পাহাড়ীদের দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে না দেবার জন্য, ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলকে বড় করে তোলার জন্য আমাদের সাহায্য করুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনারা যদি সত্যিকারের উপজাতি দরদী হন, তাহলে কাট মোশানগুলি তুলে নিবেন। আপনারা সরকারের কাজে সহযোগিতা করছেন না বলে জোট সরকারকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্যার, তাঁরা মুখে যা বলেন তার সামান্য অংশ পেতে পারে আমার পাহাড়ী ভাইয়েরা যদি বিরোধীরা এখানে যে কাট মোশান এনেছেন তা তুলে নেন। এতে পাহাড়ীদের মনে আপনাদের

সম্বন্ধে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সামান্য অংশ স্খালন হবে। স্যার, রাজ্যের অর্থনীতি রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবেন এই আশা করি। স্যার, মাননীয় মুখমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, এখানে অতি সুন্দর ভাবে ডিমাণ্ড প্লেস করেছেন, টাকার সংস্থান করেছেন। কাজেই এটা দেখে এবং এতক্ষণ ধরে নানান কথাগুলি শুনে নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। কাজেই আপনারা যে কাট মোশান এনেছেন তা তুলে নেবেন এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :- স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া দ্রাউ বাবুর বক্তব্যের মাঝে আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেছিলেন। আমি গণ্ডগোলের জন্য কিছু শুনতে পাই নি। আমি এখানে বলতে চাই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কি অবস্থা আপনারা সৃষ্টি করেছিলেন। কোন অফিসে, আদালতে, স্কুলে কোন কর্ম্মচারী, শিক্ষক যেতে পারেন নি। ছেছুয়া স্কুলের একজন শিক্ষক, খুব নিরীহ, জনদরদী। স্যার, খুব নামী শিক্ষক তাকে গুলি করে হত্যা করেছে উনারা। গরীব ট্রাইবেলদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমার পয়েন্ট অব অর্ডার ছিল—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্লীজ, আপনারা শান্ত হউক। আপনারা পয়েন্ট অব অর্ডারে উত্তর তিনি দিয়েছেন। এখন আর কিছু বলা যাবে না। অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার!

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত কাট মোশানগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া এ, টি, টি, এফ এর কথা বলেছেন, ট্রাইবেলদের ধ্বংস করার কথা বলেছেন যে এই জোট সরকার নাকি ট্রাইবেলদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সদর উত্তরের আদিবাসী শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মাকে কারা খুন করেছে? এই মনোরঞ্জন দেববর্মা কি ট্রাইবেল নন? মানিক দেববর্মা, অনিল দেববর্মা, অরুন দেববর্মা, রমেশ দেববর্মা, শম্ভুচরণ দেববর্মা, শম্ভুরাম দেববর্মা, রবি দেববর্মা, জিতেন দেববর্মা কে কারা খুন করেছে? স্যার, মহিলারাও রেহাই পান নি। সন্ধ্যারাণী দেববর্মাকে অপহরণ করা হয়েছে, তার মাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আশারাম দেববর্মা, পদ্ম দেববর্মা, সন্ধ্যা দেববর্মা উনারা সবাই উপজাতি। এদেরকে কারা খুন করেছে? ওঁদের সৃষ্টি এ, টি, টি, এফ। আমি উনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই উদেরকে যারা খুন করেছে, তাদের একবার নিন্দা করেছেন? উনারাই বলুন। ঐ রইশ্যাবাড়ীতে বড়ীঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, কারা করেছে? স্যার, পাখী

ত্রিপুরা, উনাদের প্রাক্তন এম, এল, এ, তাঁকে কি পরীক্ষা করাতে উনারা রাজী আছেন, যাকে গুলি করা হয়েছে। তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। স্যার, উনাদের কীর্ত্তি কলাপ এখন ঢাকা দিলে চলবে না, সমস্ত কিছুই আজকে পরিস্কার। কারা, কেন, কি উদ্দেশ্যে এই সব কাজ করছেন সবকিছুই আজকে পরিস্কার। মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু হুমকি দিয়েছেন। এর পরও কি আমাদের অবিশ্বাস করতে হবে যে এ, টি, টি, এফ তাঁরা করেন নি? উপজাতিদের স্বার্থ নিয়ে, উপজাতি যুব সমিতি লড়াই করছে, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য, নিশ্চিহ্ন করার জন্য, চক্রান্ত করে কমিউনিষ্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে এ, টি, টি, এফ সৃষ্টি করেছে। আমি বলে দিচ্ছি এটা, তাদেরকে করতে দেওয়া হবে না। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কড়া ব্যবস্থা নেব। স্যার, যাকে ভূতে ধরে তার নাকে সর্ষে পোড়া দিলে অনেক কথা বলে ফেলে। আজকে মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়ার মুখ থেকে সব কথা বেড়িয়ে যাচ্ছে স্যার, উনি নিশ্চিত থাকতে পারেন এই এ, টি, টি, এফ, কে চিহ্নিত করতে এক পাও এগিয়ে আসব না। আর একটা প্রশ্ন এখানে তুলেছেন ইনফ্ল্যাকস এর। স্যার আমরা দেখেছি বিগত দিনে এই ইনফ্ল্যাকস্দের নিয়ে উনারা ভোটার লিষ্টে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই রকম বহু ইনফ্ল্যাকস্কে উনারা সিটিজেনশীপ দিয়েছেন, পঞ্চায়েতে তাদের ফ্যামিলিদের নাম রেজিস্টারভুক্ত করেছেন। এই সরকার তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত। আমরা বি, এস, এফের সঙ্গে আলোচনা করেছি যে অবস্থা আমি এই হাউসেও আলোচনা করেছি। আমি এই হাউসে আবার ঘোষণা করছি উনারা যাদের এই ভাবে সিটিজেনশীপ দিয়েছেন এবং যাদের এখন ইনফ্ল্যাকস্ করার চেষ্টা করছেন এইগুলি ধরার জন্য কমিটি করে তাদের চিহ্নিত করা হবে। আমরা কখনও ইনফ্ল্যাকস্দের প্রশ্রয় দেব না। বি, এস, এফ, পুলিশ টাস্ক ফোর্স ওরা এইগুলি মোকাবিলা করতে পারবেন না তার জন্য জনগণের সহযোগিতা দরকার। এখন স্যার, এটা করে তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। স্যার, উনারা অনেক কথা বলেছেন এবং অনেক কাট মোশানস এনেছেন। সবচেয়ে বেশী কাট মোশান এনেছেন পুলিশ দপ্তরের বিরুদ্ধে। এক দিকে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি আইন-শৃংখলা নেই, খুন সন্ত্রাস হচ্ছে এবং অপর দিকে বলছেন পুলিশের দরকার নেই, এই রকম চলতে পারে না স্যার। যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে তার মধ্যে একটি এনেছেন মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস সেটা হচ্ছে পুলিশের ট্রান্সফারের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পুলিশের চাকুরীতে ট্রান্সফার করতেই হবে, যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্য জায়গায় দিতে হবে জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে। সুতরাং এই কাট মোশানও ধোপে টিকে না। স্যার, এখানে 'ল' এণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং উনারা বলছেন যে ল এ্যাণ্ড অর্ডার এখানে নাকি একেবারেই নেই। কি ছিল স্যার? ছাত্র ছাত্রীকে খুন

করতো, স্কুল চলতনা। কোনদিন পুরো ক্লাস হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোন পরিবেশ ছিলনা। উনারাই বলুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কি অবস্থা ছিল? রাস্তাঘাটে সন্ধ্যার পরে কেউ বেরোতে পারতনা। আর এখন গিয়ে দেখুন কত রাত্রির বেলায় গাড়ী চলছে। এইটা কি ল অ্যাণ্ড অর্ডার নাই এর প্রমাণ? স্যার, এর জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। স্যার, আমরা দেখেছি, ল অ্যাণ্ড অর্ডার ঠিক আছে, এইটাকে খারাপ করতে হবে। তারজন্য এ, টি, টি, এফ, মন্ত্রীরা, প্রাক্তন মন্ত্রীরা, নেতারা খুনের প্ররোচনা এবং ষড়যন্ত্র করে এখানে খুন করিয়েছে। এইগুলি লিষ্ট করে নিয়ে ভি, পি, সিংকে দেখিয়েছে যে, এখানে ল অ্যাণ্ড অর্ডার নেই। স্যার, মহিলাদের বিরুদ্ধে ক্রাইমের কথা বলেছে। গতকাল আমি তথ্য দিয়েছি, তজন মহিলার নাম বলেছেন, তারা নিজেরা বললেন, পুলিশ তদন্ত করেছে, কেস নিয়েছে, কেইস অবশ্য করেছে উনাদের সেক্রেটারী সমর আঢ্য জীরানিয়া থানায়। নাম আমি বলছি, আমার যতটুকু মনে পড়ে শশী দেববর্মা, আয়েসা খাতুন, এবং মনিকা দে। তাদের গিয়ে যখন বলা হল তোমাদের উপর কিছু হয়েছে? উরা বললেন না, তবে হ্যাঁ আমাদের কাছে এসেছিল কি দেবে তার জন্য স্বাক্ষর করার জন্য, এই সমস্ত দরখাস্ত করে যশোবন্ত সিংকে দেওয়া। এইটা অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি নিয়ে করা হয়েছে। ট্রাইবেল মহিলা, মুসলিম মহিলাদের দেখিয়েছে একটা অসদ্ উদ্দেশ্য নিয়ে, যেগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। মাননীয় আইনমন্ত্রী আছেন, আমি জানিনা এইগুলি পুলিশ গ্রহণ করতে পারে কিনা? পুলিশ গ্রহণ করেছে, গ্রহণ করে তদন্ত করেছে, তদন্ত করে তাদের জিজ্ঞাসা করেছে, তারা বলেছে আমাদের উপর রেপ হয়নি। তারা এইভাবে মহিলাদের নিয়ে রাজনীতি করেন। লজ্জা করেনা, মহিলাদের ইজ্জৎ নিয়ে এইভাবে রাজনীতি করতে? এইটা যদি ল' অ্যাণ্ড অর্ডার খারাপ হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হয় যেগুলি করা হচ্ছে বদ্ উদ্দেশ্য নিয়ে, দাঙ্গা লাগাবার জন্য ২টা সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসম্প্রীতি এনে সেটাকে নষ্ট করার জন্য। এইটা হচ্ছে তাদের চরিত্র। খুন কর, প্রত্যেকটা বিধায়ক করেছেনও। টিকেট পায়নি, টিকেট পেয়েছে তখনই কে কতজন খুন করেছে, পাকা হাত, সেটাই কমিউনিষ্ট। মাথায় আর কিছু থাকলে সেগুলিকে বের করে নেওয়া হয়, তারপরে কমিউনিষ্ট এর খাতায় নাম লেখান। স্যার, ঐ ভদ্রলোক (বাদল চৌধুরী) তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ফেলেছেন, বলছেন আমি একেবারে সৎ, সাধু, সমস্ত রক্ত ধুয়ে ফেলেছেন। ১৮ বছরের রক্তের দাগ এখনও পাওয়া যাবে। তাদের মুখে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার খারাপ হয়েছে এইটা সাজেনা। প্রটেস্ট অ্যাগেইন্স্ট পলিটিসাইজেশান অফ পুলিশ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান। স্যার, আমি জানি না পলিটিসাইজেশান কাকে বলে। স্যার, এই হাউসে আমি তথ্য দিয়েছি যখন অপরাধ করেছে সে যেই হোক, কংগ্রেস করলে কংগ্রেসকে ধরছি, সি, পি, আই, (এম) করলে সি, পি, আই এমকে ধরছি, টি ইউ, জে, এস, করলে টি ইউ জে এসকে ধরছি, ক্রিমিন্যালের সঙ্গে এই সরকারের

কোন আপোশ নেই, পুলিশের কোন আপোশ নেই তাদের সঙ্গে ॥ আমি মনে করি স্যার, এই রাজ্যের শান্তির পরিবেশ আনার পেছনে একটাই কারণ জনগণ সাহায্যে করেছে। তাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও দিন রাত্রি আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই খুনীরা সেখানে দাঙ্গা করতে পারেনি। জাতি উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগাতে পারেনি, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা লাগাতে পারেনি। চেষ্টা করেছিল বাবরি মসজিদ নিয়ে ধর্মনগরে বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ পোড়ানো হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রত্যেককে এরেষ্ট করা হয়েছে, তাদেরকে ধরা হয়েছে তাদের পরিচয় হল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। স্যার, আমি সবার নাম দিয়ে দিয়েছি, অস্বীকার করতে পারেন আপনারা। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি এ কথা বলছি না খুন হচ্ছে না, সন্ত্রাস হচ্ছে না। হচ্ছেকিন্তু কারা করছে, কিভাবে করছে স্যার, একটা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল, যারা দশটা বছর শাসন করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে শাসন করছেন, যারা ভারতবর্ষের পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে যারা একটা ভূমিকা নিতে গেছে তারা যদি খুনকে প্রশ্রয় দেয়, দাঙ্গাকে প্রশ্রয় দেয়, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করাকে প্রশ্রয় দেয়, তাহলে অসম্ভব একটা সরকারের পক্ষে সেটাকে কনট্রোল করা। আমি বলছি স্যার, এই অসম্ভব কাজ কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার করেছে জনগণের সহায়তায়। আজকে তারা জনগণের সাড়া পাচ্ছে না বলেই পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে ত্রিপুরা দিবস পালন করতে হয়, কেরালাতে গিয়ে ত্রিপুরা দিবস পালন করতে হয়, মাদ্রাজ গিয়ে করতে হয় ত্রিপুরায় করতে পারে না। স্যার, এখানে উনারা আর একটা কথা বলেছেন যে ৯ কোটি টাকা, হ্যাঁ, স্যার, এই টাকা প্রথম বছর আমাদের দিতে হয়েছে, উনাদেরকেও রক্ষা করার জন্য এইটা দিতে হয়েছে। কেন করতে হয়েছে? এই সরকারের কাছে রেফিডেট খবর ছিল যে এই কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকারকে আর চলতে দেওয়া যায় না, "কিছু মন্ত্রী ও সদস্যকে খুন করে ফেল।" আমি এই বছরের কথা বলছি, এই ৯ কোটি টাকা এখন ২৪লক্ষ টাকায় নেমে এসেছে। আমি তথ্য দিয়েছি, আজকেতো আর তা দিতে হচ্ছে না। স্যার, আমি এই হাউসে বলেছি আমরা একজনও নেব না, আপনারা ঘোষনা করুন, নৃপেন বাবুঘোষণাকরুণপাবলিককে বলুন খুন হবেনা তাহলে আমাদেরও দরকার হবে না, সেটা না বলে উল্টাবলছেন আমরা আইন মানি না, পুলিশ মানি না, আবার এই হাউসে বলেছেন অস্ত্র হাতে নিতে হবে, লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ঘরে ফিরব না। স্যার, চারিদিকে কত ঘটনা ঘটছে সেগুলি সম্পর্কে একটা নিন্দাও করেন না উল্টা বলেন অস্ত্র হাতে নিতে হবে। এইটাও বলেছেন আত্ম নিয়ন্ত্রনের জন্য অস্ত্র হাতে নিতে হবে, স্যার, সংবিধানের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, গণতন্ত্রের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে তারা কি এইটা বলতে পারেন, ? তারা এই সরকারের কাছে নিরাপত্তার দাবী করতে পারেন, কিন্তু সেটা না বলে বলছেন অস্ত্র হাতে নিতে হবে। সেই কারণেই বলছি এই লোকটার রক্ত না দেখে ঘুম হয় না। আমরা মনে করি যত দিন এই লোকটা বেঁচে থাকবে ততদিন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ভয় খুন বন্ধ হবে না,

ততদিন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, তাই পুলিশ দরকার।

মিঃ স্পীকার :— আপনি কোন লোকটার কথা বলতে চাইছেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ঐ বিরোধী দলনেতা।

সেই রাস্তা আপনারা ছেড়ে দিন আপনারা মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করবেন সেটা আর হবে না, মানুষ আজকে জেগেছে কাজেই সেটা সম্ভব নয়। আপনারা তাই আপনাদের রাস্তা পরিবর্তন করুন—গণতন্ত্রের পথই হচ্ছে প্রকৃত পথ। কিন্তু মুখে শুধু গণতন্ত্র বললে কি হবে আজকে মানুষ আপনাদের জঘণ্য চেহারা চিনতে পেরেছেন। স্যার, রাবণ সীতাকে হরণ করতে গিয়েছিল। কিন্তু সে সীতাকে হরণ করতে পারতো না যদি না সে সীতার কাছে ভিখারীর বেশে যেত। তাই মানুষ আপনাদের চিনতে পেরেছে। এই পথ যদি আপনারা পরিবর্তন না করেন তাহলে মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবেনা। স্যার, সব কিছুতেই উনারা বাধা দিচ্ছেন। উদের যে কালচার সৃষ্টি করেছেন গত দশ বছরে সেটা এক দিনে পরিবর্তন সম্ভব নয়। আজকে আপনাদের এই কালচার পরিবর্তন করতে হবে। আজকে গণতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য, সমাজকে মজবুত করার জন্য, আজকে মানুষের জন্য আপনাদের কাজ করতে হবে। মানুষকে আর বিপথে পরিচালিত করা যাবেনা। কাজেই স্যার, উনারা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সে সমস্ত কাট মোশানকে তুলে নেবার জন্য আমি উনাদের কাছে আবেদন রাখছি এবং এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করার জন্য মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1991-92.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলোর ও ছ'টাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশান) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি আলোচিত ১৯৯১-৯২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্র প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয়বরাদ্ধের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Mr. Speaker : Now the question before the House is Demand No. 2. There is no Cut Motion on this Demand I am putting the demand to vote. Now the question before the House is the Demand No 2 moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs 87,12,000/- exclusive of charged expenditure of Rs 36 16,000/- be granted to defray

the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 st March, 1992 in respect of Demand No. 2 under the following Major Head :

2013- Council of Ministers Rs. 87,12,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Mr Speaker :— Demand No. 7.

There is one Cut Motion on this demand I am putting the CutMotion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion raised by (1) Sri Samar Choudhury, (2) Shri Keshab Majumder and (3) Sri Nakul Das, on Demand No. 7, Major Head- 2070-

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the demand viz :-

In protest against the failure to use Properly the Vigilance Department against the increasing corruption in every Department of the State Govt

(The Cut Motion was put to voie vote and lost).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No 7, Major Head 2070 to Vote

The question before the House is the Demand No. 7 moved by Hon'blec Chief Minister that a sumnot exceeding Rs 21,64,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1992 in respect of Demand No. 7, under the following Major Head :-

2070— Other Administrative Services Rs. 21,64,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Spaker : Demand No 9. There are 5 (five) Cut Motions on this Demand. Now I am putting the Cut Motions to Vote

1. The Cut Motion raised by Shri Bidhu Bhusan Malakar on Demand No 9 Major Head 2052- "That the amount of the Demand be reduced by Rs 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular

matter viz, Failure to control wasteful expenditure.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Sunil Kumar Choudhury and Shri Makhan Lal Chakraborty, on the Demand No. 9, Major Head 2052-

"That theamount of the Demand be reduced to Re- 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz—

Failure to gear up the general Administration.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr Speaker : Now the qnestion before the House is the Cut Motion raised by Shri Subodh Das, and Shri Sukumar Barman, on Demand No. 9, Major Head 2070-

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the demand viz :-

In protest against the failure to run Properly Guest Houses, Circuit Houses & Tripura Houses.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Tarani Deb Barman, and Shri Samar Choudhury, on Demand No 9 Major Head 2050-

"That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the Demand viz-

Failure to control wasteful expenditure on Ministers Travels Expences.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Samar Choudhury on Demand No 9, Major Head 2052-

'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—প্রকৃত দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার প্রতিবাদে।''

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr Speaker :- Now I am putting the Demand No. 9, Major Head :- 2052, 2070, 3451 to Vote.

The question before the house is the Demand No. 9, Moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 4,99,88,000/= be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 9 under the following major Heads :-

2052— Secretariat General Service	Rs.	4,39,04,000/ =
2070— Other Administrative Service	Rs.	53,46,000/=
3451— General Economic Service	Rs.	7,38,000/=

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Demand No 11.

There are 10 (Ten) Cut Motions on this Demand, Now I am putting the Cut Motions to Vote.

1. The Cut Motion raised by Shri Rudsreswar Das on Demand No. 11, Major Head — 2055,

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/= to represent disapproval of the Policy underlying the Demand Viz :- In protest against indiscrimanate transfer of Police Personals"

(The Cut Motion was Put to voice vote and lost).

Mr, Speaker :— 2. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Jitendra Sarkar, Shri Gopal Ch. Das, Shri Chitta Ranjan Saha on the Dlmand No. 11, Major Head. 2055— 'That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the Demand Viz – In protest against the serious delesioration of Law & Order throughout the State.'

(The Cut Motion was put & Lost by Voice Vote).

Mr. Speaker :— 3. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Sukumar Barman on the Demand No. 11, Major Head 2055— 'That the amount of the Demand be reduced to Re, 1/- to represent disapprove

of the Policy unsderlying the Demand Viz : In protest against Politicalisation of Police administration'.

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost).

Mr. Speaker :— 4. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Fayzure Rahaman on the Demand No. 11, Major Head 2055—'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz : In protest againstd Politicalisation of Police'.

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost)

Mr. Speaker :— 5. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Badal Choudhury, Nakul Das & Tarani DebBarma on the Dema No,11, Major Head 2055—'That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the demand viz—In Protest against in Thana Lock-ups to the in nocent people.

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost)

Mr. Speaker :— 6 Now the question before the House Is the Cut Motion raised by Shri Nakul Das on the Demand No, 11, Major Head 2055— 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10 000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz : পুলিশ কল্যাণ সমিতি নামে ব্যাপক দুর্নিতী ও দলবাজির ফলে পুলিশ কর্মচারীদের স্বার্থকে ব্যহত করার প্রতিবাদে।'

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost)

Mr. Speaker :— 7. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Bidhu Bhusan Malakar on the Demand No. 11, Major Head 2055—'That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand Viz : In protest against the misuse of police persons against the innocent tribal peoples.

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost).

Mr. Speaker :— 8. Now the question before the House is the Cut Motion

raised by Shri Subodh Das on the Demand No. 11. Major Head 2055—'That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand Viz : Failure to strengthen and expend the Tripura State Riffles'

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost),

Mr, Speaker :— 9. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Purnamohan Tripura Shri Makhan Lal Chakraborty and Shri Sunil Kr. Choudhury on the Demand No. 11. Major Head 2055— 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz : In protest against torture of innocent people out of political grass.'

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost)

Mr. Speaker :— 10, Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Samar Choudhury, Shri Keshab Majumder and Rudreswar Das on the Demand No. 11, Major Head 2055, 'tha the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand Viz— In Protest against the use of Police persona's to conspire against the opposition Leader and supporter.

(The Cut Motion was put to Voice vote and lost)

Mr Speaker :— Now I am putting the demand No 11, Major Head 2055 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 11 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 51,68,59,000/= be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect ot Demand No. 11 under the following Major Heads :—

2055— Police.	Rs 39, 79, 75, 000/=
2070— Oher administrative Service,	Rs. 9, 28, 84, 000/=
3275— Other Communication Service	Rs. 2, 60, 00, 000/=

(The Demand was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :- 1. Now the question before the House is the Cut Motions on the Demand No. 13 moved by Shri Keshab Majumder, Major Head 2425- "That the amount of the Demand be reduced by Rs, 1000/= to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলির নির্বাচিত পরিচালক মণ্ডলি অবৈধভাবে ভেঙ্গে দেওয়া এবং নির্বাচন না করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost),

Mr. Speaker :- 2. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Keshab Majumder, on the Demand No. 13, Major Head—2425 "That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/=to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :- In protest against the non-conduction of election of Co- operative Societies."

(The Cut Motion was put to vioce vote and lost).

Mr. Speaker :— 3. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Sukumar Barman on the Demand No. 13, Major Head 2425- "That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/= to represent disapproval of the Policy underlying the Demand viz :- Regarding the failure to conduct regular audit of the Co-operative Societies.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demnnd No. 13 to vote. The question before the House is the Demand No. 13 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 8,00,15 000/= be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :—

2425— Cooperation :—	Rs. 4, 66, 40, 000/=
4425— Capital outlay on Cooperation :—	Rs. 2, 03, 00, 000/=

6425— Loans to Cooperative Societies:— Rs. 1, 30, 75, 000/=

(The Demand was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is Demand No. 25. There is no Cut Motion in this demand. I am putting the Demand to Vote. Now the question before the House is the Demand No. 25 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 19, 10, 000/= be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st march, 1992 in respect of Demand No, 25 under the following major Heads :—

2070 — Other Administrative Services :— Rs. 10, 000/=

2235— Social Security and Welfare :— Rs. 15, 75, 000/=

2252— Other Social Services :— Rs. 3, 25, 000/=

(The Demand was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— DEMAND No. 32.

There is one Cut Motion on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Rudreswar Das on the Demand No 32. Major Head 2407

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/= to represent disapproval of the Policy underlying the Demand viz :- সমবায় কর্তৃক পরিচালিত চা বাগানগুলিতে অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 32 to Vote. The Question before the House is the Demand No. 32 moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 8, 27, 78, 000/= be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads :—

2230— Labour and Employment :—	Rs. 73,80,000/=
2407— Plantation :—	Rs. 55,00,000/=
2552— North Eastern areas	Rs. 15,00,000/=
2851— Village & Small Industries :—	Rs. 4,73,54,000/=
2875— Other Industries :—	Rs. 2,10 44,000/=

(The Demand was put to voice vote and lost),

Mr Speaker :— Demand No. 33.

There is one Cut Motion on this Demand. I am Putting the Cut Motion to Vote.

Now the question before the House is the cut motion raised by Shri Rudreswar Das on the Demand No. 33, major Head— 4425

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/= to represent disapproval of the Policy underlying the Demand viz :- Apex Handloom Weavers Co-Operative Society কে Share Capital না দেওয়ার প্রতিবাদে।"

(The Cut motion was put & Lost by Voice Vote.)

Mr Speaker :— Now I am putting the Demand No. 33. to Vote. The question before the House is the Demand No. 33 moved by the Hon'ble Chief minister that a sum not exceeding Rs. 97,07,000/= be granted to defray the Charges which will come in course of payment during year ending on the 31st march, 1992 in respect of Demand No. 33 under the following major Heads :—

4216— Capital Outlay on Housing :—	Rs. 3,44,000/=
5465— Investment & in general Financial & Trading Institutions :—	Rs. 93,63,000/=

(The Demand was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Demand No. 34.

There is one Cut Motion on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote. Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Rudreswar Das, on Demand No. 34, Major

Head—4885,"

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz:- Tripura Industrial Develepment Corporation Ltd, এর কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে।"

(The Cut motion was put to voice vote and lost)-

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No.34,major Head 4885 to vote.

The question before tha House is that a sum not exceeding Rs. 5,95,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st march, 1992 in respect of Demand No 34 under the folowing major Heads :—

4860— Capital outlay on consumer Industries :—	Rs.	1,40,00,000/-
4885— Other capital outlay on industries & Minerals.	Rs.	4,43,00,000/-
6851— Loans for village and small Industries.	Rs.	12,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Demand No. 40. There is no Cut Motion on this Demand . I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sum not Rs. 72,43,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

2515— Other Rural Development programme.	Rs.	56,39,000/-
3451— Seretariat Economic Services.	Rs.	16,04,000,/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is Demand No. 45.

There is no Cut Motion on this demand. I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 27,50,96,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 44,03,39,000/- be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 45.

under the following Major Heads :—

2047- Other Fisical Services	Rs.	21,80,000/-
2052—Secretariat General Services	Rs.	5,00,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	8,00,00,000/-
2071—Pension & other Retirement Benefits.	Rs.	19,10,66,000/-
2075—Miscellaneous General Services	Rs,	13,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :— Now the questoion before the house is Demand No. 46.

There is no Cut Motion on this demand I am putting the Demand to Vote Now the question before the house is that a sum not exceeding Rs 76,30,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 14,59,03,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1992 in respect of Demand No. 46 under the following Major Heads :-

5465—Investment in General Financial & Trading Institutions,	Rs	3,80,000/-
7610—Loans to Government Servants,	Rs.	72,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : Demand No. 52

There are 7 (seven) Cut motions on this Demand.

Now I am putting the Cut Motions to Vote.

The Cutmotionraised by Shri Nakul Das, on demand No. 52, major Head 2851

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the demand viz :- রাজ্যের সেরিকালচার ধ্বংস করার প্রতিবাদে।'

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Nakul Das on the Demand No 52, Major Head 2851- "That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : রাজ্যের তাঁত শিল্প ও তাঁত শিল্পীদের জীবন মান ধ্বংস করে দেওয়ার বিরুদ্ধে।

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut motion raised by Shri Chitta Ranjan Saha on he Demand No. 52, major Head 6851—

"That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প সমূহে সরকারী ঋণ দিয়ে পূর্ণ জীবনে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে।

(The Cut motion was put to voice vote and lost),

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut motion raised by Shri Chitta Ranjan Saha on the Demand No. 52, major Head – 5465, "That the amount of theDemand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- 'হস্ত ও তাঁত শিল্প উন্নয়ন নিগমে দুর্নীতি ও সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut motion was put to voice vote and lost),

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Chitta Ranjan Saha on the Demand No. 52, Major Head 2851,

"That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— জোট সরকারের গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প ধ্বংস করার নীতির প্রতিবাদে।

(The Cut motion was put to voice vote and lost).

Mr Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Gopal h Das on the Demand No 52, major Head 4425, "That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "হস্ত ও তাঁত শিল্প সমবায়

সমিতিগুলি ধ্বংস করার নীতির প্রতিবাদে .

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr, Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Dinesh Debbarma on the Demand No 52, Major Head 2851, "That the amount of the demand be reduced by Rs 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- 'রাজ্যের তাঁত শিল্প ও তাঁত শিল্পীদের জীবন মান ধ্বংস করে দেওয়ার প্রতিবাদে ।"

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 52, Major Head 2851 to vote.

The question before the House is the Demand No. 52 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs 6,71,02,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment During the year ending on the 31st March, 1992 in respect of demand No. 52 under the following Major Heads :—

2851— Village and small Industries.	Rs.	5,69,68,000/-
4425 – Capital outlay on cooperations.	Rs.	57,00,000/-
5465— Investment in General Financial & Trading Institutions	Rs.	42,00.000/-
6851— Loans for village and small Industries.	Rs.	2,34,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed),

Mr. Speaker : – Demand No. 22.

There are 4 (four) Cut Motions on this Demand, Now I am putting the Cut motions to vote.

1. The Cut motion raised by Shri Keshab majumder on Demand No. 22, major Head 2210,

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- Disapproval of the policy to supply life saving medicines to the hospitals,"

(The Cut motion was put to voice vote and lost),

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut motion raised by Shri Nakul Das on the demand no 22, major Head 2210,

"That the amount of the demand be reduced by Rs 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

'রাজ্যের হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে ঔষধ পথ্য অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টির প্রতিবাদে।'

(The Cut motion was put to Voice Vote & lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Badal Choudhury on the Demand No 22, Major Head-2210

'That the amount of the demand be reduced by Rs 1000- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : হাসপাতালগুলিতে আমিষ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :- Now the question before the House is the Cut Motion on raised by Shri Rudreswer Das on the Demand No 22, Major Head - 2210.

'That the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that : Failure to place a Ambulance at Nakashipara pry. Health Centre."

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost)

Mr Speaker :— Now I am putting the demand No. 22, Major Head 2210 to vote.

The question before the House is the Demand No. 22 moved by the Hon'ble Health Minister that a sum not exceeding Rs 24,66,67,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No, 22 under the following Major Heads

2210 Medical and public Health	Rs. 24'57,87,000/-
2252 Other social Services	Rs. 1000/=

3453 Census survey and statistics Rs. 8,79,000/=

(The Demand was put to voice vote and Passed).

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই ডিমাণ্ডগুলি পাশ হতে অনেক সময় লাগবে, তাই হাউসের সময় যেন বর্ধিত করা হয়।

Mr Speaker : Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Keshab Majumder on the Demand No. 23, Major Head—2211.

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

'Failure to extend rural family welfare services in the remote areas of the state.'

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Cut motion raised by Shri Badal Choudhury on the Demand No. 23, Major Head—2211.

' That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that 'খোয়াই মহকুমার আম্পুড়াতে Rural Training welfare scheme চালু না করার প্রতিবাদে।'

(The Cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speeker :— Now I am putting the demand No. 28, Major Head 2211 to vote.

The question before the House is the Demand No. 23 moved by the Hon'ble Health Minister that a sum not exceeding Rs. 3,49, 01,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of demand No. 23 under the following Major Head :—

2211 :— Family welfare Rs. 3,49,01,000/-

(Tha Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Next, Demand for Grant No. 29. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the house is the motion moved by Hon'ble member Shri Rudreswar Das that the amount of the demand on Major head 2235 be reduced to Re. 1/ to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. সমস্ত বিদেশী বাংলাদেশী নাগরিকদের শরণার্থী শিবিরে রেখে পরে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদে।'

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-In-charge that a sum not exceeding Rs. 8,77,87,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No, 29 under the following Major heads :— 2235—Social Security & Welfare Rs. 8,76,97,000/-

6235—Loans to Social Security and Welfare Rs. 90,000/-,"

(The motion was put to voice vote and Passed).

Next, Demand for Grant No. 38. There are two cut motions on this demand, I am putting the cut motions to vote first and then the main demand,

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble members Sarvasree Nakul Das, Motilal Sarkar and Sukumar Barman that the amount of the demand on Major head—2501 be reduced to Re, 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. আই, আর, ডি, পি কর্মসূচী বাস্তবায়নে চরম দলবাজী যথাযথ প্রাপকদের বঞ্চিত করার প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rudreswar Das that the amount of the demand on Major head 2505 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand 'গ্রামাঞ্চলে এস, আর, ই, পি, এবং এ, ন, আর, ই, পি ইত্যাদির কাজ বন্ধ করে দেওয়ার

প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the house is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 20,94,28,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No, 38 under the following Major heads :—

2216—	Housing	Rs, 77,00,000/-
2501—	Rural Employment	6,41,57,000/-
2505—	Special programme for Rural Housing	12,09,00,000/-
6216—	Loans for Housing	1,66,71,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Next, Demand for Grant No. 39, There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rudreswar Das that the amount of the demand Major head—2215 be reduced to Rs 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 4,64,94,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 39 under the following Major head— 2215 : Water Supply & Sanitation Rs. 4,64,94,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Next, Demand for Grant No. 48. There are two cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Sarvasree Brajamohan Jamatia & Nakul Das that the amount of the demand on Major head—2406 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. 'রাজ্যে রাইমা শর্মা এলাকায় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ করার নামে উপজাতি জনগণকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost)

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rudreswar Das that the amonut of the demand on Major head—2225 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. রিজার্ভ ফরেষ্ট হতে বে-আইনীভাবে গাছ কেটে বাংলাদেশে পাচার করার প্রতিবাদে।

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the house is the motion moved by Hon'ble minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 2,39,93,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 48 under the following Major heads—2225 Welfare of Sch. Caste & Sch.

Tribes & other Backward classes	Rs. 37,93,000/-
2406 – Forestry & Wild Life	Rs. 2,02,00,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Next, Demand for Grant No. 26. There are three cut motions on this demand, Now, I am putting the cut motions to vote one after another and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Keshab Majumdar that the amount of the demand on Major head 2225 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz, 'Failure to restore tribal land."

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble

member Shri Nakul Das that the amount of the demand on Major head —2225 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz, 'In Protest against the failure to provide stipend and Book grant to the Sch. Caste students properly and in proper time."

(The cut motion was put to vice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Matilal Sarkar that the amount of the demand on Major head 2225 be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz 'In protest against the policy of interfering into the activities of A D.C by the State Government.'

(The Cut motion was put to voice vote and lost).

Next, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in charge that a sum not exceeding Rs 44,79,72,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No 26 under the following Major heads :

2225—Welfare of Sch Caste & Sch. Tribes & other Backward Classes	Rs. 38,48,85,000/-
2236—Nutrition	2,59,48,000/-
3604—Compensation and assignment to local Bodies & Panchyati Raj Institutions	3,71,39,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Next, Demand for Grant No. 37. There is one cut motion on this demand I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion movd by Hon'ble member Shri Rudreswar Das that the amount of the demand on Major head—2402 be reduced to Re, 1/- to represent disapproval of the policy underliyng the demand viz : 'জল সংরক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র বাঁধ নির্মাণে দলবাজির প্রতিবাদে।'

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs 17.63,63,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st march, 1992 in respect of Demand No. 37 under the following major heads :

2402	Soil & Water Conservation	Rs, 2,35,91,000/-
2552	North Eastern Areas	25,00,000/-
2406	Forestry & Wild Life	14,72,72,000/-
5465	Investment in General Financial & Trading Institutions	30.00.000/-

(The demand was put to voice vote and Passed)

Now the House is adjourned till 11 A.M. of tomorrow, Thursday, the 14th February, 1992,

ANNEXURE 'A'

Admitted question No,— : 212 (Starred)

Name of the Member : Sri Diba Ch. Hranghwal.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Departmant be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, Industries Memorandum No. DHHS/11 HC/90/10/006-11dt, 3-7-90 Sanetioned amount of Rs,2, lakhs as "75% grant to distreesed handicrafts Artisans" scheme এ রাজ্যে ৩০০ (তিনশত) জন beneficiaries কে grant দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ছামনু টি ডি ব্লকে মাত্র ৩ (তিন) জন beneficiaries কে দেওয়া হয়েছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে ১৮টি ব্লকের মধ্যে কোন ব্লকে কতজন beneficiaries কে

grant দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। প্রকৃত অবস্থা নিম্নরূপ :

৭৫% অনুদানের ভিত্তিতে কারুশিল্পের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে মোট ৭,৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে যার মধ্যে Plan খাতে ৩'২৪ লক্ষ টাকা, Tribal sub-plan খাতে ২,২৫ লক্ষ টাকা এবং S.C. Components Plan খাতে ২,০১ লক্ষ টাকা। প্রতিটি খাতের জন্য আলাদা Sanction Memo issue করা হয়েছে যদিও scheme একটিই। ছামনু ব্লকের জন্য Plan এ ৫টি, Tribal sub plan এ ৩টি এবং S.C. Components Plan এ ২টি এই মোট ১০ (দশ) টি Quota বরাদ্দ করা হয়েছে।

২। যেহেতু সত্য নহে সেইহেতু প্রশ্নের অবকাশ নাই। ১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত তিনটি Memo তে ছামনু ব্লকে মোট ১০ (দশ) জনের Quota বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যান্য ব্লকের Quota এর হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১।	মোহনপুর	ব্লক—	১০০
২।	জিরানীয়া	,, —	১৫০
৩।	বিশালগড়	,, —	১০০
৪।	টাকারজলা সাব	ব্লক—	১০
৫।	মেলাঘর	ব্লক—	৮০
৬।	তেলিয়ামুড়া	,, —	৪০
৭।	খোয়াই	,, —	৪০
৮।	মাতাবাড়ী	,, —	৪০
৯।	অমরপুর	,, —	২৫
১০।	ডম্বুরনগর	,, —	১০
১১।	বগাফা	,, —	৬০
১২।	রাজনগর	,, —	৩০
১৩।	সাতচাঁদ	,, —	৪০
১৪।	সালেমা	,, —	৫০
১৫।	ছৈলেংটা	,, —	১০
১৬।	কুমারঘাট	,, —	৭৫

১৭। পানিসাগর ,, — ৬০

১৮। কাঞ্চনপুর ,, — ৫০

১৯। আগরতলা

মিউনিসিপ্যালিটি — ৩০

মোট— ১০০ জন

ADMITTED QUESTION NO. 234

Name of the M.L.A. Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Mintster in charge of the Health and Family welfar Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে রাজ্যের কতটি হাসপাতালে এম্বুলেন্স গাড়ী আছে আর কতটিতে নাই, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। যে সব হাসপা'লে এম্বুলেন্স গাড়ী নাই বর্তমান আর্থিক বৎসরে ঐসব হাসপাতালে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হবে কি,

৩। ইহা কি সত্য যে কল্যানপুর গ্রামীণ হাসপাতালের এম্বুলেন্স দীর্ঘদিন যাবৎ না থাকায় কঠিন রোগীদের চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে,

৪। সত্য হইলে কবে পর্যন্ত ঐ হাসপাতালে এম্বুলেন্স দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister In Chargh cf the healh & Family welfare department (name of the Minister) : Shri Kashiram Reang.

১। রাজ্যে কোন হাসপাতালে এম্বুলেন্স গাড়ী আছে আর কোন হাসপাতালে নাই তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

যে সমস্ত হাসপাতালে এম্বুলেন্স গাড়ী আছে

হাসপাতালের নাম	বিভাগ
আই, জি, এম, হাসপাতাল	সদর
মেলাঘর হাসপাতাল	সোনামুড়া
খোয়াই হাসপাতাল	খোয়াই
কমলপুর হাসপাতাল	কমলপুর
কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল	কৈলাশহর

QUESTION & ANSWER

Starred Question No. 394

Admitted Starred Question No. 234

হাসপাতালের নাম	বিভাগ
ধর্মনগর হাসপাতাল	ধর্মনগর
ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতাল	উদয়পুর
বিলোনীয়া হাসপাতাল	বিলোনীয়া
অমরপুর হাসপাতাল	অমরপুর
গণ্ডাছড়া হাসপাতাল	গণ্ডাছড়া
সাব্রুম হাসপাতাল	সাব্রুম
জিরানীয়া গ্রামীণ হাসপাতাল	সদর
বিশালগড় গ্রামীণ হাসপাতাল	সদর
তেলিয়ামুড়া গ্রামীন হাসপাতাল	খোয়াই
কুমারঘাট গ্রামীন হাসপাতাল	কৈলাশহর
কাঞ্চনপুর গ্রামীন হাসপাতাল	ধর্মনগর
নতুনবাজার গ্রামীন হাসপাতাল	অমরপুর
কল্যানপুর গ্রামীন হাসপাতাল	খোয়াই
যে সমস্ত হাসপাতালে এম্বুলেন্স গাড়ী নাই	
জি, বি, হাসপাতাল	সদর
ক্যান্সার হাসপাতাল	সদর
টাকারজলা গ্রামীন হাসপাতাল	সদর

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে যেসব হাসপাতালে এম্বুলেন্স গাড়ী নাই সে সমস্ত হাসপাতালে গাড়ী দেওয়া সম্ভব হবে না।

৩। কল্যানপুর গ্রামীন হাসপাতালের এম্বুলেন্স গাড়ীটি মেরামতির জন্য আছে। মেরামত সাপেক্ষে খোয়াই হাসপাতালের গাড়ী দিয়ে কল্যানপুর গ্রামীন হাসপাতালের রোগী স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। মেরামতির কাজ শেষ হইলেই কল্যানপুর গ্রামীন হাসপাতালের এম্বুলেন্স গাড়ীটি পাঠানো হইবে।

Admitted Starred question No. 300

Asked by Shri Jitendra Sarkar M.L.A

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরগুলিতে কত চাকমা শরণার্থী আছে।	দক্ষিণ ত্রিপুরার নিম্নলিখিত শরণার্থী শিবির-গুলিতে ২-২-৯১ ইং তারিখের শরণার্থী সংখ্যা—

ক)	টাকুমবাড়ী	১৫৫৫০
খ)	করবুক	৯০৫৪
গ)	পঞ্চরাম পাড়া	৯৭৪০
ঘ)	শিলাছড়ি	৪৮৭৫
ঙ)	লেবাছড়া	৩৯২২
চ)	কাঠালছড়ি	১০৮২০
	সর্বমোট	৫৩৯৬১

প্রশ্ন	উত্তর
২) চাকমা শরণার্থী বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ করেছেন ?	রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর কুটনৈতিক স্তরে ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No 314

Name of the M,L,A, Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Health and Family Welfare Department be pleased to State:—

১। ইহা কি সত্য যে, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং ভি. এম, হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় ডাঃ মন্দিরা শর্মা অপর একজন ডাক্তারের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উক্ত ডাক্তার কর্তৃক আক্রান্ত হন।

২। সত্য হলে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Deptt,

(Name of the Minister) Shri Kashiram Reang

১ ও ২) ডাঃ এন, এন দত্ত ও ডঃ (শ্রীমতী) মন্দিরা শর্মাকে নিয়ে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এর রিপোর্টের ভিত্তিতে ডাঃ এন, এন দত্তকে বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

Admitted starred Question No. : 332

Name of the Member : Sri Sukumar Barman,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের কর্মচারী গত ডিসেম্বর মাসের ও নভেম্বর মাসের বেতন পাননি এবং গত সাত মাস ধরে তাদের জি, পি, এফ, এ টাকা জমা বন্ধ আছে।

২। যদি সত্যি হয় তবে কারণ ;

৩। ক্ষুদ্রশিল্প নিগম বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থার নিকট মোট কত টাকা দেনা আছে তার হিসাব ?

উত্তর

(১ এবং ২)

ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প নিগম কর্তৃক নিগমের সকল কর্মচারীকে যথাসময়ে গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বেতন দেয়া হয়েছে। তৎসঙ্গে কর্মচারীদের জেনারেল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের নিজেদের দেওয়া টাকাও ডিসেম্বরমাস পর্য্যন্ত জমা দেয়া হয়েছে।

৩। ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প নিগম ৩১/৯০ ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার নিকটে মোট দুই কোটি বিরাশী লক্ষ উনিশ হাজার টাকা দেনা আছে।

Admitted Question No :— 341

Name of the M.L.A Shri Matilal Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleesed to state :—

১। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীর খাদ্য এবং অষুধের জন্য রাখা মাথা পিছু বরাদ্দ কত,

২। ১৯৮৭-৮৮ইং সনে এই বরাদ্দ কত ছিল,

৩। সরকার অবগত আছেন কি, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রোগীদের নিজ খরচে বাজার থেকে অষুধ কিনে ব্যবহার করতে হয় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department (name of the

Minister) : Shri Kashiram Reang.

১। রাজ্যের হাসপাতালগুলির অন্তর্বিভাগের রোগীর জন্য মাথাপিছু পথ্য ও ঔষধের খরচ আনুমানিক ২৫ টাকা।

২। ১৯৮৭-৮৮ইং সনে ঐ বাবদ আনুমানিক বরাদ্দ ২৩ টাকা ছিল।

৩। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ঔষধ রোগীদের বাইরে থেকে ক্রয় করার জন্য বলা হয় যাহা হাসপাতালে মজুত থাকে না।

Admitted starred Question No. 344

Name of the Member : Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :

১। ইহা কি সত্য যে গত ২২শে ডিসেম্বর ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার শ্রী নিরঞ্জন সরকারকে সাময়িক ভাবে বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে কি ?

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ;

২। শ্রী সরকারকে দুই লক্ষ টাকা মূল্যের ছয় হাজার কেজি তৈরী চা বে-আইনী বিক্রির ব্যাপারে কর্তব্যে চরম অবহেলার অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল।

ANNEXTURE 'B'

Admitted Un-starred Question No. 75.

Name of the Member : Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। The Employment Exchange (Compulsory Notification of vacancies) Rules, 1960, Rule No. 4 নির্দ্দেশিত format দ্বারা কত সংখ্যক Notification of vacancies এর জন্য employment exchange এ গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ে রাজ্য সরকার থেকে পেয়েছেন।

২। এই সকল Requisition অনুযায়ী কত সংখ্যক কোন শ্রেণীর registered unemployed এর নাম employment exchange থেকে প্রেরণ করা হয়েছে ?

৩। কত সংখ্যক registered unemployed এই বৎসর গুলিতে employed হওয়ার পর তাদের registration withhold করা হয়েছে।

Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department :— Shri Arun Kr. Kar.

উত্তর

১। The employment exchange (Compulsory Notification of vacancies) Rules, 1960, Rule 4 নির্দ্দেশিত format দ্বারা মোট ৫২৯৫ সংখ্যক Notification of vacancies employment excbange এ গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, এবং ১৯৯০-৯১ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার থেকে পেয়েছেন তার হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৮৮-৮৯ — ১,৭০০টি

১৯৮৯-৯০ — ২,১৮৩টি

১৯৯০-৯১ — ১,৪১২টি

(বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত)

২) এই সকল Requisition অনুযায়ী ৮২,৩৫০ সংখ্যক Registered unemployed এর নাম employment exchange থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রেণী ও সন ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :-

	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী
১৯৮৮—৮৯	২২,৫৯০	১৪,৯২৭
১৯৮৯—৯০	১১,১২৯	১৭,২২২
১৯৯০—৯১	৮,৭৯৯	৭,৬৮০

(বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত)

৩। মোট ৩০০৮ সংখ্যক Registered unemployed ঐ বৎসর গুলিতে employed হওয়ার পর তাদের Registration with hold করা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 77

Name of the Member : Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে অবস্থিত কোন্ কোন্ establishment, The employment exchanges (Com-

pulsory Notification of vacancies) Act 1959 আইনের আওতাভুক্ত রয়েছে।

২) The employment exchanges (Compulsory Notification of vacancies) Rules 1960 বিধি অনুসারে এই সকল কোন কোন establishment ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০—৯১ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত quarterly এবং biennial return দাখিল করেছেন।

৩) এই সকল কোন কোন establishment কত সংখ্যায় Commission agents, Contingent paid and Contractual workers এর হিসেব দিয়েছেন ;

৪) যারা vacancies এর হিসাব Employment Exchange, Notify করেন নাই তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Minister-in-charge of the Manpower and Employment department

Shri Arun Kr. Kar

উত্তর

১) রাজ্যে অবস্থিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত establishment এবং বেসরকারী যে সকল সংস্থায় ২৫ বা ততোধিক কর্মচারী রয়েছেন সেই সকল estabiishment compulsory No cation Vacancy Act, 1959 আইনের আওতায় ভুক্ত রয়েছে।

২) The employment exchange (Compulsory Notification of vacancies) Rules 1960 বিধি অনুসারে ১৯৮৯—৯০ এবং ১৯৯০—৯১ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত statusumeru এর হিসাব নিম্নরূপ—

	1989-90	1990-91
Public sector	158	158
Private sector	73	69

উক্ত Rule অনুযায়ী employer গণ প্রতি তিন মাস অন্তর quarterly return দাখিল করেন। Return দাখিলের হিসাব নিম্নরূপ—

	1989-90	1990-91
Public sector	130	129
Private sector	58	63

Biennial return প্রতি দুই বছর অন্তর দাখিল করেন।

৩) Employer গণ কেবল মাত্র মহিলা এবং পুরুষ কর্মীর হিসাব দাখিল করেন। তাহাদের Commission agent, contingent Paid এর contractual worker এর হিসাব রোজগার কার্যালয়ে দাখিল করিতে হয় না।

৪) যাহারা vacancies এর হিসাব Employment Exchange এ Notify করেন নাই তাহার বিধিগতভাবে Notification এর ব্যাপারে যাহাতে পুনরায় কোন violation না করেন সেইজন্য চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 84 asked by
Shri Samar Choudhury, M.L.A.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। রাজ্যে F.P. Shop এর মাধ্যমে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হচ্ছে বর্তমানে উক্ত দ্রব্যগুলির মূল্য কি কি হারে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে ; এবং

২। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত Public distribution প্রকল্প অনুযায়ী নির্দ্ধারিত মূল্যের সঙ্গে ত্রিপুরার ধর্মনগর, আগরতলা ও বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের F.P. Shop এর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মূল্যের পার্থক্য হওয়ার কারণ কি, এবং

৩। কি কি নিয়মনীতির ভিত্তিতে উক্ত দ্রব্যগুলির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে ?

To be replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

Date of reply 13.2.91

ANSWERS

১। যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রেশন দোকানের মাধ্যমে বণ্টন করা হয় সেগুলির মূল্য নিম্নরূপ :—

সাধারণ এলাকায়			I,T,D,P, এলাকায় বিক্রয়মূল্য	
১। অতিমিহি চাউল— ৪,০৫ টাকা প্র, কেজি :			৩,৫৫ টাকা প্র, কেজি।	
২। মিহি ,, — ৩,৮০ ,,	,,		৩,৩০ ,,	,,
৩। সাধারণ মাসের —৩,২০ ,, চাউল	,,		২,৭০ ,,	,,
৪। গম — ২,৫৪ ,,	,,			
৫। আটা — ৩,২৫ ,,	”			
৬। লেভি চিনি — ৫,২৫ ,,	,,			

৭। লবন — ১,১৫ ,, ,,

৮। কেরোসিন তেল — ২,৬৭ ,, ,, প্রতি লিটার (এজেন্সি হইতে ২k.m এর ভিতরে হইতে হইবে)।

৯। পালমোলিন তেল-- ১৮.৩৫ ,,

২। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত মূল্য F,C,I হইতে রাজ্য সরকারকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই মূল্যের উপরে পরিবহণ খরচ, ডিলার্স কমিশন ইত্যাদি যোগ করিয়া রেশনসপ্ মারফৎ খুচরা বিক্রয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয় যাহা রাজ্যে সর্বত্রই সমান। একমাত্র কেরোসিনের ক্ষেত্রে দূরত্ব অনুসারে মূল্য সামান্য কম বেশী হয়।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্ধারিত মূল্যের সঙ্গে নিম্নলিখিত আনুসঙ্গিক খরচ সংযোগ ক্রমে বিক্রয়ের মূল্যমান নির্দ্ধারণ করা হয় :—

বিক্রয়কর, খাদ্যনিগমের গুদাম হইতে সরকারের গুদাম পরিবহণ খরচ, শ্রমিক খরচ, ডিলার কমিশন, ডিলারের পরিবহণ রিবেট, গুদামের ঘাটতি ইত্যাদি।

No. of Admitted Unstarred Question no : 113

Name of the Member : Sri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার দিল্লীর একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি বনস্পতি কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন ;

২। যদি সত্যি হয় এই ব্যবসায়ীটির নাম কি ;

৩। রাজ্য সরকার কি কি শর্তের ভিত্তিতে এই ব্যবসায়ীটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই শিল্প কারখানা স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ;

২। ব্যবসায়ীটির নাম নিম্নরূপ :—

"মেসার্স অতুল গ্লাস এণ্ড
ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাঃ লিমিটেড,
নূতন দিল্লী।"

৩। নিম্নলিখিত শর্ত সমূহের ভিত্তিতে এ শিল্প কারখানা স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে :—

ক) ১৯৮৯ইং সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী জয়েন্ট ভেনচার এগ্রিমেন্ট নামে একটি চুক্তি মেসার্স অতুল গ্লাস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ এবং ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম এর মধ্যে বনস্পতি কারখানা গড়ে তোলার জন্য স্বাক্ষরিত হয়।

খ) চুক্তিতে নূতন কোম্পানীটির নাম যেন উভয় পক্ষের স্বীকৃতিতে হয় এবং কোম্পানীর রেজিষ্টি অফিস ত্রিপুরাতে রাখার উল্লেখ আছে।

গ) ক্যাপিটেল :— কোম্পানীর অথরাইজড ক্যাপিটেল এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যার প্রতিটি শেয়ার মূল্য হবে দশ টাকা করে পনের লক্ষ শেয়ার। পরে তা বৃদ্ধি করে তিন কোটি টাকা করা হয়।

ঘ) বোর্ডের ডিরেকটারগণ নূন্যতম তিন জন এবং উর্দ্ধে বার জন হতে হবে। তন্মধ্যে আর্থিক সংস্থা বা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এ বোর্ডে থাকবেন।

Admitted Unstarred Question : 122

Name of the Member : Sri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :

১) ১৯৮৮—৮৯ এবং ১৯৮৯—৯০ সালে আগরতলা অরুন্ধুতিনগর ও ডুকলি, উদয়পুর, কুমারঘাট, ধর্মনগরের শিল্পনগরী গুলিতে সরকারী ও আধাসরকারী সংস্থাগুলিতে কত টাকা লাভ অথবা লোকসান হয়েছে,

২) বর্ত্তমানে এই শিল্পনগরী গুলিতে সরকারী ও আধাসরকারী সংস্থাগুলিতে কত শ্রমিক কর্মচারী কাজে নিযুক্ত আছে ;

৩) অচল ও রুগ্ন সংস্থাগুলিকে পূর্ণজীবিত করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

১) ১৯৮৮—৮৯ ও ১৯৮৯—৯০ ইং সালে নিম্নবর্ণিত শিল্পনগরী গুলিতে এবং সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থা গুলিতে লোকসানের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

	১৯৮৮—৮৯	১৯৮৯—৯০
অরুন্ধতি নগর শিল্পনগরী—	১৬,৯৬,৩৭০টী	২৪,২৮,৫০১টি
উদয়পুর— ,	৩,২৩,৬৬৭টী	৩,১৩,৭৬৭টি

কুমারঘাট শিল্পনগরী— ৫৯,৪৮৩টি ৩,১৩,৭৬৭টি

ডুকলি এবং ধর্মনগর শিল্পনগরী— সরকারী বা আধাসরকারী কোন শিল্প সংস্থা নাই।

অরুন্ধুতিনগরে অবস্থিত ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের ফল সংরক্ষণ কেন্দ্রটির লাভ বা লোকসানের হিসাব তৈরী হচ্ছে।

৩) অচল ও রুগ্ন হিসেবে কোন শিল্প সংস্থাকে এখন পর্য্যন্ত চিহ্নিত করা হয়নি।

Admitted unstarred Question No. 128.

Name of the Member :— Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be please to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ মাধ্যমে গত ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ তিন বছরে কত সংখ্যক রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের কর্ম সংস্থান হয়েছে;

২) কোন কোন সরকারী বিভাগ এবং সংস্থাকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে?

Minister-in-charge of the

Manpower & Employment Department :— Shri Arun Kr, Kar.

উত্তর

১) রাজ্যের এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জের মাধ্যমে গত ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ তিন বছরে মোট ২,২৯২ জন বেকারের চাকুরী হয়েছে।

২) রাজ্যে অবস্থিত রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর ও রাজ্য সরকারের সংস্থা সমূহের এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

No. of Admitted Unstarred Question No. : 130

Name of the Member : 1 Sri Badal Choudhury,
2. Sri Braja Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) T. S. I. C, পরিচালিত কয়েকটি সংস্থা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

২) কি কি কারণে এই সংস্থাগুলি, বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন ;

৩) বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে T, S, I, C, র দেনার পরিমান কত ?

৪) T. S, I. C. কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) দুইটি সংস্থা চিনিকল ও একটি ইটভাট্টা ১৯৮৩ইং সনে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

২) অলাভজনক কারণে বন্ধ করা হয়েছে।

৩) দেনার পরিমাণ ব্যাঙ্কের নিকট এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা এবং বে-সরকারী সংস্থার নিকট অষ্টআশী লক্ষ অষ্টআশী হাজার টাকা।

৪) T. S. I. C. কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাজ্য সরকার নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ নিয়েছেন :—

ক) রাজ্য সরকার হতে ইকুইটি শেয়ার হিসাবে T. S. I. C. কে আথিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

খ) ইণ্ডিয়ান পেট্রোক্যামিক্যালস্ লিমিটেড হতে কাঁচামাল তথা L.D.P সরবরাহ করার জন্য T. S. I. C. কে এজেন্সি পাবার ব্যাপারে সহায়তা করা হয়েছে।

গ) কুমারঘাটে অবস্থিত পজোলানা সিমেণ্ট কারখানাটিকে পুনরোজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

ঘ) গত আর্থিক বৎসরের প্যারাফিনের কোটা সম্পূর্ণরূপে তোলা হয়েছে।

ঙ) আই, ডি, বি, আই এর একটি সংস্থা এস, আই, ডি, বি, আই হতে T.S. I. C. কে আর্থিক সাহায্য করার চিন্তা হচ্ছে।

চ) কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্ত হিসাব নিকাশ শেষ করার জন্য বলা হয়েছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 141

Name of the Member Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Mintster-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৯০ইং সনের ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে বয়সোত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা কত ;

২) তন্মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কত ?

Minister-In-Charge of the Manpower & Employment Department Shri Arun Kumar Kar

উত্তর

১) ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে বয়সোত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা মোট ৯২৯৮ জন।

২) তন্মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৪৬০৪ জন।

ANNEXURE 'C'

Postponed Starred question No,—51 asked by Shri Samar Choudhury M.L.A Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food and Civil Supplies Departmant be pleased to state :

Questions

১) বর্তমানে রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে মোট সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এবং

২) গত ১৯৮৯ ইং সনের জানুয়ারী থেকে মার্চ এবং ১৯৯০ ইং সনের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার কত; এবং

৩) দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি মুনাফা সংগ্রহ এবং অসাধুতার জন্য কতজন অপরাধিকে এখন পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের নাম ও ঠিকানা ?

To be replied by the Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department

Answers

১) P.D.S মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, এনফোর্সমেন্ট এবং ভিজিলেন্স সংস্থার মাধ্যমে কালোবাজারী এবং মুনাফা খোরদের বিরুদ্ধে E C. Act অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২) জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৯ ইং ১.৩% এবং এপ্রিল জুন ১৯৯০ ইং ৫.১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩) যে সব অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

তালিকা— 'ক'

Statement showing the Name & Addressed of persons against action taken during 1989 & 1990.

1. Udaipur Sub-Division.
During 1989.

Name	Addresse
1. Shri Kirit Bikram Sen	F. P. Shop No. 1, Rajarbag.
2. ,, Abdul Karim.	Amtali F, P, Shop, Amtali,
3. ,, Dipak Kanti Saha.	Pabitraram bari F, P, Shop Pabitraram bari.
4. ,, Ashutosh Sutradhar,	Chandrapur F P, Shop, Chandrapur.
5. ,, Kazi Abu Tehar,	Khilpara F, P, Shop, Khilpara.
6. ,, Manoranjan Nandy,	Dhajanagar F, P, Shop No. 2, Dhajanagar.
7. " Har Mohan Saha,	Town F, P, Shop No, 2, Town.
During 1990 (Upto July 1990)	
1. Shri Krishna Gopal Bhowmik,	Shalgarh F,P, shop, Shalgara.
2. " Jatan Kr. Jamatia,	South Barmura F,F, shop No, 1, S/Barmura.
3. " Haradhan Das,	South Mirza F,P, shop, S/Mirza.
4. " Ranjit Podder,	Grocery shop, Kakraban.
5. " Sibu lal Sarkar,	Grocery shop, Town.
6. " Nani Gopal Roy,	Grocery shop, Kakraban.
7. " Rakhal Deb,	Jamjuri F,P, shop, Jamjuri.
8. " Dilip Saha,	Town F,P, shop No. 2. Town.
9. " Prafulla Kr. Bardhan,	Jamjuri F,P, shop No 1, Jamjuri.
10. " Jiban Roy,	Grocery shop, Jamjuri,
11. ,, Sunil Das	Ichachhara F P Shop, Ichachhara
12. ,, Kazi Abu Taher,	Khilpara F P shop, No 2, Khilpara
13. ,, Kazi Safique Uddin,	Khilpara F P shop, No 2, Khilpara

2. Khowai Sub-Division
During 1989

Sl No	Name		Addresse
1)	Shri Laxmi Charan Debbarma, West Laxmicherra	dealer	West Laxmicherra F P shop

2)	„ Satish Ch Bhowmik, Gamaibari	dealer	Barmachare F P shop
3)	„ Nikhil Debbarma, Gopalnagar	dealer	Gopalnagar F P shop
4)	„ Sunil Nath Sarma, Tutabari,	dealer	Tutabari F P shop No 1 & 2
5)	" Gonesh Ch Debbarma Athaibari	dealer	Athaibari F P shop
6)	" Dhirendra Kishor Biswas Sikaribari	dealer	Sikaribari F P shop
7)	" Sakhor Singh Chowdury East Champacherra	dealer	East Chmpacherra F p shop
8)	" Sunjoy Bahadar Debbarma Bidyabil	dealer	Bidyabil F p shop
9)	" Haridas Debbarma Badlabari	dealer	Badlabari F p shop
10)	" Khirode Debbarma Paglabari	dealer	Paglabari F p shop
11)	" Sunil Das East Ramchandraghat	dealer	East Ramchandraghat F p shop
12)	" Ex-prodhan Atharamura panchayet	dealer	43 mile post F p shop
13)	" Mangal Debbarma Tainkarcherra	dea'er	Tainkacherra F p shop
14)	" Brajendra Debbarma Uttar padmobil	dealer	Uttar Padmobil F p shop
15)	" Roj Chandra Debbarma Ratanpur	dealer	Ratanpur F p shop

16) "	Satish Ch. Bhowmik Gamaibari	dealer	Gamaibsri F p shop
17) "	Satish Ch. Bhowmik Khsiamangal	dealer	Khsiamangal F p shop
18) "	Prodhan, Dwarika pur panchayet	dealer	Bagenbazar F p shop No 1 & 2
1) "	pramode Debbarma Gopalnagar	dealer	Gopalnagar F p shop
2) "	Manornjn Dutta Bagabil	dealer	Bagabil F p shop
3) "	NabaKumar Debbarma Kunjaban	dealer	Kunjaban F p shop
4("	Bhupendra Debbarma Chankhalabazar	dealer	Chankhalabazar F p shop
5) "	Jatindra Debbarma Baijalbari	dealer	Baijalbalri F p shop
6) ,,	Sanjib Bhattacharjee Officetilla	dealer	Officetille (Teliamura) F p shop
7) ,,	Priya Mohan Majumdar Krishnapur	dealer	Uttar Krishnapur F p shop
8) ,,	Manager Janakalayan PACS, Asharambari	dealer,	Asharambari F p shop

3,	Dharmanagar Sub-Division	No persons have been punished regarding profitoring and Black marketing in the year 1989-90
4.	Sabroom Sub-Division	—do—

5.	Kamalpur Sub-Division	One person Shri Jogesh Debnath S/o Shri Rajani Kanta Debnath dealer of Salema F p shop No 3 has punished for proftering during 1989
6.	Sunamura Sub-Division	Nil
7.	Gandacharra Sub-division	No person punished
8.	Sadar Sub-Division	—do—
9.	Agartala Rationing Authority	The dealership of Govt F p shop No 44 run by Arabinda Co-Op. Cons. Stores Ltd. of Agartala has been cancelled due to malpractices in regard to sale of food-grains during 1989 i. e. (on 10.12 89)
10.	Amarpur Sub-Division	Nil
11.	Belonia Sub-Division	Nil
12	Kailashahar Sub-Division	Nil

Admitted postpond starred Question No 51 asked by Shri Samar Choudhury M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state—

Questions

১) ১৯৯০ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে কাঞ্চনপুর, দামছড়া খেদাছড়া, আনন্দবাজার, মনপুই, গঙ্গানগর ছাওমনু, থালছড়া, ছিলাচড়ি, যতনবাড়ী, অম্পিনগর, গণ্ডাছড়া, রইস্যাবাড়ী জম্পুইজলা ইত্যাদি এই সকল গুদাম থেকে কি পরিমাণ খাদ্য কতগুলি রেশন দোকান এবং কি পরিমাণ খাদ্য 'কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পগুলিতে off take হয়েছে, এবং

২) উক্ত এলাকাগুলিতে মোট রেশন কার্ডের সংখ্যা কত (উপজাতি ও অউপজাতী পরিবার ভিত্তিক রেশন কার্ড হোল্ডারদের হিসাব) ?

Answer

১) ১৯৯০ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত রাজ্যে কাঞ্চনপুর, দামছড়া, খেদাছড়া, আনন্দবাজার, মনপুই,

গঙ্গানগর, ছাওমনু, থালছড়া, শিলাছড়ি, ষতনবাড়ী, অম্পিনগর, গণ্ডাছড়া, রইস্যাবাড়ী এবং অম্পুইজলার মোট ১৩৪টি রেশন সপে গুদাম থেকে মোট ২২২৪·৯টি মেট্রিক টন পরিমাণ খাদ্য ও 'কাজের বদল খাদ্য' প্রকল্পগুলিতে (এস. আর, ই, পি ২৬'৬ MT এবং জহর রোজগার যোজনা ২৮'৮ M.T) মোট ৫৫ ৪ মেট্রিক টন পরিমাণ খাদ্য off take হয়েছে।

২। উক্ত এলাকাগুলিতে মোট রেশন কার্ডের সংখ্যা ৬০,১৯১। তারমধ্যে উপজাতি রেশনকার্ডের সংখ্যা ৪৭,৩৩০ এং অউপজাতি রেশন কার্ডের সংখ্যা ১২,৮৬১।

PRINTED BY

THE SECRETARY,

TRIPURA PRESS OWNERS' ASSOCIATION

AGARTALA